প্রাচীন ভারতের অনুশীলন

স্বামী বাসুদেবানন্দ

মূল্য ১॥০

প্রকাশক

শ্রীবিরজাকান্ত মুখোপাধ্যায়

অমরকানন, গঙ্গাজলঘাটী

প্রিণ্টার—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত

শ্রীসরস্বতী প্রেস,

১ নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীমৎ স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজের

পদকমলে—

করিলাম।

স্বামী প্রেমানন্দ

শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণশরণম্

আজি এর কিছু নাই, রিক্তসর্ব্ব, দৈন্য দুঃখ ভরা।
অর্থ নাই, স্বাস্থ্য নাই, পরাধীন, ছিন্নবাস পরা॥
অবজ্ঞার পাত্র শুধু, কৃপা চক্ষে হেরিছে সকলে।
কেহ কয় কিছু নয়, কিছু ছিল, কেহ কেহ বলে॥
আছে বটে অভ্রভেদী, ধবলিত গিরি হিমময়।
ঘনশ্যাম বনমালা, শাপদোর নির্ভয় আলয়॥
তরঙ্গিত তরঙ্গিনী, কুলে কুলে সরস বরষা।
কিরণের ইন্দ্রজাল স্বপ্নময় হরষ দরশা॥
সহস্র যোজন ব্যাপী ফল ফুল, শোভিত প্রান্তর।
শ্যামকান্ত নরনারী স্বপ্নতুষ্ট সস্নেহ অন্তর॥
নাহি এর ইতিহাস সভ্যতার নাহিক কাহিনী।
বিদেশীরা রচি মিথ্যা গাহে উচ্চে রাসভ রাগিণী॥
নাহি জানি ইতি কথা ছিন্ন করি গ্রন্থের বন্ধন।
নদীতীরে পর্ব্বতের কন্দরে কন্দরে অনুক্ষণ॥
কহিতেছে নিরন্তর আপনার বিচিত্র বারতা।
চক্ষুষ্মান হেরে তারে স্থৈর্য্যবান শুনে সেই কথা॥
ইতিবৃত্ত অন্যদেশে নেতারূপে নিয়েছে রাজায়।
কিম্বা কোন বীর্য্যবান তুরীভেরী সেপথে বাজায়॥
কিন্তু কোন মহারাজ এ ভারতে হয়নি নায়ক।
চিরদিন নেতা এর শীর্ণতনু বন্য আরণ্যক॥

অথবা সে চিন্তাতীত ভাবাতীত অদৃশ্য বিশাল।
স্মরণের তরণীর দৃঢ়হস্তে ধরি রাখি হাল॥
কালের সাগর বাহি অতীতের রেখা আঁকি যায়।
অস্ফুট কল্লোল তার কালে কালে বারতা জানায়॥
ইতিহাস গড়া এর প্রেমে চরিত্রের মহিমায়।
প্রেমিক বুঝিতে পারে নির্দ্দেশ করিতে পারে তাঁয়॥
গোপন অতীত ভাতি উজ্জ্বল করিল একজনে।
প্রেমানন্দে পরিপূর্ণ প্রেম পথ দেখায় যতনে॥
তাঁরি কর সঙ্কেতের পথে গেছে এক বিশ্বাসি হৃদয়।
তার দেখা শ্রবণীয় কথা তার মিথ্যা কভু নয়॥

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শরণম্

বিজ্ঞপ্তি

প্রচারই জাতীয় প্রাণস্পন্দনের লক্ষণ। মস্তিষ্ক সতেজ না হইলে স্বাধীন চিন্তার বিকাশ অসম্ভব। এই মৌলিকত্বই মানুষকে ক্রমোন্নতির সোপানে অগ্রসর করায়। ইহার ফল জাতির দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা। ইউরোপের জাতিসমূহ সকল অন্তর্বিপ্লব ও বিপর্য্যয়ের মধ্যে স্বাধীন, কারণ—মস্তিষ্কের মৌলিকতা; প্রাচীন ভারতের স্বাতন্ত্র্য একই কারণের উপর প্রতিষ্ঠিত—প্রমাণ এই গ্রন্থ। এই গ্রন্থ পাঠে যদি সমষ্টিজাতির কোন ব্যক্তির প্রাণে সেই মৌলিকতা জাগ্রত হয় ইহাই লেখকের আশা।

বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করিয়াই যখন রামকৃষ্ণসঙ্ঘে যোগদান করি তখন এই বিশ্বাসই ছিল—স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন পাশ্চাত্য মিশনারিদের অনুকরণে। মদীয় শিক্ষাগুরু শ্রীমৎ স্বামী প্রেমানন্দজী মহারাজ আমার এই ভ্রান্তি প্রথম নির্দ্দেশ করেন এবং বলেন "স্বামীজীর বই ভাল করে প'ড়লে বুঝ্‌তে পারবি।" এই সময়ে দুইজন ইউরোপীয় অধ্যাপক (একজনের নাম আরকোহট) বেলুড়ে আগমন করেন। তাঁহারাও প্রতিপাদন করিয়াছিলেন যে স্বামীজীর এই প্রতিষ্ঠান পাশ্চাত্য অনুকরণ মাত্র; বৈদিক এবং বৌদ্ধ সভ্যতা তখন সম্পূর্ণ অজ্ঞাত থাকায় অধ্যাপকদের যুক্তির তখন কোন প্রতিবাদ করিতে পারি নাই। সেই হইতে আমাদের প্রাচীন সভ্যতা জানবার

ইচ্ছা হৃদয়ে প্রবলাকার ধারণ করে। এই পিপাসা নিবৃত্তির সহায়ক হন ব্রহ্মচারী চারুচন্দ্র (স্বামী ভবানন্দ) এবং স্বামীজীর ভ্রাই শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়—এই নিমিত্ত লেখক তাঁহাদের নিকট চিরবাধিত। শ্রীমৎ স্বামী প্রেমানন্দজী ক্রীট্‌দ্বীপের নিকট স্বামীজীর স্বপ্নের কথা বলেন। সেই উপলক্ষে Tharapuœts শব্দটীর অর্থ আবিষ্কারে প্রবুদ্ধ হইয়া বৌদ্ধধর্ম্ম পড়িতে আরম্ভ করি। পরে "বৈদিক ও বৌদ্ধধর্ম্ম" হইতে আরম্ভ করিয়া "পুরাণমাতা ঋক্‌শ্রুতি" প্রবন্ধ পর্য্যন্ত উদ্বোধন পত্রিকায় লিখি কিন্তু সে ক্রম এই পুস্তকে পরিবর্ত্তিত করিয়া বৈদিক, পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক যুগভেদে সাজান হইয়াছে।

বাঁকুড়া গঙ্গাজলঘাটী জাতীয় বিদ্যালয়ের সেবকবৃন্দের উৎসাহে এই প্রবন্ধগুলি পুস্তকাকারে পরিণত হইল এবং এই পুস্তকের সমগ্র আয় উক্ত জাতীয় বিদ্যালয়ের শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দিরের জন্য ব্যয়িত হইবে। ইতি—

উদ্বোধন মঠ,
শ্রীশ্রীসারদাজন্মতিথি দিবস
সন ১৩৩১ সাল। } গ্রন্থকারস্য

প্রাচীন ভারতের অনুশীলন

পুরাণ-মাতা ঋক্‌শ্রুতি।*

আর্য্যদের আদিম নিবাস সম্বন্ধে নানা পণ্ডিত নানা মত প্রকাশ করিয়াছেন। কেহ বা মধ্য এসিয়া, কেহ বা স্কান্দেনেভিয়া, কেহ বা উত্তর মেরু প্রভৃতি নানা স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত উক্ত স্থান সকলের সঠিক নির্দ্দেশ না হইতেছে ততদিন পর্য্যন্ত আর্য্য সভ্যতার আদিম ইতিহাস যাহা অদ্যাবধি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে তদুক্ত সপ্তসিন্ধু† স্থানকেই আমরা আর্য্যদের প্রকৃত আদিম নিবাস বলিতে বাধ্য হইব এবং এই সভ্যতা কেন্দ্র হইতেই ব্যানার্দ্ধের ন্যায় জগতের চতুর্দ্দিকে আর্য্য শাখার বিস্তারে, রূপান্তরিত হইয়া বিশ্ব-পুরাণের সৃষ্টি হইয়াছে। আর্য্যদের ভারতাগমন সম্বন্ধে আচার্য্য বিবেকানন্দের মত আমরা এস্থলে উল্লেখ করিতে পারি। "কোন্ বেদে, কোন্ সূক্তে,

---

* ঋক্ ও অবস্থার অনুবাদগুলি শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের অনুবাদ হইতে গৃহীত হইয়াছে।

† ঋ, ১ম, ৭১সূ, ৭ ঋ কে—সমুদ্রংনস্রবতঃ সপ্ত যহ্বীঃ—"সপ্তনদী সমুদ্র অভিমুখে প্রধাবিত হয়।" ইহারা সরস্বতী, শুতুদ্রী বা শতদ্রু পরুষ্ণী বা ইরাবতী (যাস্ক) মরুদ্বৃধা বা দৃষদ্বতী, অসিক্নী বা চন্দ্রভাগা, বিতস্তা, আর্জীকীয়া বা বিপাশা (যাস্ক) সুষোমা বা সিন্ধু (যাস্ক)। ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ৭৫ সূক্তের ৫ম ঋকে— গঙ্গে যমুনে সরস্বতী শুতুদ্রি স্তোমং সচত পরুষ্ণি আ অসিক্ন্যা মরুদ্বৃধে বিতস্তয়া আর্জীকিয়ে

কোথায় দেখেছ যে, আর্য্যেরা কোন্ বিদেশ থেকে এদেশে এসেছে ? ‡ কোথায় পাচ্ছ যে, তাঁরা বুনোদের মেরে কেটে ফেলেছেন ? § খামাকা

শৃণুহি আ সুষোময়া— দশটী নদীর নাম আছে। কিন্তু ঋগ্বেদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব মণ্ডলে গঙ্গা এবং যমুনার নামোল্লেখ নাই। অতএব উপর্য্যুক্ত (সিন্ধু-বাদে) সাতটী নদীই সপ্তনদী বা প্রাচীন পারসীকদের 'হপ্তহিন্দু'।

‡ I must however, begin with a candid admission that, so far as I know, none of the Sanskrit books not even the most ancient, contain any direct reference or allusion to the foreign origin of the Aryans.

—Muir's Original Sanskrit Tents Vol. 11. P. 322 (1871).

§ মাত্র ঋগ্বেদের দুই এক স্থলে ক্ষেত্র করিয়া লইবার কথা আছে যথা,—দস্যূঞ্ছিম্যূংশ্চ পুরুহূত এবৈর্হ পৃথিব্যাং শর্বাণি বর্হীত্। সনৎ ক্ষেত্রং সখিভিঃ শ্বিত্ন্যেভিঃ সনৎ সূর্য্যং সনদপঃ সুবজ্রঃ ॥" "তিনি অনেকের দ্বারা আহূত হইয়া এবং গমনশীল (মরুৎগণের) দ্বারা যুক্ত হইয়া পৃথিবী নিবাসী দস্যু ও শিম্যুদিগকে প্রহার করিয়া হননকারী বজ্র দ্বারা বধ করিলেন ; পরে আপন শ্বেত বর্ণ মিত্রদিগের সহিত ক্ষেত্র ভাগ করিয়া লইলেন ; শোভনীয় বজ্র যুক্ত ইন্দ্র সূর্য্য এবং জল সমুদয় প্রাপ্ত হইলেন।" সায়ন 'দস্যু' অর্থে 'শত্রু,' 'শিম্যু' অর্থে 'রাক্ষস' এবং 'শ্বেতবর্ণ মিত্র' অর্থে 'দীপ্তাঙ্গ মরুৎগণ' ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু এই শ্বেতবর্ণ মিত্রেরা আর্য্য ছাড়া আর কিছুই নহে। কিন্তু ইহা সামান্য মারপিট বা দাঙ্গা বলিয়া বোধ হয়। পাশ্চাত্যদের ন্যায় জাতিকে জাতি উজাড় করিয়া দেওয়া কোথাও দৃষ্ট হয় না।

আহাম্মকির দরকারটা কি? আর রামায়ণ পড়া ত হয় নি, খামাকা এক বৃহৎ গল্প রামায়ণের উপর কেন বানাচ্ছ?

"রামায়ণ কি না আর্য্যদের দক্ষিণি বুনো বিজয়!! বটে—রামচন্দ্র আর্য্য রাজা সুসভ্য, লড়ছেন কার সঙ্গে?—লঙ্কার রাবণ রাজার সঙ্গে। সে রাবণ, রামায়ণ পড়ে দেখ, ছিলেন রামচন্দ্রের দেশের চেয়ে সভ্যতায় বড় বই কম নয়। লঙ্কার সভ্যতা অযোধ্যার চেয়ে বেশী ছিল কম ত নয়ই। তারপর বানরাদি দক্ষিণ লোক বিজিত হলো কোথায়? তারা হলো সব রামচন্দ্রের বন্ধু মিত্র। কোন্ গুহকের, কোন্ বালির রাজ্য রামচন্দ্র ছিনিয়ে নিলেন—তা বল না?

"হতে পারে দু এক যায়গায় আর্য্য আর বুনোদের যুদ্ধ হয়েছে, হতে পারে দু একটা ধূর্ত্ত মুনি রাক্ষসদের জঙ্গলের মধ্যে ধুনি জ্বালিয়ে বসেছিল। মটকা মেরে চোখ বুজিয়ে বসেছে কখন রাক্ষসে ঢিল ঢেলা হাড় গোড় ছোড়ে। যেমন হাড় গোড় ফেলা অমনি নাকি কান্না ধরে রাজাদের কাছে গমন। রাজা লোহার জামা পরা, লোহার অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে ঘোড়া চড়ে এলেন; বুনো হাড় পাথর ঠেঙ্গা নিয়ে কতক্ষণ লড়বে? রাজারা মেরে ধরে চলে গেল। এ হতে পারে; কিন্তু এতেও বুনোদের জঙ্গল কেড়ে নিয়েছ কোথায় পাচ্ছ?

"অতি বিশাল নদ নদী পূর্ণ, উষ্ণ প্রধান, সমতল ক্ষেত্র—আর্য্য সভ্যতার তাঁত। আর্য্য প্রধান, নানাপ্রকার সুসভ্য, অর্দ্ধ সভ্য, অসভ্য মানুষ—এ বস্ত্রের তুলো; এর টানা হচ্ছে—বর্ণাশ্রমাচার। এর পোড়েন—প্রাকৃতিক দ্বন্দ্ব, সংঘর্ষ নিবারণ।

"তুমি ইয়োরোপী, কোন দেশকে কবে ভাল করেছ, অপেক্ষাকৃত অবনত জাতিকে তোলবার তোমার শক্তি কোথায়? যেখানে দুর্ব্বল

জাতি পেয়েছ, তাহাদের সমূলে উৎসাদন করেছ, তাদের জমিতে তোমরা বাস করছ, তারা একেবারে বিনষ্ট হয়ে গেছে। তোমাদের আমেরিকার ইতিহাস কি? তোমাদের অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিলণ্ড, পাসিফিক্ দ্বীপপুঞ্জ, তোমাদের আফ্রিকা?

"কোথা সে সকল বুনো জাত আজ? একেবারে নিপাত, বন্যপশুবৎ তাদের তোমরা মেরে ফেলেছ;—সেখানে তোমাদের শক্তি নাই, সেথা মাত্র অন্য জাত জীবিত। আর ভারতবর্ষ তা কস্মিন কালেও করেন নাই। আর্য্যেরা অতি দয়াল ছিলেন, তাঁদের অখণ্ড সমুদ্রবৎ বিশাল হৃদয়ে অমানব প্রতিভাসম্পন্ন মাথায়, ওসব আপাত রমণীয় পাশব প্রণালী কোনও কালে স্থান পায় নাই। স্বদেশী আহাম্মক! যদি আর্য্যেরা বুনোদের মেরে ধরে বাস করত, তা হলে এ বর্ণাশ্রমের সৃষ্টি কি হত?

"ইয়োরোপের উদ্দেশ্য সকলকে নাশ করে, আমরা বেঁচে থাকবো। আর্য্যদের উদ্দেশ্য—সকলকে আমাদের সমান করবো, আমাদের চেয়ে বড় করবো। ইউরোপের সভ্যতার উপায়—তলওয়ার; আর্য্যের উপায়—বর্ণ বিভাগ। শিক্ষা সভ্যতার তারতম্যে, সভ্যতা শিখিবার সোপান, বর্ণ-বিভাগ। ইউরোপে বলবানের জয়, দুর্ব্বলের মৃত্যু, ভারতবর্ষের প্রত্যেক সামাজিক নিয়ম দুর্ব্বলকে রক্ষা করবার জন্য।" *

স্বামীজির বাক্যের শেষের তিন অংশ এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইলেও আর্য্য ইতিহাস বুঝিবার মূল তত্ত্ব বলিয়া এখানে উল্লেখ করিলাম। পরে আর একটী মত এই যে আর্য্যেরা ভারতীয় অপরাপর আদিম জাতির সংমিশ্রনে নিজেদের সুশ্রীত্ব হারাইয়াছিল। সে সম্বন্ধে স্বামীজির মতামত উদ্ধৃত করিয়া আমরা আমাদের প্রকৃত প্রস্তাবে নামিব।

* প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য—পঞ্চম সংস্করণ—পৃষ্ঠা ১১২—১১৫।

"এখন আমাদের শাস্ত্রকারদের মতে, হিন্দুর ভেতর ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এই তিন জাত এবং চীন, হূন, দরদ, পহ্লব, যবন এবং খশ এই সকল ভারতের বহিঃস্থিত জাতি, এরা হচ্ছে আর্য্য। শাস্ত্রোক্ত চীন জাতি, এ বর্ত্তমান 'চীনেম্যান' নয়; ওরা ত সে কালে নিজেদের 'চীনে' বলতই না। 'চীন' বলে এক বড় জাত কাশ্মীরের উত্তর-পূর্ব্ব ভাগে ছিল; দরদ্‌রাও যেখানে এখন ভারত আর আফগানের মধ্যে পাহাড়ি জাত সকল, ঐখানে ছিল। প্রাচীন চীন জাতির দু দশটা বংশধর এখনও আছে। দরদিস্থান এখনও বিদ্যমান। রাজতরঙ্গিনী নামক কাশ্মীরের ইতিহাসে বারম্বার দরদরাজের প্রভুতার পরিচয় পাওয়া যায়। হূন নামক প্রাচীন জাতি অনেক দিন ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমাংশে রাজত্ব করিতেছিল। এখন টিবেটিরা নিজেদের হূন বলে; কিন্তু সেটা বোধ হয়, "হিউন"। ফলে, মনুক্ত হূন আধুনিক তিব্বতীয় নয়; তবে এমন হতে পারে যে, সেই আর্য্য হূন এবং মধ্য এসিয়া হতে সমাগত কোন মোগলাই জাতির সংমিশ্রণে বর্ত্তমান তিব্বতীর উৎপত্তি। প্রজাবলস্কি এবং ড্যুক্‌ড আরলিআঁ নামক রুষ ও ফরাসী পর্য্যটকদের মতে, তিব্বতের স্থানে স্থানে এখনও আর্য্যমুখ চোখ বিশিষ্ট জাতি দেখতে পাওয়া যায়। যবন হচ্ছে গ্রীকদের নাম। এই নামটার উপর অনেক বিবাদ হয়ে গেছে। অনেকের মতে যবন এই নামটা 'যোনিয়া' নামক স্থানবাসী গ্রীকদের উপর প্রথম ব্যবহার হয়; এজন্য মহারাজা অশোকের পালিলেখে 'যোন' নামেগ্রীক জাতি অভিহিত। পরে 'যোন' হতে সংস্কৃত যবন শব্দের উৎপত্তি। আমাদের দেশে কোন কোনও প্রত্ন-তত্ত্ববিদের মতে যবন শব্দ গ্রীকবাচী নয়; কিন্তু এ সমস্তই ভুল। যবন শব্দই আদি শব্দ, কারণ শুধু যে হিন্দুরাই গ্রীকদের যবন বলত, তা নয়; প্রাচীন মিসরী ও বাবিলরাও গ্রীকদের যবন নামে আখ্যাত

করত। পহ্লব শব্দে, পেহলবি ভাষাবাদী প্রাচীন পারসী জাতি। খশ শব্দে এখনও অর্দ্ধ সভ্য পার্ব্বত্য দেশবাসী আর্য্য জাতি এখনও হিমালয়ে ঐ নামে, ঐ অর্থে ব্যবহার হয়। বর্ত্তমান ইউরোপীরাও এই অর্থে খশদের বংশধর। অর্থাৎ যে সকল আর্য্য জাতিরা প্রাচীনকালে অসভ্য অবস্থায় ছিল, তারা সব খশ।

"আধুনিক পণ্ডিতদের মতে আর্য্যদের লাল্‌চে সাদা রঙ, কাল বা লাল চুল, সোজা নাক চোক ইত্যাদি; এবং মাথার গড়ন, চুলের রঙ ভেদে একটু তফাৎ। যেখানে রঙ কাল, সেখানে অন্যান্য কাল জাতের সঙ্গে মিশে এইটী দাঁড়িয়েছে। এদের মতে হিমালয়ের পশ্চিম প্রান্তস্থিত দুচার জাতি এখনও পুরো আর্য্য আছে, বাকী সমস্ত খিচুড়িজাত, নহিলে কাল কেন হল? কিন্তু ইউরোপী পণ্ডিতদের ভাবা উচিৎ যে, দক্ষিণ ভারতের অনেক শিশুর লাল চুল জন্মায়, কিন্তু দুচার বৎসরেই চুল ফের কাল হয়ে যায় এবং হিমালয়ে অনেক লাল চুল, নীল বা কটা চোখ।" *

অতএব শক্, হূন, দরদ, চীন পারসীক বা যবনদের সহিত আমাদের রক্তের সংমিশ্রণ হইলেও আমাদের আর্য্যত্ব একেবারে "আর্যামী" নয়। এক ভয় ভারতীয় আদিম বুনোদের সহিত সংমিশ্রণ। কিন্তু ভারতীয় আর্য্যেরা চাতুর্ব্বর্ণ্য সৃষ্টির দ্বারা নিজেদের আর্য্যত্ব এবং প্রাচীন বুনোদের অস্তিত্ব রক্ষা করিয়াছেন। অপর দিকে যখন ভারতীয় আর্য্যদের অপর দেশ হইতে আগমনের কোনও উল্লেখ বা নিদর্শন পাওয়া যায় না তথা অপরাপর আর্য্যশাখীয়দের পূর্ব্বদেশ হইতে আগমনের বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায় তখন আমাদের বাধ্য হইয়া মানিয়া লইতে হয় আর্য্য শিক্ষা

* প্রাচ্য ও প্রাশ্চাত্য—পঞ্চমসংস্করণ—পৃঃ ২৮—৩০।

দীক্ষার আদিকেন্দ্র ভারতবর্ষ। কৃষ্ণবর্ণ ঘৃণাপ্রযুক্তই বোধ হয় ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা আর্য্যাদের আদিম নিবাস অন্যত্র স্থির করিতে এত প্রচেষ্ট।

ঋক্‌বেদের একটি ঋকে আছে, "সমর্যো গা অজতি যস্য বষ্টি" (১ম, ৩২সূ, ৩ঋ) অর্থাৎ "স্বামিরূপে ইন্দ্র যাঁহাকে ইচ্ছা করেন তাঁহার নিকট গাভী প্রেরণ করেন।" আচার্য্য সায়ণ 'অর্য্য' অর্থে স্বামিরূপ করিয়াছেন। কিন্তু ঋ ধাতু (চাষ করা) হইতে আর্য্য বা আর্য্যশব্দের বুৎপত্তি হইয়াছে। কৃষিব্যবসায়ী পুরাতন হিন্দুগণ নিজেদের আর্য্য এবং যজ্ঞহীন অপর জাতিদের দস্যু বলিতেন। ইরাণী, গ্রীক, লাটিন, কেল্ট, টিউটন প্রভৃতি বিভিন্ন আর্য্যশাখীয়েরা নানা দেশে উপনিবেশ স্থাপনের পূর্ব্বেই এই আর্য্য নাম গ্রহণ করেন। আর অনার্য্যেরা মেষাদির প্রতিপালন করিত এবং নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইত। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলেন "তাঁহারা নিজের ত্বরিতগতির গৌরব করিয়াই বোধ হয় আপনারা "তুরাণীয়" নাম ধারণ করিয়াছিলেন।" যাহাহউক এই আর্য্য শব্দের অপভ্রংশ আমরা দেখিতে পাই, ইরান, আরমেনীয়, আলবেনীয়, ককেসসের উপত্যকায় আইরন, গ্রীসের উত্তরে আরীয়, জার্ম্মানদিগের মধ্যে আরিয়াই, এবং এরিন বা আয়রলণ্ড প্রভৃতি দেশের নাম। *

এ সম্বন্ধে আচার্য্য বিবেকানন্দের মতামত আমরা এ স্থলে উদ্ধৃত করিয়া বিষয়টী আরও প্রাঞ্জল করিতে ইচ্ছুক। "সমাজ সৃষ্টি হতে লাগল। দেশভেদে সমাজের সৃষ্টি। সমুদ্রের ধারে যারা বাস করতো, তারা অধিকাংশই মাছ ধরে জীবিকা করতো; যারা সমতল জমিতে, তাদের চাষবাস, যারা পার্ব্বত্যদেশে, তারা ভেড়া চরাত; যারা মরুময় দেশে,

* Max Muller's 'Science of Language' (1882) Vol I. pp. 274 to 284

তারা ছাগল, উট চরাতে লাগল। কতকদল জঙ্গলের মধ্যে বাস করে, শীকার করে খেতে লাগলো। যারা সমতল দেশ পেলে, চাষবাস শিখ্‌লে, তারা পেটের দায়ে অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে চিন্তা করবার অবকাশ পেলে, তারা অধিকতর সভ্য হতে লাগ্‌ল। কিন্তু সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে শরীর দুর্ব্বল হতে লাগ্‌ল। শিকারী বা পশুপাল বা মৎস্যজীবী, আহারের অনটন হলেই, ডাকাত বা বোম্বেটে হয়ে সমতলবাসীদের লুটতে আরম্ভ করলে। সমতলবাসীরা আত্মরক্ষার জন্য, ঘন দলে সন্নিবিষ্ট হতে লাগলো, ছোট ছোট রাজ্যের সৃষ্টি হতে লাগলো।

"দেবতারা * ধান চাল খায়, সুসভ্য অবস্থা, গ্রাম নগর, উদ্যানে বাস, পরিধান বোনা কাপড়; আর অসুরদের † পাহাড়, পর্ব্বত, মরুভূমি বা সমুদ্রতটে বাস, আহার বন্য জানোয়ার, বন্য ফলমূল, পরিধান ছাল; আর বুনো জিনিস ভেড়া ছাগল গরু দেবতাদের কাছ থেকে, বিনিময়ে যা ধান চাল। দেবতার শরীর শ্রম সহিতে পারে না, দুর্ব্বল। অসুরের শরীর উপবাস, কৃচ্ছ্র, কষ্ট সহনে বিলক্ষণ পটু।

"অসুরের (অনার্য্যদের) আহারাভাব হইলেই, দল বেঁধে পাহাড় হতে, সমুদ্র কূল হতে, গ্রাম নগর লুটতে এলো। কখনও বা ধন ধানের লোভে দেবতাদের আক্রমণ করতে লাগলো। দেবতারা বহুজন

---

* আর্য্যেরা দেবতাদের উপাসনা করিতেন বলিয়া দেবতা বলা হইয়াছে।

† অসুর অর্থে বলশালী অনার্য্যেরা। ইরাণীদের উপাস্য অসুর মেজদা নয়। কারণ তাঁহারাও আর্য্য এবং যজ্ঞাদি করিতেন। ইহা পরে আমরা দেখাইব। স্বামিজী যাহাদের বর্ণনা করিয়াছেন তাহারাই ঋগ্বেদোক্ত দস্যু। এবং "আর্য্য প্রতিবাসী তুরাণী" (রমেশ দত্ত)

একত্র না হতে পারলেই অসুরের হাতে মৃত্যু। আর দেবতার বুদ্ধি প্রবল হয়ে নানাপ্রকার মন্ত্র তন্ত্র নির্ম্মাণ করতে লাগলো। ব্রহ্মাস্ত্র, গরুড়াস্ত্র, বৈষ্ণবাস্ত্র, শৈবাস্ত্র সব দেবতাদের ; অসুরের সাধারণ অস্ত্র, কিন্তু গায়ে বিষম বল। বারম্বার অসুর দেবতাদের হারিয়ে দেয়, কিন্তু অসুর সভ্য হতে জানে না। চাষ বাস করতে পারে না, বুদ্ধি চালাতে জানে না। বিজয়ী অসুর যদি বিজিত দেবতাদের স্বর্গে রাজ্য করতে চায় ত সে কিছু দিনের মধ্যে দেবতাদের বুদ্ধি কৌশলে দেবতাদের দাস হয়ে পড়ে থাকে।"*

এক্ষণে আর্য্য সভ্যতার আদি ধর্ম্মগ্রন্থে যে দেবতাদের উল্লেখ আছে তাহা কিভাবে রূপান্তরিত হইয়া নানাজাতীয় পুরাণের সৃষ্টি করিয়াছে তাহা আমরা পাঠকবর্গের নিকট বিবৃত করিয়া দেখাইব।

(১) ঋগ্বেদের প্রথম সূক্তেই অগ্নিদেবতার উল্লেখ আছে। ইনি ইরাণী (প্রাচীন পারসিক) গ্রীক, রোমক প্রভৃতি জাতির নিকট পুরাকালে পূজা প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইরাণীরা তাঁহাকে অহুরোমজদের পুত্র এবং অতর নামে উপাসনা করিতেন। কারণ ঋ, ১৩ সূক্তের ৩য় ঋকে—নরাশংসমিহ প্রিয়মস্মিন্যজ্ঞ উপহ্বয়ে—"এই যজ্ঞে প্রিয় নরাশংস নামক অগ্নিকে আহ্বান করি।" 'নরাশংস' অর্থে 'মানব প্রশংসিত' (রমেশ দত্ত)। ইরাণী ধর্ম্মপুস্তক জেন্দ্‌ অবস্থায় অগ্নিকে 'অতর' নাম দেওয়া হইয়াছে। পুনরায় উহাতে অগ্নিকে 'নৈর্য্যোসজ্ঞ' বলা হইয়াছে। উহা বৈদিক 'নরাশংস' শব্দেরই রূপান্তর মাত্র। জেন্দ্‌ অবস্থা, দ্বিতীয় সিরোজের একটি স্তুতিতে আছে—

* প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য—ষষ্ঠ সংস্করণ—পৃঃ ১০০।

"আমরা অহুরোমজদের পুত্র অতরকে যজ্ঞ প্রদান করি, আমরা সকল অগ্নিকে যজ্ঞ প্রদান করি, রাজাদিগের নাভিতে যিনি বাস করেন সেই নৈর্যোসজ্যকে আমরা যজ্ঞ প্রদান করি।"

পুনশ্চ ঋ বে, ১ম ম, ১২ সূ, ৬ ঋকে অগ্নিকে—কবির্গৃহপতি র্যুবা অর্থাৎ "তিনি মেধাবী, গৃহপালক যুবা বলা হইয়াছে এবং ২২ সূ, ১০ম ঋ কে—অগ্ন ইহাবসে হোত্রাং যবিষ্ঠ ভারতীং। বরূত্রীং ধিষণাং বহ—"হে যুবক! হোত্রা, ভারতী বরণীয়া ধিষণাকে আনয়ন কর" এইরূপে 'যবিষ্ঠ' শব্দে অগ্নিকে আহ্বান করা হইয়াছে। সায়ণ 'যবিষ্ঠ' শব্দের অর্থ 'যুবতম' করিয়াছেন। এক্ষণে গ্রীকদের বিশ্বকর্ম্মার নাম 'Hephaistos (Vulcan in Latin) এই 'Hephaistos' শব্দটি 'যবিষ্ঠ' শব্দের রূপান্তর।

Coxএর মতে অগ্নির সংস্কৃত 'প্রমন্থ' (কাষ্ঠ ঘর্ষণ বা মন্থনে উৎপন্ন বলিয়া) নাম—গ্রীকদিগের Promotheus (ইনি স্বর্গ হইতে অগ্নি চুরি করিয়া আনেন), 'ভরণ্যু' গ্রীকদিগের 'অগ্নিদাতা ও সদাচারনিয়ন্তা' Phoroneus, 'উল্কা' রোমকদিগের Vulcanএ রূপান্তরিত হইয়াছে *

*"In this name Yavishtha, which is never given to any other Vedic god, we may recognize the Hellenic Hephaistos. Note —Thus with the exception of Agni all the names of the fire and the fire god were carried away by the western Aryans; and we have Prometheus answering to Pramantha, Phoroneus to Bharanyu and the Latin Vulcanus to the Sanskrit Ulka—Cox's Mythology of the Aryan Nations. Vol. II, Chapter IV, section 1

Muirএর মতে সংস্কৃত 'অগ্নি' লাটিন Ignis, এবং শ্লাভদিগের Ogniতে রূপান্তরিত হইয়াছে। *

কিন্তু Prometheus শব্দের যথার্থ উৎপত্তি আমরা বেদের অন্যত্র দেখিতে পাই। ঋ, ১ম ম, ৬০ সূক্তে ১ম ঋকে—রাতিং ভরদ্ভৃগবে মাতরিশ্বা—"মাতরিশ্বা এই অগ্নিকে মৃত্যুর ন্যায় ভৃগুবংশীয়দিগের নিকট আনিলেন" এইরূপ আছে। যাস্ক ও শায়ণ 'মাতরিশ্বা' শব্দের অর্থ করিয়াছেন—"মাতরি অন্তরিক্ষে শ্বসিতি প্রাণিতি বর্ত্ততে ইতি যাবৎ ইতি মাতরিশ্বা বায়ুঃ।" Titan Japetus এর পুত্র 'Promethus", যিনি স্বর্গ হইতে অগ্নি চুরি করিয়া লইয়া আসিয়াছিলেন, এই বৈদিক 'বায়ু' বা 'মাতরিশ্বা' শব্দের রূপান্তর। কিন্তু ঋ, ১ম ম, ৯৬ সূ, ৪ ঋকের মাতরিশ্বা শব্দের অর্থ—"মাতরি সর্ব্বস্য জগতো নির্ম্মাতর্য্যন্তরীক্ষে শ্বসন্ বর্ত্তমানঃ" —(সায়ণ)। এখানে অগ্নি অর্থই স্বীকৃত হইয়াছে। আবার ঋ, ৩য় ম, ২৬ সূ, ২য় ঋকে 'মাতরিশ্বা' শব্দের অর্থ "অন্তরীক্ষরূপ মাতৃক্রোড়ে বিদ্যুৎরূপে গমনাগমন করেন বলিয়া অগ্নির আর একটি নাম মাতরিশ্বা" —সায়ণ। বেদার্থ-যত্নের অর্থে এই রূপকটি আরও পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পারা যায়—"মাতরিশ্বা বিদ্যুতাগ্নি, স্বর্গলোক হইতে ভূমিতে পতিত হইয়া পার্থিব অগ্নি উৎপন্ন করে।" কিন্তু ঋ, ১ম ম, ৬০ সূ, ১ ঋকের 'মাতরিশ্বা শব্দের 'বায়ু' অর্থ আমাদের যথার্থ বলিয়া বোধ হয়, কারণ আকাশ হইতে

* "Agni is the god of fire ; the Ignis of the Latin ; the Ogni of the Slavonians—Muir's Sanskrit Text Vol V (1884) P 199

বিদ্যুতাগ্নিকে বায়ু-মণ্ডলের মধ্য দিয়াই আগমন করিতে হয়।* আর 'মাতরিশ্বা' শব্দের অগ্নি অর্থ গ্রহণে Prometheusএর সহিত রূপক ঠিক যোজিত হয় না।

পুনশ্চ ঋ, ১ম ম, ১২৮ সূ ২ঋ কে আছে—যং মাতরিশ্বামনবে পরাবতো দেবং ভাঃ পরাবতঃ—"'মাতরিশ্বা' মনুর জন্য দূর হইতে অগ্নিকে আনিয়া দীপ্ত করিয়াছিলেন, (সেইরূপ) দূর হইতে (আমাদের যজ্ঞ-শালায় তিনি আইসুন)। এবং ১ম ম, ৭১ সূ, ঋকে আছে—বীলু চিদ্দৃড়্হা পিতরো ন উক্থৈরদ্রিং রুজন্নংগরসো রবেন—"আঙ্গিরা নামক আমাদের পিতৃগণ মন্ত্র দ্বারা অগ্নির স্তুতি করিয়া বলবান ও দৃঢ়াঙ্গ পণি (নামক অসুরকে) স্তুতি শব্দ দ্বারাই বিনাশ করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মতামত টীকায় উদ্ধৃত করিলাম। †

---

* Bothlingk ও Roth তাঁহাদিগের জগদ্বিখ্যাত অভিধানে বলেন যে মাতরিশ্বার দুইটী অর্থ বেদে দেখা যায়। প্রথম মাতরিশ্বা একজন দেব যিনি বিবস্বানের দূতরূপে আকাশ হইতে অগ্নি আনিয়া ভৃগুবংশীয়-দিগকে দেন। দ্বিতীয় মাতরিশ্বা অগ্নিরই একটি গুপ্ত নাম। তাঁহারা আরও বলেন যে মাতরিশ্বা বায়ু অর্থে বেদের কুত্রাপি ব্যবহৃত হয় নাই।"

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত।

†"This and the precoding stanza aro corroborative of the share borne by the Angirasas in the organisation, if not in the origination, of the worship of fire"—Wilson.

"That priestly family or school (Angirasas) either introduced worship with fire or extended and organised

(২) ঋগ্বেদের আর একটি দেবতার নাম 'বায়ু'। প্রাচীন পারসীকদের 'অবস্থা' ধর্ম্মগ্রন্থেও ইহার নামোল্লেখ আছে।

"এই বায়ুকে আমরা যজ্ঞ প্রদান করি, এই বায়ুকে আমরা আহ্বান করি।"

"তিনি তাঁহার নিকট একটি বর প্রার্থনা করিয়া বলিলেন, হে উর্দ্ধ-বিচারী বায়ু! আমাকে এই বর দাও যে, আমি তিন মুখ তিন মস্তকযুক্ত অজিদহককে (সংস্কৃত "অহি" "দহক") পরাস্ত করিতে পারি।

"উর্দ্ধ বিচারী বায়ু তাহাকে সৃষ্টিকর্ত্তা অহুরোমজ্‌দের প্রার্থনা অনুসারে সেই বর দিলেন।"

(৩) ঋগ্বেদে সোমরসের কথা আছে। আর্য্যেরা ইহার ব্যবহার করিত্তেন। ইরাণীরা ভারতীয় আর্য্যগণের সহিত বিচ্ছেদের পর যখন পারস্যে উপনিবেশ স্থাপন করেন সেই হেতু এই সোমরসের ব্যবহারও তাঁহাদের অবস্থায় দেখা যায়। তাঁহারা সোমকে "হওমা" বলিতেন এবং যজ্ঞেতেও ব্যবহার করিতেন। "আমরা কাঞ্চনবর্ণ ও সুদীর্ঘ হাওমাকে যজ্ঞদান করি; আমরা হর্ষদাতা হাওমাকে যজ্ঞদান করি, তিনি জগৎকে বৃদ্ধি করিতেছেন; আমরা হাওমাকে যজ্ঞ দান করি, তিনি মৃত্যু দূরে রাখিয়াছেন।" —জেন্দ অবস্থা দ্বিতীয় সিরোজা।

---

it in the various forms in which it came alternately to be observed—Wilson's Introduction to the RigVeda,

Muir এর মতেও মনু, অঙ্গিরা, ভৃগু, অথর্ব্বা, দধীচি প্রভৃতি বংশীয়রাই ভারতে প্রথম অগ্নি হোমাদির বিস্তার করেন। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ও ১ম ১২৮ সূ, ৬ ঋকের টীকায় একই মত পোষণ করিয়াছেন।

"অহুর দ্বারা সৃষ্ট বেরেথ্রঘ্নকে (হিন্দুদিগের বৃত্রঘ্ন) আমরা যজ্ঞ দান করি, হাওমা মস্তক রক্ষা করেন; আমি তাহা অর্পণ করি; হাওমা জয়শীল, আমি তাহা অর্পণ করি; আমি সুরক্ষককে অর্পণ করি; হাওমা আমার শরীর রক্ষা করেন, আমি তাহা অর্পণ করি; যে মনুষ্য হাওমা পান করিবে সে যুদ্ধে শত্রুদিগকে জয় করিবে।"

—জেন্দ অবস্থা বহরাম যাস্ত।

শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলেন "বোধ হয় ইরাণীয় আর্য্যগণ সোমরস স্বাভাবিক অবস্থায় (Unfermented) ব্যবহার করিতেন, এবং হিন্দু আর্য্যগণ সোমরস মাদক অবস্থায় (Fermented) পান করিতে ভাল বাসিতেন, এবং ঐ দুই আর্য্য জাতির মধ্যে বিবাদের এই একটী কারণ।"

ঋগ্বেদের পরবর্ত্তী অথর্ব্ববেদ ও শতপথ ব্রাহ্মণে 'চন্দ্রকে' নানাস্থানে 'সোম' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। আর পুরাণে 'সোম' শব্দের অর্থ 'চন্দ্র' ইহা আমরা সকলেই জানি।

(৪) ঋগ্বেদের আর এক দেবতার নাম 'ইন্দ্র'। 'ইন্দ' ধাতু বর্ষণে 'ইন্দ্র' অর্থে বৃষ্টিদাতা আকাশ (রমেশ দত্ত)। প্রাচীন ভারতীয় আর্য্যেরা আকাশকে 'দ্যু' ও 'বরুণ' বলিয়াও উপাসনা করিতেন দেখা যায়। ক্রমে ইন্দ্র দেবতার জাগরণে 'দ্যু' ও 'বরুণ' দেবতা ক্ষীণ হইয়া পড়িলেন। এই 'দ্যু' শব্দই রূপান্তরিত হইয়া গ্রীকদের Zeus, লাটিনদিগের Jovis বা Ju (-piter পিতা) এংগ্লো সাক্‌সনদের Tiu, জার্ম্মানদের Zio দেবতার নাম সৃষ্টি হইয়াছে। ঋগ্বেদে যে 'দ্যু' বা আকাশ দেবতার উপাসনা আছে তিনি ইন্দ্রাদি সকল দেবতার জনক কিন্তু 'ইন্দ্র' দেবতা কেবল আকাশ রূপেই উপাসিত। এবং অপরাপর দেশের আর্য্যেরা এই 'দ্যু'

দেবতাকে সকল দেবতার পিতৃরূপে উপাসনা করিতেন। কাজে কাজেই বলিতে হয় এই ইন্দ্র দেবতা কেবলমাত্র ভারতীয় আর্য্যগণ কর্ত্তৃক উপাসিত হইতেন।*

ঋগ্বেদের একস্থলে ইন্দ্র ত্বষ্টা পুত্রের তিনটী মস্তক ছেদন করেন এইরূপ বৃত্তান্ত আছে। ইহা হইতেই ভাগবতাদি পুরাণে বৃত্রোপাখ্যানে ত্বষ্টাপুত্র বিশ্বরূপের মস্তক ছেদন কথা উৎপন্ন হইয়াছে। ১ম মণ্ডল, ৩২ সূক্তের ১৪ঋকে আছে,—

অহের্যাতারাং কমপশ্য ইংদ্র হৃদি যত্তে জঘ্নুষো ভীর গচ্ছৎ।—"হে ইন্দ্র! অহিকে হনন করিবার সময় যখন তোমার হৃদয়ে ভয় সঞ্চার হইয়াছিল তখন তুমি অহির অন্য কোন্ হন্তার জন্য প্রতীক্ষা করিয়াছিলে।" সায়ণের মতে ইন্দ্র বৃত্রাসুর বা অহিকে বধ করিবার সময় দ্বিধা বোধ করেন। কিন্তু মূল পাঠে তিনি ভীত হইয়াছিলেন বলিয়াই বুঝা যায় এবং ইহা হইতেই পৌরাণিক গল্প, ইন্দ্রের বৃত্র ভয়ে হ্রদে প্রবেশ, রচিত হইয়াছে।

১ম, ৬ সূ, ৫ ঋকে আছে—বীলু চিদারুজত্নুভির্গুহা চিদিংদ্র বহ্নিভিঃ। অবিংদ উস্রিয়া অনু॥—"হে ইন্দ্র! দৃঢ় স্থানের ভেদকারী এবং বহনশীল

---

* "হিন্দুগণ যখন আকাশকে 'ইন্দ্র' বলিয়া নূতন নাম দিলেন, সেই অবধি 'ইন্দ্রের' উপাসনা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, আকাশের পুরাতন দেব 'দ্যু'র তত গৌরব রহিল না। * * * ভারতবর্ষে নদীর জল, ভূমির উর্ব্বরতা, ধান্য ও খাদ্য দ্রব্য, মনুষ্যের সুখ ও জীবন, সমস্তই বৃষ্টির উপর নির্ভর করে অতএব বৃষ্টিদাতা আকাশের গৌরব অধিক। 'দ্যু' আর্য্যদিগের পুরাতন আকাশ দেব, 'ইন্দ্র' হিন্দুদিগের নূতন বৃষ্টিদাতা আকাশ দেব, সুতরাং বৃষ্টিদাতার উপাসনা ক্রমে বৃদ্ধি পাইল।" (শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত)

মরুৎদিগের সহিত তুমি গুহায় লুক্কায়িত গাভী সমুদয় অন্বেষণ করিয়া উদ্ধার করিয়াছিলে।" পণিঃ নামে খ্যাত এক অসুর দেবতাদের গাভী হরণ করে। ইন্দ্র ও মরুৎগণ উহাদের অন্বেষণের জন্য সরমা নাম্নী এক কুক্কুরীকে নিযুক্ত করেন। সরমা অসুরদের সহিত বন্ধুত্ব করিয়া উহাদের সন্ধান ইন্দ্রকে বলেন। ইন্দ্র মরুৎগণের সাহায্যে গাভীগণের উদ্ধার সাধন করেন।—(সায়ণ)। Max Mullerএর মতে গ্রীক ভাষায় হোমর লিখিত ট্রয়ের যুদ্ধকাহিনী ইহারই রূপান্তর। সরমা—Helena, বিলু (পণিসের দুর্গ)—Illium, পণিস্—Paris, বৃসয়—Brises, ইত্যাদি।*

"ইউরোপীয় পণ্ডিত Max Muller বিবেচনা করেন এই বৈদিক উপাখ্যানটি প্রাতঃকালের প্রকৃতি সম্বন্ধীয় একটা উপমা মাত্র। তিনি বলেন সরমা উষার একটি নাম। দেবগণের গাভীগণ, অর্থাৎ সূর্য্যরশ্মিসমুদয় অথবা সেই রশ্মিরঞ্জিত মেঘখণ্ডগুলি অন্ধকার দ্বারা অপহৃত হইয়াছে। দেবগণ ও মনুষ্যগণ তাহাদিগের উদ্ধারের জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন। অবশেষে উষা দেখা দিলেন, তিনি বিদ্যুতগতিতে, গন্ধ পাইয়া কুক্কুরী যেরূপ যায় সেইরূপ, ইতস্ততঃ ধাবমান হইতে লাগিলেন। তিনি (সরমা) সন্ধান লইয়া ফিরিয়া আসিলে আলোকদেব ইন্দ্র প্রকাশ হইয়া অন্ধকারের সহিত

*"The siege of Troy is but a repetition of the daily siege of the East by the solar powers that every evening are robbed of their brightest treasures in the West"—Science of Language (1882), Vol. II, PP. 513 to 516.

যুদ্ধ করিতে, এবং তাহাদিগের দুর্গ হইতে সেই দেব গাভী উদ্ধার করিতে প্রস্তুত হইলেন'।"—(রমেশচন্দ্র দত্ত)। *

'বৃসয়' ও 'পণিঃ' শব্দের প্রয়োগ আমরা ১ম, ৯৩ সূ, ৪ ঋকে দেখিতে পাই,—

অগ্নীষোমা চেতি তদ্বীর্যং বাং যদমুষ্ণীতমবসং পণিং গাঃ।
অবাতিরতং বৃসয়স্য শেষোঽবিংদতং জ্যোতিরেকং বহুভ্যঃ॥

—"হে অগ্নি ও সোম! তোমাদের যে বীর্য্যের দ্বারা পণির নিকট হইতে গোরূপ অন্ন অপহৃত করিয়াছিলে, যে বীর্য্যদ্বারা বৃসয়ের পুত্রকে ধ্বংস করিয়া, সকলের উপকারের জন্য একমাত্র জ্যোতিঃপূর্ণ সূর্য্যকে প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহা আমাদের বিদিত আছে।"

১ম, ১১সূ, ৫ ঋকে আছে,—ত্বং বলস্য গোমতোঽপাবরদ্রিবো বিলং—"হে বজ্রযুক্ত ইন্দ্র! তুমি গাভীহরণকারী বল নামক অসুরের গহ্বর উদ্‌ঘাটিত করিয়াছিলে।" বল নামক এক অসুর দেবতাদের গাভী চুরি করিয়া এক গুহায় লুকাইয়া রাখে। সসৈন্য ইন্দ্র তাহাদের উদ্ধার করেন।—(সায়ণ)। ডাক্তার কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় আসিরীয় বাবিলনাধিপতি 'ব্যাল' (Baal) এর সহিত বৈদিক 'বল' এর এবং আসিরীয় 'অসর' (Assur) এর সহিত বৈদিক 'অসুর' শব্দের একত্ব প্রতিপাদন করিতে চান (Aryan witness)।

---

* "In the Veda, before the bright powers reconquer the light that had been stolen by Pani, they are said to have conquered the offspring of Brisaya. That daughter of Brises is restored to Achilles when his glory begins to

১ম, ৩২ সূ, ৫ঋকে আছে,—

অহন্ বৃত্রং বৃত্রতরং ব্যংসমিংদ্রো বজ্রেন মহতা বধেন।
স্কংধাংসীব কুংলিশেনা বিবৃক্ণাহিঃ শয়ত উপপৃক্ পৃথিব্যাঃ॥

—"জগতের আবরণকারী বৃত্রকে ইন্দ্র মহাধ্বংসকারী বজ্র দ্বারা ছিন্নবাহু করিয়া বিনাশ করিলেন, কুঠার-ছিন্ন-বৃক্ষ-স্কন্ধের ন্যায় অহি পৃথিবী স্পর্শ করিয়া পড়িয়া আছে।" এই ঋক্ হইতেই পৌরাণিক বৃত্রাসুর বধোপাখ্যান গঠিত হইয়াছে। ইরাণীরাও এই গল্প তাহাদের সহিত লইয়া যায়। অবস্থায় আছে,—

"অহুরের সৃষ্ট বেরেথ্ঘ্নকে (সংস্কৃত বৃত্রঘ্ন) আমরা যজ্ঞ প্রদান করি। জারাথস্ত্র অহুরোমজ্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সদয়চিত্ত আহুরোমজ্দ! হে জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা পবিত্রাত্মা! স্বর্গীয় উপাস্ত-দিগের মধ্যে কে সর্ব্বোৎকৃষ্ট অস্ত্রধারী! অহুরোমজ্দ উত্তর করিলেন, হে স্পিতিমা জারাথস্ত্র! অহুরের সৃষ্ট বেরেথ্ঘ্ন।" (সর্ব্বোৎকৃষ্ট অস্ত্রধারী) —বহরাম যাস্ত।

১ম, ১০৬ সূ, ৬ঋকে আছে—ইং দ্রং কুৎসো বৃত্রহণং শচীপতিং কাটে নিবাড়হঋষিরহ্ব দূতয়ে—"কূপে নিপতিত কুৎসঋষি রক্ষণের জন্য বৃত্রহন্তা ও যজ্ঞ প্রতিপালক ইন্দ্রকে আহ্বান করিয়াছে।" এখানে 'বৃত্রহন্' শব্দ আছে। শচীপতিং শব্দের অর্থ—শচীতি কর্ম্মনাম। সর্ব্বেষাং কর্ম্মনাং পালয়িতারং যদ্বা শচ্যা দেব্যা ভর্ত্তারং।—(সায়ণ)। ইন্দ্র যজ্ঞের

set, just, as the first loves of solar heroes return to them in the last moments of their earthly career."—Max Muller's *Science of Language* (1882), Vol. II P.515

পতি তাই শচীপতি। এই ঋকই পৌরাণিক শচী, ইন্দ্র-স্ত্রীর উৎপত্তি স্থান।

আর পাশ্চাত্য পণ্ডিত Cox এর মতে বৈদিক 'অহিঃ' গ্রীক Echis বা Echidna * কিন্তু সায়ণ যে ভাবে ১ম, ৩২ সূ ৪ এবং ৫ ঋকের ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাতে বৃত্রাসুরবধ বৃত্তান্তটী রূপক বলিয়া বোধ হয়।

—যদিংদ্রাহন্ প্রথমজামহীনামান্মায়িনামমিনাঃ প্রোত মায়াঃ।
আত্‌সূর্য্যং জনয়ন্দ্যামুষানং তাদিত্না শত্রুং ন কিলা বিবিত্‌সে॥ ৪ ॥

—"যখন তুমি অহিদিগের মধ্যে প্রথম জাতকে হনন করিলে, তখন

* "Ahi reappears in the Greek Echis, Echidna, the dragon which crushes its victim with its coil—Cox's Introduction to Mythology and Folklore. P. 34, note.

"But besides Kerberos (ঋগ্বেদে যমের কুকুর সর্বরা বা সারমেয়) there is another dog conquered by Hercules, and he (like Kerberos) is born of Typhasu and Echidna (ঋগ্বেদে অহি)··· The second dog is known by the name of Orthros, the exact copy, I believe, of the Vedic Vritra. That the Vedic Vritra should reappear in Greece in the shape of a dog need not surprise us···Thus we discover in Hercules, the victor of Orthros, a real Vitrahan."—Max Muller, Chips from a German Workshop. Vol. II (1867) PP. 184, 185.

তুমি মায়াবীদিগের মায়া বিনাশ করিলে পর সূর্য্য ও ঊষাকাল ও আকাশকে প্রকাশ করিয়া আর শত্রু রাখিলে না। জনয়ন্—আচারক মেঘ নিবারণের প্রকাশয়ন—(সায়ণ)। এবং ৫ ঋকের বৃত্রং বৃত্রতরং—অতিশয়েন লোকানাং আবরকং অন্ধকার রূপং—(সায়ণ)। ৫ ঋকের মূল বঙ্গানুবাদ পূর্ব্বে দেখ।

পুনশ্চ ৬ ঋকে,—

অযোদ্ধেব দুর্মদ আহি জুহ্বে মহাবীরং তুবিবাধমৃজীষং
নাতারীদস্য সমৃতিং বধানাং সং রুজানাঃ পিপিষ ইংদ্র শত্রুঃ ॥

—"দর্পযুক্ত বৃত্র (আপনার সমতুল) যোদ্ধা নাই (মনে করিয়া) মহাবীর ও বহু বিনাশী ও শত্রুবিজয়ী ইন্দ্রকে যুদ্ধে আহ্বান করিয়াছিল। ইন্দ্রের বিনাশকার্য্য হইতে রক্ষা পাইল না, ইন্দ্রশত্রু বৃত্র (নদীতে পতিত হইয়া) নদী সমুদয় পিষিয়া ফেলিল।"

পাশ্চাত্য পণ্ডিত Wilson ইহার রূপক ভাঙ্গিয়া অর্থ করিয়াছেন—মেঘ বর্ষিত হইয়া নদীর উভয় কূল প্লাবিত করিল। *

এই ইন্দ্রকে লইয়া ভারতীয় আর্য্যদের সহিত ইরাণীদের বোধ হয় বিরোধের সূত্রপাত। ইরাণীরা যে ইন্দ্রকে অত্যন্ত ঘৃণা করিত তাহার প্রমাণ—"আমি ইন্দ্রকে সৌরুকে ও দেব নভ্যত্যকে এই গৃহ হইতে, এই পল্লী হইতে, এই নগর হইতে, এই দেশ হইতে * * এই পবিত্র অখণ্ড জগৎ হইতে দূর করিয়া দিই।"—জেন্দ অবস্থা—

* The banks "were broken down by the fall of Vritra, i. e; by inundation occasioned by the descent of the rain.—Wilson.

দশম ফার্গার্দ। কিন্তু পূর্ব্বে আমরা জেন্দ্ অবস্থা হইতে দেখাইয়াছি তাঁহারা ইন্দ্রকে যজ্ঞ প্রদান করিতেন। অতএব অনুমিত হয় যে এক সময়ে ইঁহারা উভয় পক্ষই ইন্দ্রের উপাসনা করিতেন। পরে বরুণ ও ইন্দ্র দেবতার শ্রেষ্ঠত্ব লইয়া বিবাদ উপস্থিত হয় এবং ভারতীয় আর্য্যেরা ইন্দ্রের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করায় এবং অন্যান্য নানা কারণে সপ্তনদী দেশ ত্যাগ করিয়া পারস্যে উপনিবেশ স্থাপন করিলেন এবং ইন্দ্রকে অত্যন্ত ঘৃণা করিতে লাগিলেন। [জেন্দ অবস্থার 'সৌরু', বৈদিক 'সর্ব্ব' বা 'সরু' যিনি মৃত্যুর বাণ বা নিদর্শন, 'নজ্যত্য বেদের 'নাসত্য' দ্বয় অর্থাৎ অশ্বিদ্বয়।]

(৫) ঋগ্বেদের আর দুই দেবতার নাম "মিত্র ও বরুণ"। মিত্রং হুবে পূতদক্ষং বরুণং চ রিশাদসং (১ম, ২সূ, ৭ঋ) "পবিত্র বল মিত্র ও হিংসকশত্রুনাশক বরুণকে" ইত্যাদি উল্লেখ আছে। প্রাচীন হিন্দু ও পারসীকদের মধ্যে এই দেবতাদ্বয়ের উপাসনা প্রচলিত ছিল। ইরাণীরা মিত্রকে আলোক বা সূর্য্য বলিয়া পূজা করিতেন আর হিন্দুরা তাঁহাকে আলোক বা দিবা বলিয়া পূজা করিতেন। মৈত্রং বৈ অহরিতি শ্রুতেঃ —(সায়ণ)। বরুণকে হিন্দুর নৈশাকাশ বলিয়া প্রথমে পরে সমুদ্রের অধিপতি দেবতা বলিয়া জানিতেন। শ্রুয়তে চ বারুণী রাত্রি (সায়ণ)।

ইরাণীরা ইঁহাকে 'বরং' এবং গ্রীকেরা Uranos শব্দে রূপান্তরিত করিয়াছেন। এই দুই দেবতা সম্বন্ধে জেন্দ্ অবস্থা হইতে উদ্ধৃত করা যাইতেছে,—

"আমরা মিত্রকে যজ্ঞ প্রদান করি, তিনি বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রের অধিপতি, তিনি সত্যবাদী, সভায় সভাপতি; তাঁহার সহস্র সুন্দর কর্ণ আছে,

দশ সহস্র চক্ষু আছে, তাঁহার পূর্ণ জ্ঞান আছে; তিনি বলবান্, অনিদ্র, চির জাগরুক।—জেন্দ্ অবস্থা মিহির যাস্ত।

"আমি অহুরোমজ্‌দ যে উৎকৃষ্ট দেশ ও প্রদেশ সৃষ্টি করিয়াছিলাম, চতুষ্কোণ বরণ তাহার মধ্যে চতুর্দ্দশ সংখ্যক। সে দেশের জন্য থ্রেতন (সংস্কৃত ত্রৈতন বা তৃত, ৫২ সূত্রের ৫ ঋকের টীকা দেখ) জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি অজীদহককে (সংস্কৃত অহি, ১ম, ৩২ সূ, ১ঋ) হত করিয়াছিলেন। প্রথম ফার্গার্দ।

এক স্থল ব্যতীত বেদের সর্ব্বত্রই মিত্র-বরুণ এই যুগল দেবতার উপাসনা দৃষ্ট হয়; এবং অবস্থায় অহুরো-মজদের সহিত মিত্রের নাম সংযোজিত। ইহা হইতে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা অনুমান করেন অহুরো মজ্‌দ ও বরুণ একই দেবতা। বেদে বরুণ প্রথমে আবরণকারী আকাশ-দেব, পরে নৈশ আকাশ বা নিশাদেব, তাহার পর সমুদ্র বা জলদেবতা রূপে উপাসিত হইয়াছেন। এ পরিবর্ত্তনের কারণ, Alexander Von Humboldt বলেন "জল এবং আকাশে অনেক সাদৃশ্য আছে, উভয়ই পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া আছে, অতএব আকাশের বরুণ জলের বরুণ হইলেন।" Roth বলেন "বেষ্টনকারী আকাশই বরুণ, নদী সকল পৃথিবীর প্রান্তে সমুদ্রে যাইতেছে সুতরাং সমুদ্র পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে এরূপ অনুমিত হইল, সুতরাং বরুণ সমুদ্রের দেব হইলেন। Westorgaurd বলেন, আকাশের দূরপ্রান্তে স্থিত দেব বরুণ, তথায় বায়ু ও সমুদ্র যেন মিশ্রিত, সুতরাং বরুণ অবশেষে ভারতবর্ষে সমুদ্রের দেব হইলেন। হিন্দু পুরাণে বরুণ কেবল মাত্র জলদেবতা।

(৬) ১ম, ৩ সূক্তের দেবতা অশ্বিদ্বয়। যাস্ক নিরুক্ততে লিখিতেছেন, তৎ কৌ অশ্বিনৌ। দ্যাবা পৃথিব্যৌ ইতি একে। অহো রাত্রৌ ইতি একে

সূর্য্যচন্দ্রমসৌ ইতি একে। রাজানৌ পুণ্যকৃতৌ ইতি ঐতিহাসিকাঃ। তয়োঃকাল ঊর্দ্ধমর্দ্ধরাত্রাৎ প্রকাশিভবস্থ অনুবিষ্টম্ভমনু। ইহাতে নানা মতের অবতারণা করিয়া যাস্ক অশ্বিদ্বয়ের কাল নির্ণয়-সম্বন্ধে নিজ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে "অর্দ্ধরাত্রির পর এবং আলোক প্রকাশের পূর্ব্ব।" রশ্মিসমূহ বেদে অশ্বগতির সহিত তুলিত হইয়াছে সেই হেতু উষা ও সূর্য্যকে অশ্বযুক্ত বলা হইয়াছে। অশ্বিন্ শব্দও সেই অর্থে প্রযুক্ত। ঋগ্বেদের ১০ম, ১৭ সূক্তে অশ্বিদ্বয়ের জন্ম লিখিত আছে—"ত্বষ্টা কন্যার বিবাহ দিতেছেন এই বলিয়া বিশ্বভুবন একত্র হইল। যমের মাতার বিবাহ হওয়ায় মহান্ বিবস্বানের স্ত্রীর মৃত্যু হইল। মর্ত্ত্যগণের নিকট হইতে অমরেরা দেবীকে লুকাইয়া, রাখিলেন। তাঁহার ন্যায় একজনকে সৃষ্টি করিয়া বিবস্বান্‌কে দান করিল। এই ঘটনার সময় সরণ্যু অশ্বিদ্বয়কে জন্ম দিয়া, মিথুনদের ত্যাগ করিয়া যাইল।" পুরাণে যে দেখা যায় বিবস্বান্ বা সূর্য্য ও সরণ্যু বা উষা অশ্ব ও অশ্বিনীরূপ ধারণ করিয়াছিলেন—তাহা বেদে দৃষ্ট হয় না। কিন্তু যাস্ক উক্ত ঋকের ব্যাখ্যায় বলিতেছেন "ত্বষ্টার কন্যা সরণ্যুর বিবস্বান্ বা সূর্য্যের দ্বারা যমক সন্তান হয়। সরণ্যু তাঁহার স্থানে তাঁহার ন্যায় আর একজন দেবীকে রাখিয়া অশ্বিনীরূপ ধরিয়া পলায়ন করেন। বিবস্বানও অশ্বরূপ ধরিয়া তাঁহার পশ্চাতে যান এবং তাঁহার সহিত সংসর্গ করেন। এইরূপে অশ্বিদ্বয়ের জন্ম হয়।"—বোধ হয় এই ব্যাখ্যাই পৌরাণিক ভিত্তি স্থল। গ্রীক দেবী Erinys—সরণ্যুর রূপান্তর। সরণ্যু যেরূপ অশ্বিনীরূপ ধরিয়া অশ্বিদ্বয় প্রসব করিয়াছিলেন Erinys Demeter সেইরূপ Arcion এবং Despoina কে প্রসব করেন।

(৭) ১ম, ৬ সূক্তে মরুৎগণের কথা আছে। ঋগ্বেদের নানা স্থানে

ইহারা রুদ্র ও পৃশ্নি পুত্র বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। মৃ ধাতুর অর্থ আঘাত করা বা হনন করা; সেই হেতু ইহারা ধ্বংসকারী ঝড়। লাটিন যুদ্ধ দেবতা Mars এবং গ্রীক দেবতা Ares (মকার লোপ করিয়া) এই মরুৎ শব্দেরই রূপান্তর মাত্র।

(৮) ঐ সূক্তের ১ঋ—যুংজংতি ব্রধ্নমরুষং চরংতং পরি তস্থুষঃ। রোচংতে রোচনা দিবি॥—"চতুর্দ্দিকস্থ লোকেরা (ইন্দ্রিয়ের সহিত) প্রতাপান্বিত (সূর্য্য) হিংসকরহিত (অগ্নি) ও বিচরণকারী (বায়ুর) সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করে; নক্ষত্রগণ আকাশে দীপ্যমান রহিয়াছে।" এই ঋকের অর্থ ঠিক বুঝা যায় না। মূলে ইন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি বা বায়ুর নাম নাই, কেবল কতকগুলি বিশেষণ আছে, সায়ণ অনুমানের দ্বারা দেবগণের নাম ভাষ্যে বসাইয়াছেন। কিন্তু "ব্রধ্নম" শব্দে যদি "প্রতাপান্বিত সূর্য্য" হয় তাহা হইলে Max Muller বলেন " 'অরুষের' আদি অর্থ লোহিত বর্ণ এবং অরুষ বিশেষ্য হইয়া ব্যবহৃত হইলে সূর্য্যের একটী অশ্বের নাম। গ্রীক Eros এবং লাটিন Cupid (প্রেম দেবতা) এই সূর্য্যের লোহিতাশ্ব অরুষের রূপান্তর। * তিনি আরও বলেন "সূর্য্যের অশ্বগণের সাধারণ নাম "হরিৎ," সেই জন্য সূর্য্যকে "হরিদশ্ব" কহে। ইহা গ্রীক্ দেশে রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া Charites নাম ধারণ করিয়া (The Graces) পরম-রূপবতী ও কমনীয় দেবীরূপে পূজিত হইতেন। †

---

* Chips from a German Workshop Vol. II (1867) PP. 128-140,

† Science of Language (1882), Vol. II PP. 405 to 412

(৯) ১ম, ২০ সূক্তের দেবতা ঋভুগণ। সায়ণ ১ম, ১১০ সূক্তের ৬ ঋকের ব্যাখ্যায় একটী বচন উদ্ধৃত করিতেছেন—"আদিত্যরশ্ময়োঽপি ঋভবো উচ্যন্তে।" অর্থাৎ তাঁহারা সূর্য্যরশ্মি। গ্রীকদিগের মধ্যে প্রবাদ আছে, যে Orpheus, তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যু হইলে, গীতের দ্বারা মৃত্যুরাজ Pluto কে সন্তুষ্ট করিয়া স্ত্রীকে ফিরিয়া পান। কিন্তু পথে স্ত্রীর দিকে চাওয়াতে তাঁহার স্ত্রী পুনরায় অন্তর্ধান হন। Max Muller এর মতে "Orpheus, ঋভু বা অর্ভুর রূপান্তর মাত্র এবং গল্পের মূল অর্থ এই যে সূর্য্য ঊষার দিকে চাহিলেই অর্থাৎ উদয় হইলেই ঊষা অদৃশ্য হইয়া যান।" তাহা ছাড়াও তিনি বলেন "উর্ব্বশী ও পুরুরবার যে গল্প বেদে ও হিন্দু সাহিত্যে পাওয়া যায় তাহারও এই মূল অর্থ; উর্ব্বশীর আদি অর্থ ঊষা।"

(১০) ঊষা হইতে গ্রীকদিকের Eos এবং লাটিনদিগের Aurora রূপান্তরিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া ঋগ্বেদের অর্জ্জুনী, বৃষয়, দহনা, উষস্, সরমা এবং সরণ্যু গ্রীকদিগের Argynories, Brisies, Daphne, Eos, Helen এবং Erinys শব্দে রূপান্তরিত হইয়াছে। *

* "The heroine of the stories must be the Dawn, aptly represented as a charming maiden, and her names in the Rig Veda are Arjuni, Brisaya, Dahana, Ushas, Sarama and Saranyu and all these names reappear among the Greeks as Argynoris, Briseis, Daphne, Eos, Helen and Erinys.

—Rajendra Lal Mitra's Indo Aryans Vol II article Primitive Aryans.

ঋগ্বেদে আর একস্থলে উষাকে "অহনা" বলা হইয়াছে। উহা গ্রীকদিগের Athena (Lt. Minerva)। Cox এর মতে Argos এবং Arcadia উষার অর্জ্জুনী নাম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। * তাহা ছাড়া সরণ্যু এবং Erinys † অথবা দহনা বা Daphne সম্বন্ধে আখ্যায়িকারও মিল আছে। গ্রীকদিগের পুরাণে আছে যে Appolo (সূর্য্য) Daphne (দহনা) কে ধরিবার জন্য পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়াছিলেন। তাঁহাকে ধরিবা মাত্র Daphne বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ‡ অর্থাৎ সূর্য্যোদয় হইলেই উষা শেষ হয়।

(১১) ১ম, ৪১সূ, ১ঋকে অর্য্যমা দেবতার উল্লেখ আছে। ইনিই ইরাণীদের অর্য্যমণ। হিন্দুদিগের ন্যায় ইনিও ইরাণীদের প্রথম সূর্য্য ছিলেন এবং অনেক রোগের ঔষধি জানিতেন। যখন অঙ্গমৈন্যু ৯৯,৯৯৯ প্রকার রোগের সৃষ্টি করিল, তখন অহুর মজ্‌দ প্রতিকারের জন্য নৈরসংঘকে (বৈদিক নরাশংস বা অগ্নি) দূত করিয়া আর্য্যমণের নিকট পাঠাইলেন।

"পরম কমনীয় অর্য্যমণ সকল প্রকার রোগ ও মৃত্যু এবং যাতু ও পৈরিকা ও জৈনিদিগকে ধ্বংস করুন।" জেন্দ অবস্থা ২২ ফার্গাদ।

---

* Mythology of Aryan Nations, Vol I, Book. I chapter X.

† এই প্রবন্ধের অগ্নি দেবতা সম্বন্ধীয় পারার (৬) শেষের কয়েক লাইন দেখ।

‡ এই প্রবন্ধের ঋভু দেবতা সম্বন্ধীয় প্যারার (৯) শেষ ভাগ দেখ।

(১২) ১ম, ৩য় সূ, ৬ঋকে—তিস্রো দ্যাবঃ সবিতুর্দ্বা উপস্থা একা যমস্য ভুবনে বিরাষাট্—এই মন্ত্রে আছে। "দ্যুলোক প্রভৃতি তিনটী লোক আছে, দুইটী (দ্যুলোক ও ভূলোক) সূর্য্যের সমীপস্থ, একটী (অন্তরীক্ষ) যমের ভবনে গমনকারীদিগের পথ।" শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় ইহার টীকায় লিখিতেছেন, যে বিবস্বানের দ্বারা সরণ্যুর গর্ভে যম ও তাঁহার ভগ্নী যমীর জন্ম হয়। বিবস্বান্ অর্থ আকাশ। Max Muller বলেন "দিবাই যম, এবং রাত্রীই যমী। সরণ্যুর বিবস্বানের সহিত বিবাহ হইয়াছে, অর্থাৎ উষা আকাশকে আলিঙ্গন করিয়াছেন; সরণ্যু যমজদিগকে রাখিয়া অন্তর্হিত হইলেন অর্থাৎ উষা অদৃশ্য হইল; দিবা হইয়াছে, বিবস্বান্ দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ করিলেন, অর্থাৎ সায়ংকাল আকাশকে আলিঙ্গন করিল।" *

Max Muller আরও বলেন, "প্রাচীন ঋষিগণ যেরূপ পূর্ব্বদিক্‌কে জীবনের উৎপত্তি স্থান মনে করিতেন, পশ্চিমদিক্‌কে সেইরূপ জীবনের অবসান মনে করিতেন। সূর্য্য সেই পূর্ব্বদিকে উদিত হইয়া পশ্চিম-দিকে অন্তর্হিত হইতেন, অর্থাৎ জীবনের পথ ভ্রমণ করিয়া পরলোকের পথ দেখাইতেন। এইরূপে যম পরলোকের রাজা এই অনুভব উদয় হইল।†

বৈদিক যম হইতে যেমন পৌরাণিক যম রূপান্তরিত হইয়াছে, তেমনি ইরাণী যমও রূপান্তরিত হইয়াছে। অবস্থায় যম 'যিম' বলিয়া পরিচিত। ইনি প্রথম রাজা এবং আদি সভ্যতার সৃষ্টিকর্ত্তা।

* Science of Language (1882), Vol II. p. 556.

† Science of Language (1882), Vol II. p. 562.

ইহার পিতার নাম বিবন্‌ঘৎ, বৈদিক বিবস্বান্। অবস্থায় এইরূপ আছে—

"অহুর মজ্‌দ উত্তর দিলেন, হে জারাথস্ত্র! তোমার পূর্ব্বে শোভনীয় যিম নামক মর্ত্ত্যের সহিত আমি প্রথমে কথা কহিয়াছিলাম, তাহাকেই আমি অহুরের ধর্ম্ম, জারাথস্ত্রের ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছিলাম। হে জারাথস্ত্রে! আমি অহুর মজ্‌দ তাঁহাকে বলিয়াছিলাম যে হে বিবন্‌ঘতের পুত্র শোভনীয় যিম! তুমিই আমার ধর্ম্মের বাহক ও প্রচারক হও।"

—জেন্দ অবস্থা প্রথম ফার্গাদ।

সুবিখ্যাত ফরাসী পণ্ডিত Burnouf প্রথম আবিষ্কার করেন যে জেন্দ অবস্থার যিম, থ্রেতেয়ন এবং কেরেশাস্প ঋগ্বেদের যম, ত্রৈতন এবং কৃশাশ্ব।

———

রাম ও কৃষ্ণ।

The Sannyasin, as you all know, is the ideal of the Hindu's life, and every one by our Shastras is compelled to give up. Every Hindu who has tasted the fruits of this world must give up in the latter part of his life, and he who does not is not a Hindu, and has no more right to call himself a Hindu. We know that this is the ideal—to give up after seeing and experiencing the vanity of things.—VIVEKANANDA.

প্রত্যেক জাতির চরিত্রের উপর তাহাদের শিক্ষাপ্রণালী নির্ভর করে। জাতীয় চরিত্র যদি প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তিমূলক হয় শিক্ষাও ঠিক তদনুযায়ী হইবে। এই চরিত্র তাহার উপাদান সংগ্রহ করে তত্তদ্দেশীয় জলবায়ু এবং প্রাকৃতিক অবস্থান হইতে। শীত প্রধান, অনুর্ব্বর বা পার্ব্বত্য প্রদেশের লোক সাধারণতঃ কষ্টসহিষ্ণু এবং স্বার্থপর হয়। পারিপার্শ্বিক সংগ্রামে জয়ী হইয়া কোন প্রকারে নিজের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করিতে পারিলেই সে নিজেকে সুখী মনে করে। জীবনসংগ্রামে আমরণ পরিশ্রম করিয়া জগদন্তরালে বা হৃদয়-গুহায় কোন্ অনাদি, অনন্ত সত্য নিহিত আছে তাহার জানিবার তাহার সময় কোথায়? জরা, মরণ, ব্যাধি দুই একবার হয়ত কাহারও হৃদয়ে ক্ষণ-স্পন্দনের সঞ্চার করে কিন্তু সে বীণার সূক্ষ্ম তন্ত্রীর অনুরণন্ কাহারও কর্ণপটহে আঘাত করে না, সে ক্ষীণ আর্ত্তনাদ ধীরে ধীরে ধীরে আকাশেই

লীন হইয়া যায়। তাহার সকল চেষ্টা, সকল শিক্ষা কেবল ভোগমুখী, তাহার সাহিত্য কামোদ্দীপক, তাহার বিজ্ঞান সর্ব্বসংহারী, তাহার দর্শন জড়প্রাণ। সে অপরকে কি শিক্ষা দিবে—তাহার শিক্ষা বলে 'আগে আমি, পরে তুমি— আমার ভোগের জন্ত তোমার সৃষ্টি।' তাহার শিক্ষা জানে, সুশীল, সংযতেন্দ্রিয়ের ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য সম্পাদন করিতে, সুশান্ত শান্তিপরায়ণ হৃদয়ে বিদ্বেষবহ্নি প্রজ্বলিত করিতে। ২২. ২৬৫

কিন্তু ভারত তাঁহার সন্তানকে সে ভাবে পালন করেন নাই। করুণাময়ী চিরকালই নিজের সন্তানকে স্নেহের অঞ্চলে ঢাকিয়া রাখিয়াছেন এবং পরদেশে যে বিদ্যা চাহিয়াছে তাহাকে বিদ্যা, যে আশ্রয় চাহিয়াছে তাহাকে আশ্রয়, যে ঐশ্বর্য্য চাহিয়াছে তাহাকে তাঁহার শেষ কপর্দকটী পর্য্যন্ত দান করিয়া, পরে বিন্দু বিন্দু নিজ শোণিত দানে তাহার পোষন করিয়া আসিয়াছেন। আর তাঁহার সন্তানের জন্ত রাখিয়াছেন নিজ শুদ্ধ চেতন দেহ—সেই চির শস্যশ্যামল অঞ্চল, অভ্রভেদী তুষার মণ্ডিত কিরীট ভ্রূমধ্যে বালার্ক সিন্দুর ফোটা, চন্দ্রকলা প্রতিফলিত গঙ্গা যমুনার হার, পাদপ্রক্ষালনকারী সুনীল বারিধি, মানব দুঃখে উত্তপ্ত মরুহৃদয়, নক্ষত্রশোভিত নির্ম্মল ললাটাকাশে ঘন বলাহকের কুন্তলদাম এবং তদুপরি চপল বিদ্যুল্লেখা এবং নিবিড় তরুচ্ছায়ায় শান্ত শীতল ক্রোড়---আর শিখাইয়াছেন ভুবন মন মোহিনী নিজ মাধবী প্রকৃতির অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যরাশির উপাসনা করিতে—পরে তাহারও অন্তরবর্ত্তী অশব্দম্ অস্পর্শম্ অরূপব্যয়ম্ সেই সৌম্যা সৌম্যতরাশেষ সৌম্যেভ্যস্তভি সুন্দরীর রূপসাগরে ডুব দিয়া অবাক্ আত্মহারা দিশেহারা হইয়া 'নুনের পুত্তলের' আমিত্বটুকু চিরতরে লীন করিতে। এ সাধনার মন্ত্র ত্যাগ এ সাধনার অর্ঘ্য পবিত্রতা।

যুগযুগান্তর ব্যাপী কত অত্যাচার অবিচারের মধ্য দিয়া ভারত-ভারতী এ সাধনায় সিদ্ধ হইয়াছেন। জড় বিজ্ঞান দর্শনের মোহে পড়িয়া সে আজ পাষণ্ড সাজিতে পারে কিন্তু সে পোষাক তাহার ভাল লাগিবে না; যখনই সে বিবেকদর্পণের সম্মুখে দাঁড়াইবে তখনই সে সেই সাজ পোষাক থু থু করিয়া ফেলিয়া দিতে বাধ্য হইবে। কারণ ত্যাগই তাহার প্রকৃতি, ত্যাগই তাহার ধর্ম্ম, নীতি, বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য। ভারতের ব্রহ্মচারী সকল প্রকার ইন্দ্রিয়সুখ-ত্যাগী গৃহস্থ বহুজন হিতায় স্বোপার্জ্জিত সমগ্র বিত্তত্যাগী বানপ্রস্থী সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী সর্ব্বত্যাগী। ভারতে শ্রমজীবী পরসেবায় জীবনপাত করে, পরের সম্ভোগের জন্য বণিকের শিল্প বাণিজ্য, দুর্ব্বলের রক্ষার জন্য যোদ্ধার অস্ত্র ধারণ, আর সকল সুখসম্পদ-ত্যাগী ধর্ম্মরাজ্যের পুরোহিত ব্রাহ্মণ। ভারতের রাজা কখনও ছলে বলে কৌশলে পররাজ্য অপহরণ করেন নাই। ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপনের জন্য মাঝে মাঝে রাজসূয়, অশ্বমেধাদি করিতেন বটে—কিন্তু "ছত্র ও চামর" ব্যতিরেকে প্রতিক্ষণেই তিনি তাহার সমগ্র বৈভব প্রজাকে দান করিতে প্রস্তুত। ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষিত বলিয়া এ দেশের রাজা রাম, যুধিষ্ঠির, অশোক; এদেশের ক্ষত্রিয় ভরত, ভীষ্ম, চণ্ড। ইদানীং যাহারা ত্যাগের অগ্নিদীক্ষা ভুলিয়া ইন্দ্রিয় ভোগের অনাধিক্য হেতু দুঃখিত, তাহাদিগকে অতীত ভারতের ইতিহাস স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য বর্ত্তমান যুগপরিবর্ত্তক সন্ন্যাসী—উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিতেছেন—

নানাদেশের সহিত তুলনা কর, দেখিবে সহিষ্ণু নিরীহ হিন্দুজাতির নিকট জগৎ কতদূর ঋণী। "নিরীহ হিন্দু" এই তিরস্কার বাক্যের মধ্যে কত সত্য নিহিত আছে। জগতের নানা দেশে নানা সত্য উদ্ভূত হইয়াছে; নানা শক্তিশালী জাতি তাহাদের প্রচার করিয়াছে কিন্তু ঐ

প্রচার রণভেরির নির্ঘোষে, গর্ব্বিত সেনাকুলের পদবিক্ষেপের সহিত হইয়াছিল। প্রতি প্রচারের পশ্চাতেই অসংখ্য লোকের হাহাকার, অনাথের ক্রন্দন ও বিধবার অশ্রুপাত অনুসরণ করিয়াছিল। কিন্তু ভারত, যখন গ্রীসের অস্তিত্বই ছিল না রোম যখন ভবিষ্যতের অন্ধকার-গর্ভে লুকায়িত, আধুনিক ইউরোপ যখন জার্ম্মানীর গভীর অরণ্যমধ্যে নীলবর্ণে দেহ অনুরঞ্জিত করিত, ইতিহাস যে যুগের খবর রাখে না, কিম্বদন্তীও যে সুদূর অতীতের ঘনান্ধকারের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে সাহস করে না, সে যুগেও ভাবের পর ভাবতরঙ্গ সৃষ্টি করিয়া সম্মুখে শান্তি ও পশ্চাতে আশীর্ব্বাণী লইয়া অগ্রসর হইয়াছে। জগতে কেবল ভারতই যুদ্ধ বিগ্রহের দ্বারা দেশ জয় করে নাই। একবার ভাবিয়া দেখ দেখি, গ্রীক-বাহিনীর বীরদর্প এখন কোথায়? রোমের শ্যেনাঙ্কিত বিজয় পতাকা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া কোথায় গেল? কত জাতি উঠিয়াছে, পড়িয়াছে কিন্তু ভারত যেমন তেমনই রহিয়াছে কেন? কেন তাহার মদগর্ব্বে স্ফীত হইয়া প্রভুত্ব বিস্তারপূর্ব্বক স্বল্পকালমাত্র পরপীড়ক কলুষিত জাতীয় জীবন অতিবাহিত করিয়া জল বুদ্বুদের ন্যায় বিলীন হইয়াছে।

কিন্তু সত্যই কি ভারত কখন পরদেশ ইচ্ছাপূর্ব্বক জয় করে নাই? এ বিষয়ে দৃঢ় সঙ্কল্প কি কখনও তাহার ছিল না?—অবশ্য ছিল, কিন্তু সে সময় নীতির বাহিনী ছিল রাজর্ষি ও সন্ন্যাসী, দুর্গ ছিল চরিত্র ও সত্ত্ব, পতাকা ছিল আত্মবলির রক্তদণ্ডের উপর ত্যাগের গৈরিক। তাঁহারা জয় করিয়াছেন খাল বিল, নদী নালা, পাহাড় পর্ব্বত নয়।—চিন্তা রাজ্য, আধিপত্য করিয়াছিলেন নিগড়বদ্ধ দেহের উপর নয়—হৃদয়ের উপর।

সর্ব্ব প্রথম বিস্তৃতভাবে ভারতীয় শিক্ষার প্রচার আরম্ভ হয় মহারাজ শ্রীরামচন্দ্রের সময়। তৎকালীন শ্রীরামচন্দ্রের ব্যক্তিত্বের মধ্য দিয়া যে অপূর্ব্ব নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক তরঙ্গের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা প্রায় পৃথিবীর সমগ্র অসভ্য জাতির উপর আধিপত্য করিয়াছিল। আমরা দেখিতে পাই, রাক্ষসরাজ রাবণের বধের জন্য যখন বানর-রাজ সুগ্রীবের আদেশে সৈন্য সংগ্রহ হয় তখন নানা দেশীয় এবং নানা জাতীয় বানর ও ঋক্ষনামক অসভ্য জাতিরা কিষ্কিন্ধ্যাধিপতির পতাকা তলে সমবেত হয়। তাহার মধ্যে কোনও কোনও জাতি লোহিত-বর্ণ, কোনও জাতি শ্বেত বর্ণ, কোনও জাতি বা শ্যামল, কেহ বা পার্ব্বত্যপ্রদেশ হইতে, কেহ বা সমুদ্রতট হইতে আগমন করিয়াছিল। ইহারা যে মধ্যভারত, হিমালয়, ব্রহ্ম, শ্যাম এবং মালয় প্রভৃতি দেশ হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল তাহা তত্তদ্দেশীয় আকৃতি ও বর্ণ দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। পরে সুগ্রীব সমবেত সৈন্যগণকে সীতা-দেবীর অন্বেষণের জন্য যে সকল স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন, তাহা হইতে আমরা দেখিতে পাই তাহাদিগকে যবদ্বীপ (Java) এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তী দ্বীপ সকলেও অনুসন্ধানের জন্য বলা হইয়াছিল। এবং অপর দিকে ইক্ষু সমুদ্রের ধারে (বোধ হয় পারস্যোপসাগর), অসুরদের রাজ্যের (Assyria) পর লোহিত সাগর (আরব সাগর বা শঙ্খ সাগর) পার হইয়া গরুড়দেবের মন্দির যে দেশে আছে সেই সকল দেশেও (Egypt—"beaked headed winged statues"—ম্যাসপ্যারো লিখিত ইজিপ্ট এবং কালদের ইতিহাসের পক্ষীদেবতার—চিত্র দেখ) অনুসন্ধান করিবার জন্য বলা হয়। পরে সমুদ্রের পরপারে স্বর্ণ-খচিত জটারূপ পর্ব্বতের কথা আছে। ইহা মেক্সিকো (Mexico) বলিয়া

বোধ হয়। মেক্সিকো সংস্কৃত 'মাক্ষিক' শব্দ হইতে আসিয়াছে। মাক্ষিক শব্দের অর্থ স্বর্ণ। জটারূপের সংস্কৃত অর্থ স্বর্ণ। পরে নাগরাজ অনন্তের আবাসে অনুসন্ধানের কথা আছে। যেখানে সুবর্ণ পর্ব্বত সৌমাংস দণ্ডায়মান। সূর্য্যদেব জম্বুদ্বীপ অতিক্রম করিয়া প্রভাতে এই পর্ব্বতচূড়া হইতে উদিত হন। ইহা হইতে অনুমিত হয়, উল্লিখিত স্বর্ণস্থান আমেরিকা। প্রাচীন আমেরিকায় সর্পের উপাসনা প্রচলিত ছিল। তদ্দেশীয় আদিম-বাসীরা নাগ-চিহ্ন ধারণ করিত। হিন্দুরা যে কলম্বসের বহু শতাব্দী পূর্ব্ব হইতেই আমেরিকা সম্বন্ধে জ্ঞাত ছিলেন সে সম্বন্ধে অপর স্থানে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

ডাক্তার জন ফ্রেজার (Dr. John Fraser LL. D) বলেন যে, দাক্ষিণাত্যে আর্য্যদিগের প্রসারের সহিত কৃষ্ণকায় দ্রাবিড়ী অনার্য্যেরা একদিকে পোলেনেসিয়া (Polynesia—Australia, Eastern Peninsula, Indonesia and Ocenia, Melanesians) অপরদিকে লাক্ষ্যদ্বীপ, মালদ্বীপ হইতে মাদাগাস্কার পর্য্যন্ত বিতাড়িত হইয়া ছড়াইয়া পড়ে। তাহার প্রমাণে তিনি বলেন যে, মাদাগাস্কারে যে ভাষা প্রচলিত তাহা ও ১২০ অংশ দ্রাবিমার নিকটবর্ত্তী মধ্য ও দক্ষিণ সমুদ্রের দ্বীপনিবাসী-দের সমোয়া (Samoa) ভাষা প্রায় একই। অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের সহিত সিংহলের অনার্য্যদের আকৃতি প্রকৃতির সৌসাদৃশ্য অতি নিকট (Polynesian Journal, Vol. IV, December 1895) শ্রীযুক্ত মোক্ষমূলারও তাঁহার 'Science of Religion' নামক গ্রন্থে এ বিষয় বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু এখন আমাদের বক্তব্য এই যে, অনার্য্যদের দেশান্তর প্রাপ্তি তরবারির দ্বারা হয় নাই। উহা সর্ব্বচরাচর-পালক মহারাজ রামচন্দ্রের বিরাট সাম্রাজ্য গঠনের ফলেই হইয়াছিল।

নানা অসভ্য দেশে তাঁহার অপূর্ব্ব জীবনীর সহিত ভারতীয় সভ্যতা প্রচারিত হইয়াছিল। তিনি দক্ষিণ দেশের অনার্য্যদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু কাহাকেও অনিচ্ছাসত্ত্বে বিতাড়িত করেন নাই। বিভীষণকে লঙ্কার রাজা করিয়াছিলেন, সুগ্রীবকে কিষ্কিন্ধ্যারাজ্য দিয়া সৌখ্যসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। সৈন্যদের প্রত্যাবর্ত্তনের সহিত নানা দেশে তাঁহার যশঃমাহমা প্রচারিত হইয়াছিল। তাহা নানা দেশীয় গ্রন্থের আবিষ্কারের সহিত প্রকাশিত হইয়া পড়িতেছে। "শ্যাম দেশীয় ভাষায় বিরচিত বিশেষ বিশেষ পুস্তকের অন্তর্গত রাম ও লক্ষ্মণ চরিত্র, রাবণ কর্ত্তৃক সীতা-হরণ, রাম রাবণের যুদ্ধ বর্ণন, অনিরুদ্ধ উপাখ্যান, ভগবতী মাহাত্ম্য কথন, সুগ্রীব-সহোদর বালিরাজার বৃত্তান্ত এবং কামধেনু, নাগকন্যা, যক্ষ, রাক্ষসাদি সংক্রান্ত নানা বিষয়ক প্রস্তাবে সংস্কৃত শাস্ত্রেরই সম্পূর্ণ কার্য্যকারিত্ব লক্ষিত হইয়া থাকে। ব্রহ্মদেশের ভাষায়ও রামচরিত্রাদিবিষয়ক অনেক গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়। উল্লিখিত উভয় ভাষাতেই ঐ সমস্ত বিষয় সংক্রান্ত বহুতর কাব্য ও নাটক বিদ্যমান আছে। ঐ সমুদায়ই ভারতবর্ষীয়, অতএব মুখ্য বা গৌণরূপে সংস্কৃত শাস্ত্র হইতে সঙ্কলিত, তাহাতে সন্দেহ নাই" (Asiatic Researches London, Vol x., 1811, pp 234 and 248—251)। এই প্রসঙ্গে বলিয়া রাখি যে, বৌদ্ধধর্ম্মের পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী যুগে "ভারত বর্ষীয় রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, ধর্ম্মশাস্ত্র, সাহিত্যশাস্ত্র প্রভৃতি সমুদ্র অতিক্রমপূর্ব্বক যবদ্বীপ ও বালিদ্বীপে নীত হইয়া ধর্ম্ম ও নীতি প্রকাশ করিয়াছে। কেবল যব ও বালি দ্বীপে নয়, ঐ অঞ্চলের অন্যান্য দ্বীপস্থ লোকেরও শিক্ষা ও সভ্যতা সাধন বিষয়ে যে হিন্দুদিগের বিশেষ-রূপ কার্য্যকারিত্ব ছিল, নানা বিষয়ে তাহার অনেকানেক নিদর্শণ

দেখিতে পাওয়া যায়। এমন কি সুমাত্রা, লেম্বা, সেলিবিজ প্রভৃতি দ্বীপের বর্ণাবলী ও দেবনাগরাদি ভারতবর্ষীয় অক্ষরের ন্যায় কবর্গ, চবর্গাদি বর্গ-বিভাগের নিয়মানুসারে বিভক্ত দেখা যায়।" (The Journal of the Indian Archipelago vol II. No xii, pp. 770—774.)। পুনরায় আমেরিকাখণ্ডের অন্তঃপাতী পিরুবিয়া (Peru) দেশের প্রচলিত 'রামসীতোয়া' নামক মহোৎসব ও ঐ দেশীয় নৃপতি-গণের সূর্য্যবংশ ও ইক্ষুকুল (Dynasty of Sugar-cane) হইতে উৎপত্তি প্রবাদ, ঐ খণ্ডের মধ্যস্থলবাসী কতকগুলি জাতির ভাষায় ঈশ্বরের নাম "সিবু" প্রভৃতি হইতে সম্রাট রামচন্দ্রের অতুলনীয় প্রভাবের কথা স্মরণ করাইয়া দেয় (A. R. vol. I. p. 426)।

ভারতের জগৎশিক্ষার দ্বিতীয় অভিযান হয় শ্রীকৃষ্ণের সময়। তিনি একদিকে যেমন অর্জ্জুনের এবং উদ্ধবের প্রতি উপদেশের দ্বারা তৎকালীন মানবের আধ্যাত্মিক কল্যাণ সাধন করিয়াছিলেন, অপর দিকে দুরন্ত রাজাদিগেরও সমুচিত দণ্ডবিধান করিয়া জগতে শান্তি-বিধান করিয়া যান। তাঁহার প্রভাব যে শুধু ভারতেই আবদ্ধ ছিল এমন নহে; মহাভারত, ভাগবত, হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করিয়া ইহাই অনুমিত হয় যে, তৎকালীন প্রায় সমগ্র প্রাচ্য খণ্ডই উহা অনুভব করিয়াছিল। খৃষ্টাব্দের ১৭৫ বৎসর পূর্ব্বে গ্রীকদিগের নিকট যে এই ধর্ম্ম পরিচিত ছিল তাহা ভীলসার (Bhelsa) একটি বৈষ্ণব-ধর্ম্মসম্বন্ধীয় প্রস্তর-অনুলিপিতে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। ঐ লিপিতে আমতালিকিতা (Amtalikita) বলিয়া একজন মহারাজের নাম আছে। এই আমতালিকিতা যে গ্রীকরাজ অ্যানটিয়ালকাইডাস (Antialkidas), সে বিষয়ে কোনও

সন্দেহ নাই। কানিংহাম (Cunningham) তাঁহার রাজত্বকাল স্থির করিয়াছেন ১৭৫ খৃঃ পূঃ, কিন্তু উইলসন সাহেব স্থির করিয়াছেন ১৩৫ খৃঃ পূঃ (vide the Journal of the Royal Asiatic Society, of the year 1909, Part LV, Oct)। অপর দিকে বিষ্ণুপুরাণে দেখিতে পাওয়া যায় যে, কালযবন গার্গ্যের সহিত সন্ধি করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে কৌশলে নিধন করেন। এই কালযবন অসুর যে কালদে (Chaldea) নিবাসী তাহাও নানা কারণে বেশ অনুমিত হয়।

বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রচলন আমরা শ্রীকৃষ্ণ হইতেই লক্ষ্য করি। কিন্তু তাহারও বহু পূর্ব্বে এই বিষ্ণুর উপাসনা ভারতে প্রচলিত ছিল। ঋগ্বেদের ১ম, ২৩ সূক্তের ১৭ ঋকে দেখিতে পাওয়া যায়,—

ইদং বিষ্ণুর্বি চক্রমে ত্রেধা নিদধে পদং।
সমূলহ্মস্য পাংসুরে ॥ ১৭ ॥

"বিষ্ণু এই (জগৎ) পরিক্রম করিয়াছিলেন, তিন প্রকার পদবিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাঁহার ধূলিযুক্ত (পদে) জগৎ আবৃত হইয়াছিল।" যাস্ক ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—

"যদিদং কিঞ্চ তদ্বিক্রমতে বিষ্ণুঃ। ত্রিধা নিধত্তে পদং। ত্রেধা ভাবায় পৃথিব্যাং অন্তরিক্ষে দিবি ইতি শাকপূণিঃ। সমারোহণে বিষ্ণু পদে গয়শিরসি ইতি ঔর্ণবাভঃ।" নিরুক্ত ১২।১৯। দুর্গাচার্য্য নিরুক্তের এই অংশের ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—

"বিষ্ণুরাদিত্যঃ। কথমিতি যত আহ ত্রেধা নিদধেপদং নিধত্তে পদং নিধানং পদৈঃ। ক তৎ তাবৎ। পৃথিব্যাং অন্তরিক্ষে দিবি ইতি

শাকপূণিঃ। পার্থিবোঽগ্নির্ভূত্বা পৃথিব্যাং যৎকিঞ্চিদস্তি তদ্বিক্রমতে তদধিতিষ্ঠতি। অন্তরিক্ষে বৈদ্যুতাত্মনা। দিবি সূর্য্যাত্মনা যদুক্তং তমু অক্রিণ্বন ত্রেধা ভূবে কমিতি। সমারোহণে উদয় গিরৌ উদ্যন্ পদমেকং নিধত্তে। বিষ্ণু পদ মধ্যন্দিনেঽন্তরিক্ষে গয়শিরস্যস্তং গিরৌ ইতি ঔর্ণবাভ আচার্য্যো মন্যতে।”

ইহা হইতে এই বুঝা যায় যে বৈদিক হিন্দুগণ সূর্য্যকে বিষ্ণু বলিয়া উপাসনা করিতেন। সূর্য্যের উদয়গিরিতে আরোহণ, মধ্য আকাশে স্থিতি, এবং অস্তাচলে গমন, বিষ্ণুর এই তিন পদবিক্ষেপ।—ঔর্ণবাভ।

তাই শ্রীযুক্ত রমেশ চন্দ্র দত্ত মহাশয় উপরোক্ত মন্ত্রের টিপ্পনিতে বলেন,—“এই সূর্য্যরূপ বিষ্ণুর জগতে পদবিক্ষেপরূপ উপমা হইতে ক্রমে নানা উপাখ্যান রচিত হইতে লাগিল। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আছে, দেব ও অসুরদিগের মধ্যে এই জগৎবিভাগ কালে ইন্দ্র বলিলেন, ‘বিষ্ণু যতটুকু তিন পদে বিক্রম করিতে পারেন ততটুকু দেবগণের, অবশিষ্ট অসুরদিগের।’ অসুরগণ সম্মত হইল এবং বিষ্ণু তিন পদ বিক্রমে জগৎ বেদ ও বাক্য ব্যাপ্ত করিলেন। (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ।—৬।১৫॥) শতপথ ব্রাহ্মণে অসুরগণ বলিতেছে, বামনরূপ বিষ্ণু শয়ন করিলে যতটুকু স্থান ব্যাপ্ত হয় ততটুকু দেবগণের; দেবগণ সেই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া সমস্ত জগৎ পাইলেন। (শতপথ-ব্রাহ্মণ। ১।২।৫॥) ঐ ব্রাহ্মণে (১৪।১।১) বিষ্ণুর সকল দেবের মধ্যে প্রাধান্য লাভের এবং তৎপর তাঁহার মস্তক ছিন্ন হওয়ার কথা আছে, এবং তৈত্তিরীয় আরণ্যকে (৫।১) ও পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণে (৭।৫) এই উপাখ্যান পাওয়া যায়। তাহার পর বিষ্ণুর বামন অবতার, বলি রাজার দমন ও হয়গ্রীবোপাখ্যান সম্বন্ধে পৌরাণিক উপাখ্যান আমরা

সকলেই জানি। সূর্য্যের আকাশভ্রমণ সম্বন্ধে একটি বৈদিক উপমা হইতে কত উপাখ্যান সৃষ্ট হইয়াছে ![*]

"বিষ্ণু সূর্য্যের একটি নাম মাত্র, বেদের অনেক দেবগণের মধ্যে একজন দেবের একটি নাম মাত্র; তিনি পুরাণের জগৎপাতা পরমদেব হইলেন কিরূপে? ইহা মীমাংসা করা কঠিন নহে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, বেদ রচনার সময় সরলচিত্ত উপাসকগণ প্রকৃতির প্রত্যেক বিস্ময়কর দৃশ্য বা কার্য্যে একজন দেব অনুমান করিতেন। কিন্তু সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে যখন জ্ঞানের উন্নতি হইল তখন হিন্দুগণ প্রকৃতির সকল কার্য্যে একজন নিয়ন্তা দেখিতে পাইলেন, একজন পালনকর্ত্তা বুঝিতে পারিলেন। সূর্য্য, আমাদিগকে পালন করেন, বায়ু আমাদিগকে পালন করেন, অগ্নি আমাদিগকে পালন করেন, কিন্তু এগুলি কার্য্য মাত্র, একজন কর্ত্তা এই কারণসমূহের দ্বারা, বায়ু অগ্নি ও সূর্য্য দ্বারা আমাদিগকে পালন করেন, সভ্য হিন্দুগণ তাহা বুঝিতে পারিলেন। সে দেবের কি নাম দিবেন? বিষ্ণু জগৎ রক্ষা করেন, তিন পদবিক্ষেপে সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া থাকেন, এরূপ বর্ণনা বেদে আছে; অতএব সভ্য হিন্দুগণ বেদ হইতে সূর্য্যের 'বিষ্ণু' নামটী গ্রহণ করিয়া জগতের পালনকর্ত্তাকে সেই নাম দিলেন।" কিন্তু এই বহুদেবতার উপাসনা সত্ত্বেও বৈদিক ঋষিরা যে তাহাদের মধ্যবর্ত্তী পরম দেবতাকে জানিতেন, তাহা আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে দেখাইয়াছি। তৎকালীন ভারত-ভারতী প্রকৃতির প্রতি বিস্ময়কর সৌন্দর্য্যের

---

[*] মৎস্য—শতপথ ব্রাহ্মণ ১। ৮।১ ॥ ; বরাহ—তৈত্তিরীয় সংহিতা ৭।১।৫॥ ; কূর্ম্ম—শতপথ ব্রাহ্মণ ৭।৫।১।৫ ॥; হয়গ্রীব—শতপথ ১৪।১।১॥ ; বামন—ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৬। ১৫ ॥ শতপথ ১। ২। ৫ ॥

উপাসনা করিতেন এবং তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা মনীষী ছিলেন তাঁহারা আবার ঐ সকল দেবতার মধ্য দিয়া সেই এক সৎ দেবতার অনুসন্ধান পাইয়াছিলেন। কিন্তু ক্রমে ঐ বিজ্ঞান পৌরাণিক যুগে সাধারণ মানবের স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানে পরিণত হইয়াছিল। ব্রাহ্মণের যুগে মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, বামন ও হয়গ্রীব অবতারের প্রসঙ্গ থাকিলেও প্রকৃত অবতারতত্ত্বের প্রকাশ হইয়াছিল পৌরাণিক যুগে। এই যুগেই হর-গৌরী অবতারে বৈদিক অগ্নিরুদ্রাদি দেবতা শ্রীশঙ্করে লীন হইয়া শ্রীভগবানের সংহারমূর্ত্তির অপূর্ব্ব প্রকটন করিয়াছে। সেইরূপ আবার বৈদিক নানা আখ্যানসমন্বিত সূর্য্যদেবতা, রাম ও কৃষ্ণ অবতারে লীন হইয়া শ্রীভগবানের পালনীশক্তির অত্যদ্ভুত প্রকটন করিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, এই যুগে সাংখ্য দর্শনের মহদাদি তত্ত্ব বাসুদেবাদি চতুর্ব্যূহ রূপে পর্য্যবসিত হইয়াছে।

আর একটি বিষয় আমাদিগকে লক্ষ্য করিতে হইবে। ঋগ্বেদে আছে,—

ইংদ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহুরথো দিব্যঃ স সুপর্ণো গরুত্মান্।

একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদংত্যগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ ॥

"(এই আদিত্যকে) মেধাবিগণ, ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ ও অগ্নি বলিয়া থাকেন। ইনি স্বর্গীয়, পক্ষবিশিষ্ট ও সুন্দর গমনশীল। ইনি এক হইলেও ইহাকে বহু বলিয়া বর্ণনা করে। ইহাকে অগ্নি, যম, মাতরিশ্বা বলে।"

মূলে "সুপর্ণঃ গরুৎমান্" আছে। "সুপর্ণঃ সুপতনঃ গরুৎমান্ গরণবান্ পক্ষবান্ বা। এতন্নামকো যঃ পক্ষী অস্তি সোঽপি অয়মেব।"—সায়ন। আদিত্যরূপ বিষ্ণুর গরুড়পক্ষী বাহন, এই যে পৌরাণিক

কথা আছে, তাহা এইরূপ বৈদিক উপমা হইতে বোধ হয় উৎপন্ন হইয়াছে এবং পরে রামায়ন পরিচিত ইজিপ্ট ও আসিরিয়া দেশীয় গরুড় দেবতাও বোধ হয় এই দেশ হইতেই গিয়াছে। যে সকল বেদনিন্দুক, ভগবদ্বেষীরা শ্রীকৃষ্ণের জন্ম এবং বিষ্ণু উপাসনার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান, তাহাদের শব্দজাল বিস্তার সত্বেও আমরা উপরোক্ত প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়াই সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত। ছান্দোগ্যোপনিষদে দেবকীপুত্র কৃষ্ণের উল্লেখ অতি প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থে (যথা রথপালসূত্রসন্নে, ললিতবিস্তর) কেশবের কুন্তলের মাধুরীবর্ণন এবং শ্রীবুদ্ধের সমসাময়িক ভগবদ্ধর্ম্মের অস্তিত্ব দেখিয়া আর কোন সংশয় আমাদের হৃদয় অন্ধকার করে না। শ্রীকৃষ্ণ ভারত-ভারতীর হৃদয়ের রাজা। তাহারা তাঁহাকে বহু মন্ত্রতন্ত্রে দর্শন করিয়াছে, বহু ছন্দে বন্দে বর্ণনা করিয়াছে,—নাস্তিকের নাস্তিকতা কি তাঁহাকে ভুলাইয়া দিতে পারে? তাঁহার ধর্ম্ম আকাশের ন্যায় নির্ম্মল, সমুদ্রের ন্যায় গভীর, হিমানীর ন্যায় মহান, পৃথিবীর ন্যায় সর্ব্বংসহ; তাঁহার শাসন এখনও ভারতে অপ্রতিহত।

এইরূপে শ্রীভগবান তাঁহার অতিপ্রিয় অন্তরঙ্গ লীলাভূমি ভারতে আগমন করিয়া যুগে যুগে দুষ্টের দলন ও শিষ্টের পালনের দ্বারা জগতের অন্ধকার দূর করিয়া শান্তিরাজ্য স্থাপন করিয়া থাকেন।

মিশরে হরগৌরী উপাসনা।

"In speaking of the Sages of India, my mind goes back to these periods of which history has no record, and tradition tries in vain to bring the secrets out of the gloom of the past.

"Like the gentle dew that falls unseen and unheard, and yet brings into blossom the fairest of roses, so has been the contribution of India to the thought of the world. Silent unperceived, yet omnipotent in its effect, it has revolutionised the thought of the world, yet no body knows when it did so."

— Vivekananda.

ভারতীয় ও গ্রীকদার্শনিকগণের মতবাদের ঐক্য আমরা পরবর্ত্তী প্রবন্ধে আলোচনা করিব। গ্রীকদার্শনিকগণ দ্বারা উপনীত বিশ্বকারণ, বিশ্বসৃজন, প্রলয়, অদৃষ্ট, জড়ের নিত্যতা ও উহার সহিত মনের সম্বন্ধ, পরমাণুবাদ, ঈশ্বরের স্বাতন্ত্র্য, ঈশ্বর জীব ও জগতের কারণ, জীবের পরমাত্মাতে লয় প্রাপ্তি, গোতম ও এরিষ্টটলের মতের সাদৃশ্য, লিউক্রিশিয়সের 'অবস্তু হইতে বস্তুর উৎপত্তি হয় না' এই মতটির সাংখ্য মতের সহিত ঐক্য, ইলিয়েটিক সম্প্রদায়ের ঈশ্বরই জগৎ ও জগৎই ঈশ্বর এই বেদান্ত মত, স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর, জীবের সূক্ষ্ম শরীর লইয়া আপন আপন অজ্ঞান ও অধর্ম্মের তারতম্যানুসারে পশু পক্ষী, মৎস্যাদিযোনি ভ্রমণ, জীবাত্মা

পরমাত্মার অংশ, পরমাত্মা সর্ব্বাত্মা ও সর্ব্বব্যাপী দেহ বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া দেবস্বরূপত্ব প্রাপ্তি, গুপ্ত মন্ত্রে দীক্ষা, দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য পালন, আমিষ ভক্ষণে অশ্রদ্ধা, বৃথা মাংস ভোজনের অবৈধ্যত্ব, শিষ্যদের প্রতি বৃক্ষাদি ছেদন ও তাহাতে আঘাত প্রতিষেধ,ওসেলস নামক গ্রীকপণ্ডিতের ভূলোক, স্বর্গলোক ও অন্তরীক্ষ অর্থাৎ ভূর্ভুবঃস্বঃ প্রভৃতি বেদোক্ত বিশ্বের বিভাগ দেখিয়া উইলসনের ভাষায় বলিতে হয় যে হিন্দুদিগের গ্রীকদিগের নিকট হইতে কোন দার্শনিক আদর্শবিশেষ গ্রহণ করা একরূপ অসম্ভব বলা যাইতে পারে বরং গ্রীকদিগের হিন্দুদিগের নিকট হইতে ঐ সকল আদর্শ গ্রহণ অনেকটা সম্ভবপর।

কোলব্রুকও বলিয়াছেন,"এই বিষয়ে হিন্দুগণ ছাত্রের পরিবর্ত্তে শিক্ষকেরই স্থান অধিকার করিয়াছিলেন।"

কোনও কোনও পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলিয়া থাকেন, গ্রীকেরা এসকল মতবাদ মিসর এবং কালদে (Chaldæa) বা বাবিলি হইতে প্রাপ্ত হন। তাঁহারা বলেন গ্রীকদার্শনিকদের শিক্ষালাভের জন্য পূর্ব্বদেশে আগমনের কথা যাহা শুনা যায় তাহা এই কালদে ও মিশরে। কিন্তু ইহা স্বীকার করিলেও গ্রীক শিক্ষা যে ভারতীয় শিক্ষার অনুকরণ মাত্র তাহাও দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারা যায়। কারণ, মিশর এবং কালদের ইতিহাস আলোচনার দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে তদ্দেশীয় সভ্যতা ও শিক্ষা ভারতীয় জ্ঞান রাশির কলামাত্র অনুকরণের ফলস্বরূপ। প্রত্নতত্ত্বের আলোচনা ও দেশ বিদেশ ভ্রমণের ফলে কত যে ইতিবৃত্তের সত্যসমূহ প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে তাহার আর ইয়ত্তা নাই। ইহার ফলে পৃথিবীর সমগ্র জাতি ধীরে ধীরে যেন একতা সূত্রে গ্রথিত হইয়া পড়িতেছে—মানবের আদি-পুরুষেরা একই দেশে বাস করিতেন, একই ভাষা বলিতেন এবং একই

ধর্ম্মে বিশ্বাস করিতেন এই সত্য বিধাতা এতদিন ভূগর্ভে, পর্ব্বত গাত্রে, শিলাফলকে ও প্রস্তর ভবনে রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। আমাদিগকে ঐসকল বিষয় জানিতে উৎসুক দেখিয়া যেন তিনি সময় বুঝিয়া ঐ অসংখ্য রত্নমালার সুদৃঢ় পেটিকা আজ মানব সমক্ষে খুলিয়া ধরিয়াছেন। উক্ত কারণে বিশ্বপ্রেমমূলক যে ভাবসমূহ জগতে প্রচারিত হইতেছে তাহা দেখিয়া আজ মানব বিস্মিত। বর্ণ ও ধর্ম্মের বিভিন্নতা ভুলিয়া স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় মানব পরস্পরের মুখের প্রতি চাহিয়া মনে করিতেছে যেন 'ইহাকে কোথায় দেখিয়াছি, ইহাকে আমি খুব জানি, ইনি আমার খুব আপনার।' অতঃপর আমরা মিশর যে ভারতবাসীর নিকট অপরিচিত ছিল না তাহা পণ্ডিতগণের উক্তি ও গবেষণার উল্লেখ করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিব।

যখন মিশরের সহিত ফরাসির যুদ্ধ বাধে তখন একদল ভারতীয় সিপাহী লোহিত সাগর উত্তীর্ণ হইয়া নীল (Nile) নদীর ধারে যায়। সেখানে দেনদেরার (Dendera) মন্দিরে আথরের (Athor) প্রস্তরনির্ম্মিত গাভী দেখিয়া সিপাহীরা সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে।* মিসরবাসীও ভারতবাসীদিগের মধ্যে গাভীপূজার সাদৃশ্য দেখিয়া অনেক ফরাসী পণ্ডিত এবং ইংরাজ ঐতিহাসিক স্থির করেন মিসর এবং ভারতের আদিপুরুষেরা এক স্থানেই বাস করিতেন এবং তাহাদের সভ্যতার উৎপত্তিস্থান এক। কিন্তু ডাক্তার ফারগুসন ইজিপ্টের স্থাপত্য নিদর্শনের পার্শ্বে ভারতীয় কিঞ্চিৎ আধুনিক অজন্তা, ইলোরা প্রভৃতি স্থাপত্য নিদর্শন ধরিয়া শেষোক্তটি অত্যন্ত আধুনিক, অতি পুরাতন মিশরীয় স্থপতিবিদ্যার সহিত উহার তুলনা করা যাইতে পারে না বলিয়াছেন। এবং আরও বলিয়াছেন,

* Ruins of Sacred and Historical land.

ভারতে বৌদ্ধযুগের বা তৎপরবর্ত্তী যুগের স্থপতিবিদ্যার নিদর্শন ছাড়া তৎপূর্ব্ববর্ত্তী যুগের কোনও নিদর্শন পাওয়া যায় না। উক্ত কারণে তিনি বলেন, ভারতে স্থপতি-বিদ্যার অনুশীলন মিশরের বহু পরে আরম্ভ হয়। তিনি উহা বলিতে পারেন কিন্তু জগতের ইতিহাসের এই সত্য এই পৃষ্ঠায় না থাক অপর পৃষ্ঠায় আছে এবং তাঁহার জানা উচিত বৌদ্ধযুগের যে অদ্ভুত স্থপতি-বিদ্যা তাহা এক দিনের অনুশীলনের ফলে হয় নাই। স্থপতিবিদ্যার বিশেষ অনুশীলন যে ঋগ্বেদের সময় হইতেই ছিল তাহারও প্রমাণ উহার বহু পৃষ্ঠায় পাওয়া যায় যেমন লৌহ নগর (৭ম, ৩, ৭; ৭ম, ১৫, ১৪; ৭ম, ৯৫, ১ ইত্যাদি), শত প্রস্তর নির্ম্মিত নগর (৭ম, ৩০,২০), সহস্র স্তম্ভযুক্ত প্রাসাদ (২য়, ৪১, ৫; ৫ম, ৬২, ৬ ইত্যাদি)। ইহা হইতেই বেশ বোধগম্য হয় যে স্থপতিবিদ্যার অনুশীলন যে ভারতে কেবল বৌদ্ধযুগে বা তৎপরবর্ত্তী যুগেই হইয়াছিল তাহা নহে, তৎপূর্ব্ববর্ত্তী যুগেও ইহার অনুশীলন হইত। কিন্তু কালের করাল প্রকোপে অদ্য তাহার নিদর্শন নাই। আর ভূগর্ভ খননকার্য্য অন্যান্য দেশে যেমন দৃঢ়তার সহিত চলিয়াছিল সেরূপ এদেশে হয় নাই। এদেশের প্রত্নতত্ত্বের গতি—অত্যন্ত পরিশ্রম ও ব্যয় সাপেক্ষ বলিয়া—অতি মন্থর, কারণ এদেশের অধিবাসী অত্যন্ত গরীব। পুরাণোক্ত স্থানগুলিতে যদি অনুসন্ধান করা যায় তাহা হইলে তথা হইতে বহু সত্য বাহির হইতে পারে ইহা ধ্রুব সত্য। ঐসকল কথা ছাড়িয়া দিলেও সমসাময়িক মিসর না হয় ভারত অপেক্ষা স্থপতি-বিদ্যায় অধিক উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল কিন্তু তাহা হইলেও গাভী পূজারূপ আদর্শ সকলের বিনিময় পূর্ব্বোক্ত যুক্তি দ্বারা কিরূপে নিরাকৃত হয় তাহা বুঝিয়া উঠা অসম্ভব।

কারল্ হেকেল (Karl Heckel)বলেন ইজিপ্টের ধর্ম্ম সম্বন্ধে তিনি

যতই আলোচনা করিতেছেন ততই তাঁহার বিশ্বাস দৃঢ় হইতেছে যে নানা যোনি-ভ্রমন (Metempschosis) প্রভৃতি মতবাদ, অসিরিস শিক্ষা (Osiris teachings) হইতে মিসরবাসীরা প্রাপ্ত হয় নাই, ইহা সম্পূর্ণ হিন্দুমতবাদ ; তাহারা হিন্দুদের নিকট হইতেই ইহা শিক্ষা করিয়াছিল।

অতঃপর আমরা কতকগুলি ভৌগলিকতত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিব। বার্লিনের বিখ্যাত মিশরতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত (Egyptologist) ডাক্তার আডল্‌ফ আরম্যান (Dr. Adolf Erman) বলেন যে মিশরবাসীদের উৎপত্তি সম্বন্ধে দুইটি স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে, একটি এসিয়া অপরটি নীলনদীর উচ্চতর তটভুমি ;* হিরেন (Heeren) অতি সুন্দরভাবে দেখাইয়াছেন যে মিশর এবং ভারতবাসী নানা জাতির কপালের (Skull) সাদৃশ্য অতি নিকট। তিনি আরও বলেন, মিশরের অতি দুর ক্ষীণতম প্রবাদ হইতে জানিতে পারা যায়, পান্ট (Punt) দেবতাদিগের আদি নিবাস। পান্ট হইতে আমেণ (Amon), হোরাস (Horus) এবং হাথরের (Hathor) নেতৃত্বে দেবতারা নীলনদীর ধারে আগমন করেন। লোহিত সাগরের (Red Sea) জলরাশি পান্ট পর্য্যন্ত যে সকল তটভূমি ধৌত করে তাহাকে দেবভূমি (Yaneter) বলা হয়। * * * এই কথা বলিয়া ইনি স্থির করিয়াছেন পান্ট সোমালিল্যাণ্ড (Somaliland) হওয়াই সম্ভব। বর্ত্তমানে যাহাকে লোহিতসাগর (Red Sea) বলে হিন্দুরা তাহাকে শঙ্খোদধি বলিতেন এবং লোহিত সাগর বা অরুণোদধি বলিতেন আরবসাগরকে (Arabian Sea) †।

---

*Historians' History of the World.

† প্রবাসী—ভাদ্র ১৩২২—নীল নদীর উৎপত্তিস্থানের হিন্দু মানচিত্র দেখুন।

"স্কন্দ ও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে উল্লিখিত আছে, কুটিলকেশগণ ভারত হইতে শঙ্খদ্বীপে গমন করেন। ইঁহারা পুরাকালে কপিলাশ্রমের সন্নিকটে সাগর সঙ্গমে (অথবা আধুনিক বঙ্গদেশে) বাস করিতেন। যজ্ঞপূত অশ্বের অনুসন্ধানে কপিলের আশ্রমে গমন কালে কুটিলকেশগণ সগরের সৈন্য-শ্রেণীভুক্ত হইয়াছিল এবং সগরবংশ ধ্বংসের পর তাহারা শঙ্খদ্বীপে যাইয়া বাস করে। তথায় দেবনহুষের (Dionysus) সহিত যুদ্ধে পরাভূত ও কালীতট হইতে বিতাড়িত হইয়া তাহারা শঙ্খদ্বীপের অন্তর্ভাগে (Somaliland) পলায়ন করে, এবং তথায় বাস করিতে থাকে। এই দেবনহুষই Dionysus ও কুটিল কেশগণই Gaituli জাতি। Africa শঙ্খদ্বীপ ও Nileই কালী নদী। ইহার প্রমাণ মিশরীয় কবি Nounus (412 A.D. author of the Dionysiaca—History of Bacchaus or Dionysus) ও বিখ্যাত গ্রীক পণ্ডিত Philostratus। Philostratus (190 A. D.) তাঁহার ভারত ভ্রমণকালে ব্রাহ্মণ প্রধান যাস্কের (Iarchas) নিকট শ্রবণ করেন, They resided, formerly in the country under the dominion of a king named Ganges (গাঙ্গেয়); during whose reign the gods took particular care of them......but having slain their King, they were considered by other Indians as defiled and abominable······Their soverign, a son of the River Ganges (গাঙ্গেয়) was near ten cubits high and a most majestic personage, that ever appeared in the form of man: under him they left India and migrated to Sanchadwip."*†

* তাহারা (কুটিলকেশগণ) রাজা গাঙ্গেয়র রাজত্বে বাস করিত। গাঙ্গেয়র

হিন্দুর ভূগোল লইয়া কেহ আলোচনা করেন না। পুরাণের মধ্যে হিন্দু সভ্যতার কত গুপ্ত রহস্য যে লুকায়িত রহিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। আমরা নিজেরা চেষ্টা না করিলেও বিদেশীয় পণ্ডিতদের চেষ্টায় এবং নানা দেশীয় পরিব্রাজকদের ডাইরী হইতে বহু সত্য বাহির হইয়া পড়িতেছে। ভিনিসের বিখ্যাত পর্য্যটক মার্কো পোলো (Marco Polo) স্থল ও জল পথে প্রায় সমগ্র এসিয়া মহাদেশ ভ্রমণ করেন। তিনি সমগ্র ভারতকে দুইভাগে বিভক্ত করেন; বৃহৎ ভারত (Greater India) ও ক্ষুদ্র ভারত (Lesser India)। খাস ভারতকেই ইনি বৃহৎ ভারত বলিয়াছেন এবং ভারতের বহির্দ্দেশ সকলকে তিনি ক্ষুদ্র ভারত আখ্যা দিয়াছেন। হাবসি দেশকে (Abyssinia) মধ্য ভারত বলিয়াছেন। তাঁহার পুস্তক হইতে বোধ হয় যে ভারতবর্ষ বলিতে মাদাগাসকার (Madagascar) হইতে বলী, সুমাত্রা দ্বীপ, এবং উত্তর পশ্চিমে চীনের ইউনান প্রদেশও ইহার অন্তর্গত ছিল। মার্কোপোলো যে ভারত বহির্দ্দেশ সকলকে

রাজত্বকালে দেবতাগণ তাহাদিগের প্রতি অত্যন্ত দয়াপরবশ ছিলেন। * * * কিন্তু তাহারা নিজেদের রাজাকে হত্যা করার জন্য অন্যান্য ভারতবাসী তাহাদিগকে অত্যন্ত ঘৃণিত এবং পাপী বলিয়া বিবেচনা করিতেন। তাহাদের রাজা গাঙ্গেয় পুত্র দীর্ঘে প্রায় ১০ দশ হস্ত পরিমিত ছিলেন এবং তাহার ন্যায় সুপুরুষ এবং ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন ব্যক্তি আর কখনও দেখা যাইবে কিনা সন্দেহ। তাঁহারই অধিনায়কত্বে তাহারা ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া শঙ্খদ্বীপে গমনপূর্ব্বক বসবাস করে।

† (ভারতবর্ষ—বৈশাখ—১৩২৪—৭১৩ পৃঃ)।

ক্ষুদ্র ভারত আখ্যা দিয়াছেন তাহার কারণ বোধ হয় উহারা বাণিজ্য, দর্শন, বিজ্ঞানাদি শিক্ষা সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে ভারতের অধীন ছিল।

নিম্নোদ্ধৃত অংশ পাঠ করিলে মিশরদেশ যে পুরাকালে ভারতবাসীর নিকট পরিচিত ছিল তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে। "তৎপরে পুরাণ হইতে নীল নদীর নিম্নোক্ত প্রকার বর্ণনা সংগৃহীত হইয়াছে। পবিত্রসলিলা কালী বা কৃষ্ণা নদী (অথবা নীলা) অমর হ্রদ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এই অমর হ্রদ অজগর ও শীতান্ত পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী শর্ম্মস্থান নামক দেশে অবস্থিত। অজগব ও শীতান্ত সোমগিরি নামক পর্ব্বতের অংশ। সোমগিরির চতুষ্পার্শ্বস্থ স্থানকে চন্দ্রস্থান (Moon land) আধুনিক Somaliland বলে। কৃষ্ণানদী বর্ব্বর দেশের মধ্যদিয়া প্রবাহিত হইয়া তপস্যারণ্যে প্রবেশ করিতেছে এবং তৎপরে কুশদ্বীপস্থ মিশ্রদেশের মধ্য দিয়া শঙ্খঅব্দি বা শঙ্খসাগরে পতিত হইতেছে। হিন্দু ভৌগোলিকের মতে পৃথিবীর সুমেরু ও কুমেরু নামক দুই প্রধান বিভাগ—সুমেরু বর্ত্তমান সমরকন্দ। ইহা আবার নানা দ্বীপ ও উপদ্বীপে বিভক্ত। পুরাতন ভূগোলে দেশের বিবরণের মধ্যে নদী, হ্রদ, পর্ব্বতাদির নাম এবং জলবায়ু ও ফল ফুল সম্বন্ধে :সংক্ষিপ্ত কথা লিখিত আছে। এই সকল বিষয়ের আলোচনা করিয়া উইলফোর্ড বলেন নানা প্রকার প্রমাণ ও পুরাণোক্ত বিবরণের সাহায্যে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে "কুশদ্বীপ" নীল নদীর মোহানা এবং ভূমধ্যসাগবের পূর্ব্বসীমা হইতে ভারতবর্ষের প্রান্তস্থিত সিরহিন্দ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আবার হিন্দুরা যে স্থানকে কুশদ্বীপের প্রান্তভাগ বলিয়া অভিহিত করিতেন সেই

স্থানের বর্ণনা পাঠ করিয়া উইলফোর্ড বর্তমান আবিসিনিয়া ও ইথিওপিয়াই সেই স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

এক্ষণে পুরাণোক্ত এই বর্ণনা যে প্রকৃত নীল নদীরই তাহা প্রমাণের সাহায্যে দেখান যাইতেছে।—

১। কালী বা কৃষ্ণা এবং নীল নদী একই; কারণ শৈশবরত্নাকর নামক গ্রন্থে একটি গল্পে বর্ব্বর দেশ ও অর্ব্বস্থান (আরব) প্রভৃতির সহিত নীলা নদীর নামোল্লেখ আছে। কালী বা কৃষ্ণা বর্ব্বরদেশ ও মিশ্রদেশ দিয়া প্রবাহিতা। সুতরাং কৃষ্ণা বা নীলা একই নদী।

২। ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বলেন যে "মিশ্র" ইজিপ্টেরই বহু পুরাতন নাম। মিশ্রদেশের প্রস্তুত মিষ্টান্নের নাম মিশ্রী বা মিছরী, এবং মিশ্র দেশের আধুনিক নাম মিশর। ইজিপ্ট দেশের লেখমালা হইতে জানিতে পারা যায় যে ঐ দেশেরই এক সম্প্রদায় লোক বর্ব্বর নামে অভিহিত হইত। সেই দেশকে এখনো বর্ব্বর বলে। "কুশ" আবিসিনিয়ার প্রাচীন নাম। সুতরাং বর্ত্তমান ভূগোলের ইজিপ্ট দিয়া প্রবাহিতা নীল নদী পুরাতন ভূগোলের মিশ্র বা বর্ব্বর দেশ দিয়া প্রবাহিতা কৃষ্ণা বা নীলা একই নদী। ভাষাতত্ত্বের প্রমাণের দ্বারা উইলফোর্ডের কথার যথার্থ্য প্রমাণিত হয়।

৩। পুরাণ ঐ সকল দেশের লোককে "কুটিলকেশ", "শ্যামমুখ" বর্ব্বর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে এইরূপ আকৃতির লোকেই এখনও ঐ দেশে বাস করে। আবিসিনিয়ার লোকেরা পরবর্ত্তীকালে হাবসী বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল।

১৮৬২ খৃঃ স্পিক (Speak) নীলনদীর উৎপত্তি স্থান পুনরাবিষ্কার করেন। স্পিকের আবিষ্কার বিবরণ হইতেই আমরা উইলফোর্ডের

কথায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ প্রাপ্ত হই। শুদ্ধ তাহাই নহে, কেবলমাত্র হিন্দুরাই যে নীলনদীর উৎপত্তি স্থান আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন স্পিকের কথায় তাহাও স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়।

৪। নীল নদীর উৎপত্তি স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া-শঙ্খসাগরসঙ্গম (Mediterranean Sea) পর্য্যন্ত সমস্ত দেশের পুরাণে যেরূপ বর্ণনা আছে, উইলফোর্ড নিজ প্রবন্ধে তাহা উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং সেই বর্ণনার উপর নির্ভর করিয়া তিনি নীল নদীর ও তন্নিকটস্থ দেশের একখানি মানচিত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন। নদীর এই বিস্তৃত বিবরণ ও মানচিত্রখানি ১৮৬০ খৃঃ স্পিকের নিজের নিকট ছিল। এ সম্বন্ধে তিনি বলেন নীল নদী ও সোমগিরির (Mountains of th Moone) মানচিত্র সম্বলিত একটি প্রবন্ধ আমি কর্ণেল রিগবির নিকট প্রাপ্ত হই। হিন্দুদিগের পুরাণ হইতে তথ্য সংগ্রহ করিয়া লেফ্‌টেনেণ্ট উইলফোর্ড এই প্রবন্ধটি রচনা করিয়াছিলেন। হিন্দুরাই নীল নদীর উৎপত্তি স্থানকে অমর নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। ভিক্টোরিয়া নিয়াঞ্জা নামক উত্তর পূর্ব্ব দিকস্থ দেশ আজও অমর নামে অভিহিত হয়।

উইলফোর্ডের বিবরণ অনুসারে স্পিক সোমগিরির (আধুনিক ইংরাজী নাম Mountains of tho Moon) নিকট উপস্থিত হইয়া একটি হ্রদের অনুসন্ধান ও আবিষ্কার করিয়াছিলেন। নীল নদী ঐ হ্রদ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। স্পিক ঐ অমর হ্রদ আবিষ্কার করিয়া অমর হইয়াছেন। তিনি ঐ হ্রদের নাম মহারাণী ভিক্টোরিয়ার নামে ভিক্টোরিয়া নিয়াঞ্জা রাখিয়াছিলেন, এবং ঐ হ্রদ এখন নূতন আবিষ্কারকের প্রদত্ত আধুনিক নামেই সমধিক পরিচিত হইতেছে। ঐ হ্রদের সন্নিকটস্থ স্থান কিন্তু আজিও হিন্দুদের প্রদত্ত অমর নামেই

অভিহিত হয়। তথাকার অধিবাসীবৃন্দ আজও সোমগিরিকে দেশীয় ভাষায় সোমগিরি নামেই অভিহিত করিয়া থাকে।" *

শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার দত্ত মহাশয় তাঁহার ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ে লিখিয়াছেন, "পূর্ব্বকালে লিঙ্গ উপাসনা কেবল ভারতবর্ষের মধ্যে বদ্ধ ছিল না। এখনকার প্রায় অষ্টাদশ শত ক্রোশ পশ্চিমে মিশর দেশে অসীরিস নামক প্রধান দেবের লিঙ্গপূজা বাহুল্যরূপে প্রচলিত ছিল। এই অসীরিস ও তদীয়-ভার্য্যা আইসীস দেবীর সহিত শিব ও শক্তির বিবিধ বিষয়ে ঐক্য দেখা যায়। ভগবতী যেমন বিশ্বরূপা, আইসীস দেবীও সেইরূপ পৃথিবীরূপা। তন্ত্রোক্ত শক্তি-যন্ত্র যেমন ত্রিকোণাকৃতি, সেইরূপ ত্রিকোণ যন্ত্র আইসীস দেবীরও পরিচায়ক ছিল। শিব যেমন সংহার কর্ত্তা, অসীরিস সেইরূপ প্রাণ সংহারক যমস্বরূপ। শিবের বাহন বৃষ যেমন পূজনীয়, অসীরিস দেবের এপিস্ নামক বৃষও তাঁহার অংশ স্বরূপ বলিয়া পূজিত হইত। এইরূপ একটি উপাখ্যান আছে যে বেকস দেব ভারতবর্ষ হইতে দুইটী বৃষকে মিশর দেশে লইয়া যান, তাহারই একটির নাম এপিস! শিব ও অসীরিস উভয় দেবতারই শিরোভূষণ সর্প। শিবের হস্তে যেমন ত্রিশূল অসীরিস দেবের হস্তে সেইরূপ একটি দণ্ড দেখা যায়। মিশর দেশের অসীরিস দেবের অনেক পাষাণময় প্রতিমূর্ত্তিতে শিব পরিহিত ব্যাঘ্র-চর্ম্মের প্রতিরূপ দেখিতে পাওয়া যায় (উইলকিনসের "ইজিপ্টের প্রাচীন অধিবাসী" নামক ইতিহাসের ৩৩ সংখ্যক ছবি)। অসীরিসের একটি প্রিয় বৃক্ষ ছিল

* প্রবাসী—ভাদ্র ১৩২২।

তাহার পত্র শিবপ্রিয় বিল্বপত্রের মত ত্রিভাগে বিভক্ত। কাশীধাম মহাদেবের যেমন প্রধান তীর্থ, মেম্ফিস (Memphis) নগর সেইরূপ অসীরিস দেবের মাহাত্ম্যভূমি বলিয়া পরিগণিত ছিল। দুগ্ধ দিয়া যেমন শিবের অভিষেক করা হয়, ফিলি দ্বীপে অসীরিস দেবের পীঠ স্থানে সেইরূপ প্রতিদিন ৩৬০ পাত্র দুগ্ধ অর্পণ করা হইত। মহাদেবের সহিত অসীরিস দেবের বিভিন্নতা এই যে শিব শ্বেতবর্ণ অসীরিস কৃষ্ণবর্ণ। কিন্তু মহাকাল নামক শিব বিশেষেরও মূর্ত্তি কৃষ্ণবর্ণ। মিশরদেশের স্থানে স্থানে "তও" এইরূপ একটি মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। ইহা এই দেশীয় যোনিলিঙ্গের প্রতিরূপ। ভারতবর্ষীয় শাস্ত্রকারেরা যেমন শিবলিঙ্গকে শিবের সৃজনীশক্তির বিজ্ঞাপক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, মিশরদেশীয় ইতিহাসবিৎ পণ্ডিতেরা অসীরিস দেবের লিঙ্গ পূজার বিষয়েও অবিকল সেইরূপ মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন।" *

গ্রীসদেশেও লিঙ্গ উপাসনার খুব প্রচলন ছিল। পথে পথে মন্দিরে লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত ছিল, খুব উৎসবও চলিত—ফেলি ফেরিয়া নামক বেকস দেবের একটি মহোৎসবও প্রচলিত ছিল।†

রোমক জাতীয়দের মধ্যেও এই উপাসনা দেখিতে পাওয়া যায়। ‡ মিশরদেশীয় সর্ব্বপ্রথম খৃষ্টানেরা লিঙ্গমূর্ত্তির ন্যায় পূর্ব্ববর্ণিত "তও"

* Plutarch's Irisis and Isis.

† (G-A.St John's History of the manners and customs sf ancient Greece Vol.I. P. 411.)

‡ (Todd's Rajasthan Vol. P. 599.)

ধারণ করিতেন। খৃষ্টানদের বহু সমাধি মন্দিরে সেই "তও" মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে।*

মুর তাঁহার ওরিয়্যাণ্টল ফ্রাগমেণ্ট নামক গ্রন্থের একস্থানে লিখিয়াছেন খৃষ্টধর্ম্ম-স্বীকৃত দেশসমূহের মধ্যে একটি অতি প্রাচীন পূজাপদ্ধতির যে শেষাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়—উহাকে ফেলিক, লিঙ্গাইক বা আওনিক যিনি যে নামই দিন না কেন—তৎসম্বন্ধে স্বতন্ত্র এবং বিশদ আলোচনা করা অতি প্রয়োজন। আমি কোন উপাদান বিশেষ হইতে—যাহার আমি উল্লেখ করিতে চাহি না—ঐরূপ একটি পুস্তক সঙ্কলন করিয়াছি। উহাতে আমার নিজস্ব মন্তব্যগুলিতে ঐ উপাসনা পদ্ধতির সহিত হিন্দুদিগের পূজার সাদৃশ্য দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি।

হর গৌরীর উপাসনা শুধু এখানে আবদ্ধ ছিল না। কারণ, দেখিতে পাওয়া যায় স্কন্ধনাভিয়াবাসী জিৎ জাতির মধ্যে শৈবীরাই সর্ব্বাপেক্ষা বলবান। আর্থ (পৃথিবী) ও ঈশীশ ইহাদিগের আরাধ্য দেবতা। পূর্ব্বে ইহাদিগের মধ্যে নরবলি দানের প্রথা প্রচলিত ছিল; আরাধ্যদেবী পৃথিবীর সম্মুখে নরবলি দান করা হইত। ঈশা শব্দে গৌরী এবং ঈশ শব্দে শিব বুঝায়; সুতরাং ঈশীশ শব্দে হরগৌরী বুঝায়। আমরা যেমন হরগৌরীর পূজা করি, জিৎ জাতিরাও সেইরূপ ভক্তি সহকারে ঈশীশের আরাধনা করে। আর্থের রথের বাহন একটি গাভী, শৈবীগণের ধর্ম্ম গ্রন্থে এ কথারও উল্লেখ আছে। হিন্দু শাস্ত্রে গো শব্দে পৃথিবী বা পৃথিবীর প্রতিমূর্ত্তি বুঝায়। সময়ে সময়ে নানা কারণে পৃথিবী গো-রূপ ধারণ করিতেন, পুরাণে ইহাও বর্ণিত

* Wilkinson's .History of the ancient Inhabitants of Egypt Vol. II. P: 283.

আছে। * * * হিন্দুর দেব সেনানী কার্ত্তিকেয়র ন্যায় শক সেনানী বা রণদেবও ষড়ানন বলিয়া অভিহিত হয়। (রাজস্থান—রাজপুত জাতির ইতিবৃত্ত, বসুমতী এডিসন—পৃঃ ৩, ৪)।

এই হরগৌরী উপাসনা ভারতের একেবারে নিজস্ব। কি করিয়া ঐ উপাসনা জগতে ছড়াইয়া পড়ে তাহা অপর প্রবন্ধে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

শিবলিঙ্গ পূজার উৎপত্তি।

"শিবলিঙ্গ পূজার উৎপত্তি অথর্ব্ববেদ সংহিতায় যূপস্তম্ভের প্রসিদ্ধ স্তোত্র হইতে। উক্ত স্তোত্রে অনাদি অনন্ত স্তম্ভের অথবা স্কম্ভের বর্ণনা আছে; এবং উক্ত স্তম্ভই যে ব্রহ্ম, তাহাই প্রতিবাদিত হইয়াছে। যে প্রকার যজ্ঞের অগ্নি, শিখা, ধূম, ভস্ম, সোমলতা ও যজ্ঞকাষ্ঠের বাহক বৃষ, মহাদেবের পিঙ্গ জটা, নীলকণ্ঠ, অঙ্গকান্তি, ও বাহনাদিতে পরিণত হইয়াছে, সেই প্রকার যূপস্কম্ভও শ্রীশঙ্করে লীন হইয়া মহিমান্বিত হইয়াছে।"—বিবেকানন্দ।

পূর্ব্বপ্রবন্ধে দেখান হইয়াছে, ইজিপ্টের আইসিস এবং অসিরিস ধর্ম্মের উপর কিরূপ ভারতীয় হরগৌরী উপাসনার প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছে। এই হরগৌরী উপাসনা যে ভারতেই প্রথম উদ্ভূত হয় তাহা জগতের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ ঋগ্বেদ হইতে দেখাইবার চেষ্টা করিব।

ঋগ্বেদে দেখা যায়, অগ্নি দেবতাই ধীরে ধীরে রুদ্রে এবং শিখা শক্তিতে এবং বেদীই গৌরীপট্টে পরিণত হইয়াছে।

১ মণ্ডল, ২৭ সূক্তের ১০ ঋকে দেখা যায়—

জরাবোধ তদ্বিবিড্ঢি বিশেবিশে যজ্ঞিয়ায়
স্তোমং রুদ্রায় দৃশীকং॥

"হে অগ্নি; তুমি স্তুতি দ্বারা জাগরিত হও; ভিন্ন ভিন্ন যজমানকে (অনুগ্রহ করিয়া) যজ্ঞানুষ্ঠানার্থ যজ্ঞে প্রবেশ কর। তুমি রুদ্র, তোমাকে সুন্দর স্তোত্রে স্তুতি করিতেছি।" যাস্ক ঐ ঋকের বিষয় বলেন— "অগ্নিরপি রুদ্র উচ্যতে।" সায়ন বলেন, "রুদ্রায় ক্রূরায় অগ্নয়ে।"

আবার ১ম, ৩৯ সূক্তের ৪র্থ ঋকে দেখিতে পাওয়া যায়—

নহি বঃ শত্রুর্বিবিদে অধি দ্যবি ন ভূম্যাং রিশাদশঃ।
যুষ্মাকমস্তু তবিষী তনা যুজা রুদ্রাসো নূ চিদাধৃষে॥

"হে শত্রুহিংসক মরুৎগণ! দ্যুলোকে তোমাদিগের শত্রু নাই, পৃথিবীতেও নাই। হে রুদ্রপুত্রগণ! তোমরা একত্রিত হও। শত্রুদিগের ধর্ষনার্থ তোমাদিগের বল শীঘ্র বিস্তৃত হউক।" সায়ন 'রুদ্রাস' অর্থে "রুদ্রপুত্র মরুতঃ" করিয়াছেন। আবার দেখা যায়, রুদ্ ধাতুর অর্থ গর্জ্জন করা হয়। অতএব রুদ্র অর্থে শব্দায়মান ঝড়ের পিতা বজ্র বলিয়াই অনুমিত হয় (Vide Weber's Indische Studien, translated in Muir's Sanskrit Texts, Vol. I See also Max Muller's Origin and Growth of Religion (1818), P. 216.)।

ইহা হইতে বেশ অনুমান করা যায় কিরূপে পৌরাণিক মহাদেবের বীজোদ্গম হইল।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলিয়া লই। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় তাঁহার ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ে লিখিয়াছেন, "বেদবিদ্যা-পারদর্শী সুবিখ্যাত শ্রীমান ম, মুলর বলেন, বৈদিক ঋষিগণ যখন যে দেবতার স্তুতি করেন, তখন তাঁহাকে পরাৎপর পরমেশ্বর বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া যান; উপাসক যখন এক দেবতার উপাসনা করেন, তখন অন্য কোন দেবতা তাঁহার স্মৃতিপথে উপস্থিত থাকে না; ঋগ্বেদের বচনানুসারে ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, অগ্নি প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন দেবতা নন, এক দেবতারই সংজ্ঞামাত্র; অর্থাৎ বেদাবলম্বী হিন্দুরা অন্যান্য জাতির ন্যায় বহু দেববাদী ছিলেন না।

* * * সম্প্রতি ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে ভুবন বিখ্যাত পণ্ডিত শিরোমণি শ্রীমান্ হুইট্‌নিও তাঁহার এই মতের প্রতিবাদ করিয়াছেন। বেদমাত্রাবলম্বী প্রাচীন হিন্দুরা যে এককালে ভিন্ন ভিন্ন দেবতার উপাসনা করিতেন, ঋগ্বেদসংহিতায় তাহার যথেষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান রহিয়াছে। ইন্দ্র ও অগ্নি, ইন্দ্র ও বরুণ, মিত্র ও বরুণ, দ্যৌ ও পৃথিবী, উষা ও রাত্রি প্রভৃতি দুই দুই দেবতার একত্র স্তুতি ঐ সংহিতার অনেক স্থানেই সন্নিবিষ্ট আছে। কেবল দুই দুই দেবতা নয়, নানা স্থানে আদিত্যগণ, মরুৎগণ প্রভৃতি বহু দেবতার একত্র সংযোগ দেখিতে পাওয়া যায়। ফলতঃ উল্লিখিত পূর্ব্বকালীন হিন্দুরা যে বহু দেবতার উপাসক ছিলেন, ইহাতে সন্দেহ নাই।"

হুইট্‌নিওর মতে হিন্দুরা বহু দেবতার উপাসনা করিতেন বলিয়াই যে তাঁহারা বিধাতার অসীমত্ব জানিতেন না, এ কথা কি করিয়া স্বীকার করি। কারণ বেদের প্রায় সকল মণ্ডলেই সেই সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বনিয়ন্তার কল্পনার নিদর্শন পাওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন ১০ম মণ্ডলে প্রথম

অদ্বৈত জ্ঞানোন্মেষের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু অপর মণ্ডলসমূহেও ইহার নিদর্শন পাওয়া যায়। যথা—

তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যংতি সূরয়ঃ।
দিবীব চক্ষুরাততম্॥ ২০॥
তদ্বিপ্রাসো বিপন্যবো জাগৃবাংসঃ সমিংধতে।
বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদম্॥ ২১॥ ১ম॥ ২৪ সূ॥

"আকাশে সর্ব্বতোবিচারী চক্ষু যেরূপ দৃষ্টি করে, বিদ্বানেরা বিষ্ণুর পরমপদ সেইরূপ সর্ব্বদা দৃষ্টি করেন।"

"স্তুতিবাদক ও সদা জাগরূক মেধাবী লোকেরা সেই বিষ্ণুর পরম পদ প্রদীপ্ত করেন।"

ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্যস্মিন্দেবা অধি বিশ্বে নিষেদুঃ।
যস্তন্ন বেদ কিমৃচা করিষ্যতি য ইত্তদ্বিদুস্ত ইমা সমাসতে॥ ৩৯॥
১ম॥ ১৬৪সূ॥

"সকল দেবগণ পরম ব্যোমসদৃশ ঋকের অক্ষরে উপবেশন করিয়াছেন। এ কথা যে না জানে ঋক্ দ্বারা সে কি করিবে? একথা যাহারা জানে তাঁহারা সুখে অবস্থান করে।"

রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব তদস্য রূপং প্রতিচক্ষণায়।
ইংদ্রো মায়াভিঃ পরুরূপ ঈয়তে যুক্তা হ্যস্য হরয়ঃ শতা দশ॥ ১৮॥
৬ম॥৪৭ সূ॥

"সমস্ত দেবগণের প্রতিনিধিভূত এই ইন্দ্র বিবিধ মূর্ত্তি ধারণ করেন এবং সেই সেই রূপ পরিগ্রহ করিয়া তিনি পৃথকভাবে প্রকাশিত হয়েন। তিনি মায়া দ্বারা বিবিধরূপ ধারণ করিয়া যজমানগণের নিকট উপস্থিত হয়েন। কারণ তাঁহার রথে সহস্র অশ্ব যোজিত আছে।"

ইহা ছাড়া

"একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি" ॥ ১ম ॥১৬৪সূ॥৪৬ঋ॥

"অহং রুদ্রেভির্বসুভিঃ" ॥১০ম॥১২৫সূ॥২ঋ॥

প্রভৃতি সকল জন বিদিত বহু মন্ত্র, ঋষিরা বহু দেবতার মধ্য দিয়া সেই এক পর দেবতারই উপাসনা করিতেন—প্রমাণিত করে। বহুদেবতার উপাসনা করিলেই যে সর্ব্বশক্তিমান এক বিভুর জ্ঞান হারাইয়া ফেলিতে হয় তাহারও কোন অর্থ নাই। শঙ্করাচার্য্য, প্রভৃতি আর্য্যগণ সকলেই এক পরব্রহ্মের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন কিন্তু তাহারা আবার সেই আত্ম-দেবতার বহু ভাবঘন মূর্ত্তি সকলও স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। যেমন ছিদ্রের মধ্য দিয়া বৃহৎ আকাশ দেখা যায় সেইরূপ বেদের ঋষিরা ইন্দ্রাদি দেবতার মধ্য দিয়া, এবং পুরাণের ঋষিরা গণেশাদি পঞ্চদেবতার মধ্য দিয়া সেই একই আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন।

আর্য্য ঋষিরা যাহাই শ্রীমান্, বীর্য্যবান দেখিয়াছেন, তাহাতেই পরমদেবতার অধিষ্ঠান চিন্তা করিয়া, তাহারই উপাসনা করিয়াছিলেন। সেই উপাসনারই একটি এই রুদ্র উপাসনা। ইহা হইতেই ক্রমে পৌরাণিক গল্পের অবতারণা হইয়াছে। কিন্তু আধুনিক বৈষ্ণবেরা যেমন মহতাদি তত্ত্ব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে এবং তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গাদির উপর আরোপ করিয়া চতুর্ব্যূহরূপ এক নবভাবের উদ্‌ঘাটন করিয়া দিয়াছেন সেইরূপ বোধ হয় তৎকালীন ঋষিরা হরগৌরী অবতারের উপর বৈদিক তত্ত্ব সকল আরোপিত করিয়া আর এক অপূর্ব্ব পৌরাণিক তত্ত্বের উদ্‌ঘাটন করিয়া দিয়াছেন। পুরাণ বলিতেছেন, মহাদেবের পত্নীর নাম উমা, হৈমবতী দুর্গা, অম্বিকা, দক্ষতনয়া গৌরী, কালী, করালী ইত্যাদি। কিন্তু মণ্ডুকোপ-নিষদেও আমরা অগ্নির সপ্ত জিহ্বার উল্লেখ দেখিতে পাই,—

কালী করালী চ মনোজবা চ
সুলোহিতা যা চ সুধূম্রবর্ণা।
স্ফুলিঙ্গিনী বিশ্বরোচী চ দেবী
লেলায়মানা ইতি সপ্ত জিহ্বা ॥১ম॥২য়॥৪॥

"দুর্গাও অগ্নির একটি নাম মাত্র ছিল" [রমেশ দত্ত]। যখন রুদ্র, পুরাণে সর্ব্বসংহারক কাল হইয়া দাঁড়াইলেন। তখন উপরোক্ত নাম গুলি তাঁহার পত্নী-পদবাচ্য হইয়া দাঁড়াইলেন। বাজসনেয়ী সংহিতায় অম্বিকা রুদ্রের ভগ্নি এরূপ দেখা যায়। কেনোপনিষদে উমা এবং হৈমবতীর উল্লেখ আছে, তিনি তথায় রুদ্রের পত্নী কি না বলা যায় না, কেবলমাত্র তিনি ব্রহ্মের স্বরূপ ইন্দ্রের নিকট ব্যাখা করিতেছেন। আবার ঋগ্বেদে দেখা যায়,—

গৌরীর্মিমায় সলিলানি তক্ষত্যেকপদী দ্বিপদী সা চতুষ্পদী।
অষ্টাপদী নবপদী বভূবুষী সহস্রাক্ষরা পরমে ব্যোমন্ ॥
১ম।১৬৪ সূ ॥৪১ঋ ॥

"(মেঘ গর্জ্জনরূপ) অন্তরীক্ষচারিণী বাক্ বৃষ্টি জল সৃজনকরতঃ শব্দ করিতেছেন। তিনি কখন একপদী, কখন দ্বিপদী, কখন চতুষ্পদী, কখন অষ্টাপদী, কখনও নবপদী হন এবং কখন সহস্রাক্ষর পরিমিত হইয়া অন্তরীক্ষের উপরিভাগে থাকিয়া শব্দ করেন।" মূলে যে "গৌরী" শব্দ আছে, সায়ন তাহার অর্থে বলেন—"মেঘগর্জ্জন, রূপ বাক্ বা শব্দ" অর্থাৎ "রুদ্র বা বজ্র নির্ঘোষ।" আবার দেখা যায়,—

ধিয়া চক্রে বরেণ্যো ভূতানাং গর্ভমা দধে।
দক্ষস্য পিতরং তনা ॥

নি ত্বা দধে বরেণ্যং দক্ষস্যেলা সহস্কৃত।

অগ্নে সুদীতি মুশিজং ॥

৩ম ॥ ২৭ সূ ॥ ৯, ১০ ঋ ॥

"যে অগ্নি কর্ম্মদ্বারা বরণীয়, ভূতসমূহের গর্ভরূপে অবস্থিত, ও পিতাস্বরূপ, দক্ষের তনয়া সেই অগ্নিকে ধারণ করেন।"

"হে বল সম্পাদিত অগ্নি! তুমি উত্তম দীপ্তিযুক্ত, হব্যাভিলাষী ও বরণীয়। তোমাকে দক্ষের (কন্যা) ইলা ধারণ করিতেছে।"

দক্ষ তনয়া অর্থাৎ দেবীরূপা ভূমি। সায়ন ইলা অর্থে "ভূমি" করিয়াছেন। সেই ভূমি অগ্নিকে ধারণ করে অর্থাৎ বেদীতে রুদ্রাগ্নি স্থাপিত হয়। এই মন্ত্রটিই গৌরীপট্ট ও শিবলিঙ্গোৎপত্তির প্রথম নিদর্শন। এদিকে আবার বেদের স্থানে স্থানে রুদ্রের একটি নাম "ভব" পাওয়া যায় (রমেশ দত্ত)। আবার আমাদের শাস্ত্রকারেরা সকল বিষয়েরই কোনও না কোনও কারণ দেখাইতে ভাল বাসিতেন। অগ্নির রুদ্র নাম ধারণের একটি আখ্যায়িকা আছে। তৈত্তিরীয় হইতে সায়ন দেখাইয়াছেন "অসুরদিগের সহিত দেবগণের যুদ্ধের সময় অগ্নি দেবগণের নিহিত অর্থ লইয়াছিলেন, দেবগণ আসিয়া অগ্নির নিকট হইতে সেই অর্থ কাড়িয়া লইলেন। অগ্নি রোদন করিলেন, সেইজন্য তাঁহার নাম "রুদ্র" হইল। পুরাণেও এই গল্পের অনুরূপ গল্প দৃষ্ট হয়।

ইমা রুদ্রায় তবসে কপর্দিনে ক্ষমদ্বীপায় প্রভরামহে মতীঃ।

যথা শম সদ্দিপদে চতুস্পদে বিশ্বং পুষ্টং গ্রামে অস্মিন্ন নাতুরং ॥

১ম। ১১৪ সূ। ১ শ্লোক।

"মহৎ কপর্দ্দী বীরনাশী রুদ্রকে আমরা মননীয় (স্তুতি সমূহ)

অর্পণ করিতেছি, যেন দ্বিপদ ও চতুষ্পদগণ সুস্থ থাকে, যেন আমাদের এই গ্রামে সকলে পুষ্ট ও রোগশূন্য হইয়া থাকে।”

রুদ্র শব্দের প্রাচীন অর্থ বজ্র এবং রুদ্র অগ্নিরূপবিশেষ ইহা আমরা দেখিয়াছি। সায়ন কপর্দ্দী অর্থে “জটিল” অথবা জটাধারী করিয়াছেন। এখন কৃষ্ণ ধূমপুঞ্জই অগ্নির জটা বলিয়া বোধ হয়। আবার দেখা যায়, বৃষ্ ধাতুর অর্থ বর্ষণ, তাহা হইতে বৃষ শব্দ হইয়াছে। মেঘই বারি বর্ষণ করে এবং মেঘই বজ্রের বাহক। সেইজন্য বৃষ রুদ্রের বাহন কল্পিত হইয়াছে। অপরে বলেন, অগ্নি কাষ্ঠের মধ্যে নিহিত, সেই যজ্ঞ কাষ্ঠ বৃষের পৃষ্ঠে আনয়ন করা হইত, সেই হেতু রুদ্রাগ্নির বাহক বৃষ। এবং যজ্ঞাবশেষ ভস্ম হইতে রুদ্রের বিভূত্যাঙ্গের কল্পনা করা হইয়াছে। স্কন্দপুরাণের আবন্ত্যখণ্ডান্তর্গত বৈশ্বানরোৎপত্তিবর্ণন নামক চতুর্থ অধ্যায়ে এ কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। ভবাগ্নি ব্রহ্মাকে তাঁহার উপযুক্ত স্থানে নির্দ্দেশ করিতে বলেন। ব্রহ্মা সেই অগ্নিকে শিবাগ্নি বলিয়া চিনিতে পারেন নাই, সেইজন্য তিনি তাঁহাকে অন্যান্য অগ্নির ন্যায় সাধারণ স্থান নির্দ্দেশ করেন। তাহাতে রুদ্রাগ্নি অত্যন্ত জ্বালা-মাল বিস্তার করেন। ব্রহ্মা দেখিলেন তাঁহাতে আকার, ইকার, উকার প্রভৃতি অগ্নিও বর্ত্তমান। ব্রহ্মা ভীত হইয়া স্তব করিতে লাগিলেন। তখন কালাগ্নি রুদ্র তাঁহার স্বরূপ দেখাইলেন। ব্রহ্মা বুঝিতে পারিলেন যে এই অগ্নিই রুদ্র।

অপর দিকে দেখা যায়, জগতের দুইটি ধর্ম্ম চিরকাল চলিয়া আসিয়াছে,—একটি পণ্ডিতদের ধর্ম্ম অপরটি সাধারণের। দর্শনবিজ্ঞান-পরিমার্জ্জিত ধর্ম্ম সমাজের অতি অল্পলোকই গ্রহণ করে। পরন্তু ষষ্ঠী, মাকাল, শীতলা, ইতু, দুর্ব্বা প্রভৃতি দেবতা; কবিকঙ্কন চণ্ডী ও দাশুরায়ের পাঁচালীই সাধারণ লোককে শাসন করিতেছে। সেই সকল

দেবতাই তাহাদের ভাগ্যচক্রের বিধাতা এবং সেই সকল শাস্ত্রই তাহাদের বেদ বেদান্ত। পণ্ডিতেরা ঐ গ্রাম্য দেবতাগণকে বিশেষ স্থান না দিলেও এবং সাধারণে পণ্ডিতদের দর্শন বিজ্ঞানাদি না বুঝিলেও, পরস্পরের ধর্ম্ম পরস্পরের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে ছাড়ে না। বহু বেদান্তবাগীশ, বেদান্ত চূড়ামণি "ব্রহ্মসত্যং জগন্মিথ্যা" প্রতিপাদন করিয়া আসিয়াও নদীতটে অশ্বত্থমূলে সিন্দুর লেপিত ভৈরব দেবতার প্রস্তর মূর্ত্তিকে প্রণাম করিতে ছাড়েন না, বা পুত্রকন্যাদের মঙ্গল কামনা করিয়া মাণিক পীরের সীন্নি মানিতে কুণ্ঠিত হন না। শাস্ত্রে না থাকিলেও তারকেশ্বরের মহিমা অনেক দেবতা অপেক্ষা বেশী। অপর দিকে পণ্ডিতের ধর্ম্মের জ্ঞান ও বিজ্ঞানও সাধারণের ধর্ম্মে, পল্লীভাষায় ধীরে ধীরে প্রবেশ করে। উহা হইতেই কীর্ত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীরাম দাসের মহাভারত, কবিকঙ্কনচণ্ডী প্রভৃতির সৃষ্টি হইয়া ধর্ম্ম রাজ্যে এক একটি নবধারার সৃজন করিয়াছে। কিন্তু সংস্কৃত ভাষার চলন না থাকা বশতঃ সেগুলি পুনরায় দেবভাষায় লিখিত হইয়া মহাপুরাণ বা উপপুরাণ বলিয়া পোষিত হইতে পারিতেছে না। এই ব্যাপার শুধু এখন নয় বেদের সময়েও দেখা যায়। ঋগ্বেদাদি পাঠ করিয়া ইহা বিশেষ ভাবে অনুমিত হয় যে, ঋষিগণ প্রচলিত শুদ্ধসত্ত্ব উপাসনা ছাড়া আরও অপরাপর বিসূচিকা, দূর্ব্বাদি নানা দেবদেবীর প্রভাব তৎকালীন আর্য্য ও অনার্য্য ভারতবাসীদের মধ্যে প্রবল মাত্রায় বর্ত্তমান ছিল। এমন কি, ঋগ্বেদেই আমাদের প্রতিপাদ্য দেবতা শিশ্নদেব বর্ত্তমান ছিলেন—তাহার প্রমাণ ঋগ্বেদের ৭ মণ্ডলের ২২ সূক্তে দেখা যায়—

> ন যাতব ইংদ্র জুজুবুর্ণো ন বংদনা শবিষ্ঠ বেদ্যাভিঃ।
> স শর্ধদর্য্যো বিষুণস্য জংতোর্মা শিশ্নদেবা অপি গুর্ঋতিং নঃ॥ ৫॥

"হে ইন্দ্র! রাক্ষসগণ যেন আমাদিগকে হিংসা না করে। হে বলবত্তম ইন্দ্র! রাক্ষসগণ যেন প্রজাগণ হইতে আমাদিগকে না পৃথক করে। স্বামী ইন্দ্র যেন বিষম জন্তুর বধে উৎসাহান্বিত হন। শিশ্ন দেবগণ যেন আমাদিগের যজ্ঞ বিঘ্ন না করেন।" পুনশ্চ ১০ মণ্ডলের ৯৯ সূক্তে,—

স বাজং যাতাপদুষ্পদা যন্তস্বর্ষাতা পরি ষদৎসনিষ্যন্।

অনর্বা যচ্ছতদুরস্য বেদো ঘ্নঞ্ছিশ্নদেবাঁ অভি বর্পসা ভূৎ ॥ ৩॥

"তিনি সুচারু গতিতে গমনপূর্ব্বক যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হন। তিনি সর্ব্ব বস্তুর দাতা, দিতে উদ্যত হইয়া যুদ্ধে অবস্থিত হয়েন। তিনি অবিচলিত ভাবে শতদ্বার বিশিষ্ট শক্রপুরী হইতে ধন অপহরণ করেন এবং শিশ্নদেবগণকে নিজ তেজে পরাভব করেন।"

শ্রদ্ধাস্পদ স্বামী সারদানন্দ তাঁহার 'শক্তি পূজা' নামক গ্রন্থে বলেন, "নিয়ত বর্দ্ধমান 'সুমের' জাতিরই এক ভাগ ক্রমে বাসের জন্য 'সুজলা' 'সুফলা' দেশ বিশেষের অন্বেষণে নির্গত হইয়া স্ত্রীপুংচিহ্নের উপাসনাদি লইয়া ভারতে প্রবেশ করিল। অনেককাল সমৃদ্ধিশালী হইয়া ভারতে বাসের পর উহারই এক শাখা আবার মালাবার উপকূল হইতে নৌযানে মিসরে যাইয়া নীলনদ তীরে অপর এক সুবৃহৎ সাম্রাজ্যের সূচনা করিল।" কিন্তু সুমের জাতির ভারতে আসা সম্বন্ধে কোনও নিদর্শনই পাওয়া যায় না। উপরন্তু তাহারাই যে পূর্ব্ব দেশ হইতে গিয়াছিল এ কথা তাহারা নিজেরাই স্বীকার করে। আবার ঋগ্বেদেই যখন তাহাদের উপাসনার কথা দেখিতে পাওয়া যায় তখন তিনি অপর স্থলে যাহা বলিয়াছেন তাহাই স্থির বলিয়া বোধ হয়। "নারীর বিভূতি বা জায়াভাবের উপাসনা, পাশ্চাত্য বহু প্রাচীন কালে দ্রাবিড় জাতির নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিল। তখন কারণ-প্রিয়, ভুজগভূষিত উক্ষদেব (Bacchus) ও তচ্ছক্তি

ঐশী (Isis) ইউরোপের নানাস্থানে নানাভাবে পূজা পাইতেন।" * *
"প্রাচীন ইউরোপে ধর্ম্মালোক বিস্তারের আর এক কেন্দ্র ছিল—মিশরে। ঐ মিশরও যে ভারতের ধর্ম্মালোকে দীপ্ত হইয়াছিল—এ বিষয়েরও অনেক প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। প্রাচীন মিসরি, মিসরের দক্ষিণ সমুদ্র দিয়া নৌকারোহণে ঐ দেশে প্রথম আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করে—এ কথা মিসরিদের প্রাচীন গ্রন্থে স্পষ্ট উল্লিখিত আছে। মিসরের দক্ষিণে ভারত ভিন্ন অন্য দেশ নাই। আবার দেখিতে পাওয়া যায় দাক্ষিণাত্যের মান্দ্রাজাদি প্রদেশের দ্রাবিড়ির সহিত প্রাচীন মিসরের রং ঢং চেহারা, আচার, ব্যবহার এবং পূজ্য দেবদেবীর বিশেষ সাদৃশ্য বর্ত্তমান—সেই শিবশক্তি পূজা, ষাঁড়ের সম্মান, বাবরি কাটা চুল, ধুতিপরা কাছাহীন, মিস্ কালো রং! কাজেই কে না বলিবে—ঐ দ্রাবিড়িই মিশরে যাইয়া বহুপূর্ব্বে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল?" *

---

* We must not, however, lose sight of the fact that the Aryan language for same reason or another had not become the home tongue of these Dravidians. Evidence in support of this conclusion, curiously enough is forthcoming from an extraneous and unforeseen quarter. A papyrus of the second century A D. was discovered in 1903 at Dreyrhynchus in Egypt containing a Greek farce by an unknown author. The farce is concerned with a Greek lady named Charition, who has been stranded on the coast of a country bordering the Indian ocean. The king of this country addresses his retinue as "chiefs

of the Indians." In some places the same king and his countrymen use their own language especially when Charition has wine served to them to make them drunk. Many stray words have been traced, but so far only two sentences have been read and these have no doubt whatever as to their language having been Canarese. One of the sentences referred to 'his there koucha Madhu. Patrakke haki" which means "having poured a little wine into the cup over separately," The other sentence is 'panamber etti katti madhuvani ber ettuvenu" which means "having taken up the cup separately and having covered (it), I shall take wine separately." From the fact that the Indian language employed in the papyrus is Canarese, it follows that the scene of Charition's adventures is one of the numerous small ports on the western coast of India between Karwar and Mangalore and that Canarase was at least imperfectly understood in that part of Egypt where the farce was composed and acted, for if the Greek audience in Egypt did not understand even a bit of Canarese, the scene of the drinking bout would be denuded of all its humour and would be entirely out of place. There were commercial relations of an intimate nature between Egypt and the west coast of India in the early centuries of the Christian era, and it is not strange if some people of Egypt understood Canarese. To come to our point, the papyrus clearly shows that, in the second century A. D.. Canarese was spoken in Southern India even by

পুনশ্চ মিসর যেমন পাশ্চাত্য সভ্যতা বিস্তারের একটি কেন্দ্র, বাবিল (Babylon) সেইরূপ আর একটি কেন্দ্র। এখানেও যে ভারতীয় সভ্যতার প্রসার হইয়াছিল তাহা তদ্দেশীয় সম্রাটদের বিকৃত সংস্কৃত নাম দেখিয়াই বেশ বোধগম্য হয়। যথা,—অসুর নতশির পাল (Assur-natsir Pal) ইনি বাবিল অসুরদের (Assyrian) প্রথম রাজা, ত্রিগনাথ পালেশ্বর (Tiglath Pileser) ইনি ভারতের কিয়দংশ জয় করেন। সল্মানেশ্বর (Shalmaneser); বলেশ্বর (Belshazzar); নীলগিরিশ্বর (Neriglissar); নবপালেশ্বর (Nabopolassar)—ইনি অসুর বেণীপালের (Assur bani-pal) অধীনে বাবিলের শাসনকর্ত্তা ছিলেন এবং ইহার পুত্রই বিখ্যাত নবচন্দ্রেশ্বর (Nebuchadnezzer)। M. Lenormant অসুর রাজদের সমসাময়িক কতকগুলি ক্রিয়াকাণ্ডা-

---

princes, who most probably were Dravidian by extraction. The Canarase, however, which they spoke, was not pure Canarese, but was strongly tinctured with Aryan words. I have quoted two Canarese sentence from the Greek farce, and you will have seen that they contain the words patra (cup), panam (drink) and Madhu (wine), which are only genuine Aryan vocables as they are to be found in the Vedas. The very fact that even in respect of ordinary affairs relating to drinking we find them using, not words of their home language as we would naturally expect them to do, but words from Aryan vocabulary, indicates what hold the Aryan speech had on their tongue."—Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland. P. 399 ff

স্বক স্তোত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। এই গুলির ঋগ্বেদের সহিত অনেক স্থলে মিল আছে। আবার বৌদ্ধজাতকে বর্ণিত সপ্তভূমিক প্রাসাদের সহিত কালদের (Chaldea) জিগারাটুসের অনেক ঐক্য বিদ্যমান। অত্রস্থ সুমের জাতির মধ্যে পুং স্ত্রী চিহ্নের উপাসনা ও অস্মদ্দেশীয় পুরাণে অসুরদের শিব উপাসনার কথা থাকায় এবং অসুর রাজগণের নামান্ত দেখিয়া তথায় পূর্ণমাত্রায় ভারতীয় শৈবধর্ম্মের প্রভাব বর্ত্তমান ছিল সে বিষয়ে প্রায় এক প্রকার নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না কি?

এখন পূর্ব্বোল্লিখিত পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মতের সহিত শ্রদ্ধাস্পদ স্বামী সারদানন্দের মত যদি পাঠক মিলাইয়া দেখেন তাহা হইলেই ভারতের সহিত মিসরের সম্বন্ধ হৃদয়ঙ্গম হইবে এবং কেন প্রাচীন গ্রীক দর্শনের সহিত হিন্দু দর্শনের এত ঐক্য তাহাও বুঝিতে পারিবেন। পূর্ব্বোল্লিখিত কুটিলকেশগণই বোধ হয় মালাবার উপকূল হইয়া সোমালিল্যাণ্ডে প্রবেশ করে। পরে দেবনহুষ কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া বর্ত্তমান আবিসিনিয়ায় বসবাস করে এবং পরে ইহাদের পুনর্বিস্তারে সমগ্র মিশরদেশ ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে।

বৈদিকী ও ভারতীয় অনার্য্যদের ধর্ম্ম মিলিত হইয়া তান্ত্রিকী পূজার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহাও পূজ্যপাদ স্বামীর গ্রন্থ হইতে বেশ বুঝা যায়। "বৈদিক যুগের বিবাহ প্রথায়, কুমারী কন্যার মাতৃত্বশক্তি বিকাশের অধিকারিণী হইবার প্রথম পরিচয় প্রাপ্তিমাত্র 'গর্ভং ধেহি সিনি বালি', ইত্যাদি মন্ত্রে তাহার 'মাতৃমুখের' পূজাদির বিধান থাকায় স্পষ্ট বুঝা যায় যে, ঐ কাল হইতেই ভারত নারীতে মাতৃপূজা করিয়া আসিতেছে। মাতৃমুখ বা স্ত্রীচিহ্নের বেদোক্ত ঐ পূজা যে দ্রাবিড় জাতির মধ্যগত স্ত্রী চিহ্নের পূজার বা তন্ত্রোল্লিখিত মাতৃমুখের পূজার ন্যায় ছিল না ইহা বুঝিতে

বেশ পারা যায়। উদ্দেশ্যের প্রভেদ দেখিয়াই ঐ কথা অনুমিত হয়। বৈদিকী পূজার উদ্দেশ্য কেবল মাত্র মাতৃত্বশক্তির সম্মান, প্রাচীন দ্রাবিড়ী অনুষ্ঠান সকলের উদ্দেশ্য কেবলমাত্র জায়ার ভিতর দিয়া প্রকাশিত নারীশক্তিরই পূজা ; এবং তান্ত্রিকী পূজার লক্ষ্য, মাতা এবং জায়া উভয় ভাবে প্রকাশিতা নারী শক্তিরই মহিমা প্রচার।"

বৈদিক রুদ্রের সহিত আর্য্য মাতৃশক্তি ও অনার্য্য স্ত্রীশক্তির সম্মিলনে তন্ত্রের উৎপত্তি। যখনই শিবগৃহিণী অপূর্ব্বগুণ-রূপ-সম্পন্না উমার এবং অপরদিকে ঘোরা ব্যাঘ্র চর্ম্ম পরিধানা মুণ্ডমালিনীর চিন্তা করা যায় তখনই ঐ মিলনের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। কেহ কেহ বলেন, তন্ত্র অত্যন্ত আধুনিক, উহা প্রায় খৃষ্টের ৮ম হইতে ১১দশ শতাব্দীর মধ্যে সৃষ্টি হয়। কিন্তু কতকগুলি হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি পাওয়ায় ঐ মত একেবারেই উল্টাইয়া গিয়াছে। জাপানের হরিউজি Horiuzi মঠে মধ্য ভারত হইতে আনীত একখানি তন্ত্র পাওয়া গিয়াছে। উহা চীনদেশীয় পুরোহিত কানশিন Kanshin ৭৫৩ খৃঃ লইয়া যান। ঐ তন্ত্রখানি দেখিয়া বেশ বুঝিতে পারা যায় যে উহা উহার মাতৃভূমিতে আরও দুই শতাব্দী পূর্ব্বে লিখিত হয়। পরে ইহাও অনুমিত হয় যে বৌদ্ধ তন্ত্রের যুগারম্ভ যিশু খৃষ্টের সমসাময়িক। হিন্দু তন্ত্র যে তাহারও বহুপূর্ব্বে ছিল সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই, কারণ বেদই এ বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ। এবং হিন্দু তন্ত্রের বিকৃত অবস্থাই এই বৌদ্ধ তন্ত্র। অবশ্য কোনও কোনও বিষয়ে বৌদ্ধ যুগে উহার বিশেষ উৎকর্ষ সাধিত হয়।

উপনিষদেও তন্ত্রের বিষয় দেখিতে পাওয়া যায়। ছান্দোগ্য অতি প্রাচীন উপনিষদ্। উহার ১ম খণ্ডের, ৭ম অধ্যায়ে, ২য় মন্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় "ভূতবিদ্যাং।" শঙ্কর ইহার অর্থ করিয়াছেন "ভূততন্ত্রং।"

অপরাপর পণ্ডিতে ইহার অর্থ করিয়াছেন "তন্ত্রশাস্ত্রং।" অথর্ব্ববেদীয় নৃসিংহতাপনীয়োপনিষদে তন্ত্রের পূর্ণ লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে মন্ত্ররাজ নারসিংহ অনুষ্টুভ্ প্রসঙ্গে তান্ত্রিক মালামন্ত্রের স্পষ্ট আভাস সূচিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া বৌদ্ধ-যুগ-পূর্ব্ব ও পর অনেক গ্রন্থে তন্ত্র শব্দটি পাওয়া যায়, যথা—

(১) সর্ব্বানুপায়ানর্থ সম্প্রধার্য্য সমুদ্ধরেৎ স্বস্য কুলস্য তন্ত্রং
(ভারত ১৩। ৪৮। ৬)।

(২) দর্শপৌর্ণমাসৌ তু পূর্ব্বং ব্যাখ্যাস্যামস্তন্ত্রস্য তন্ত্রাম্নায়ত্বাৎ
(আশ্ব শ্রৌ ১। ১। ৩)।

(৩) তন্ত্র মঙ্গসংহতিঃ বিধ্যন্ত ইত্যর্থঃ স চাবস্থানাদি সংস্থাজপান্তঃ প্রধানস্য তন্ত্রনাৎ তন্ত্রমিত্যুচ্যতে (কর্ক)।

কিন্তু এসব সূত্র এবং উপনিষদের যুগের কথা। ইহারও পূর্ব্বে তন্ত্রের "শক্তি" ও "কারণ" যে ব্রাহ্মণের "সোম" ও "সহধর্ম্মিনীর" মধ্য দিয়া উঁকি মারে তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। এই সকল আলোচনা করিতে গিয়া পুরাণের দুটী গল্প মনে পড়ে। স্কন্দ পুরাণের কাশীখণ্ডে আছে সুদাস রাজা কাশীতে রাজ্যভার ব্রহ্মার নিকট এই সর্ত্তে গ্রহণ করেন যে শিবকে ঐ স্থল ছাড়িয়া যাইতে হইবে। এদিকে মন্দর পর্ব্বত শিবকে ইচ্ছা করিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন এবং ব্রহ্মার অনুরোধে শিব মন্দর পর্ব্বতে গমন করেন। সুদাস নৃপতি অতি যজ্ঞপ্রিয় ছিলেন। যজ্ঞ বলে বলীয়ান হইয়া প্রজা পালন করিতেন। শিবের আজ্ঞায় বিষ্ণু বৌদ্ধ মত প্রচার করিয়া তাঁহার বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের উচ্ছেদ করেন। তখন সুদাস হীনবীর্য্য হইয়া পড়ায় এবং শিবও পুনরায় কাশীধামে প্রবেশ করেন। এই গল্প ইহাই স্মরণ করাইয়া দেয় যে, বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড এই আগম

শাস্ত্রকে একেবারে ভারত বহির্গত করিয়া দেয়। পরে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রচারের সহিত ইহার পুনরাগমন হইয়াছিল। ভাগবতে আর একটি গল্প আছে যে—নন্দী শিবনিন্দাকারীকে অভিসম্পাত করিলে ভৃগু এই বলিয়া অভিশাপ দিয়াছিলেন যে, যে সকল ব্যক্তি মহাদেবের ব্রতধারণ করিবে তাহারা পাষণ্ডী বলিয়া খ্যাত হইবে। সেই শৌচাচারহীন ও মূঢ়বুদ্ধিদের সুরাই দেববৎ আদরণীয় হইবে। এই গল্পটি হিন্দু তন্ত্র হইতে বৌদ্ধতন্ত্রের উৎপত্তির কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

এখন এই সকল আলোচনা করিয়া বেশ বুঝা যায় যে ব্রাহ্মণের যুগে এই হিন্দু তন্ত্র হর-গৌরী বিষয়ক নানা উপাখ্যান সমন্বিত হইয়া দ্রাবিড়ীদের মধ্য দিয়া জল বা স্থল পথে নানা দেশে প্রচারিত হইয়া পড়ে।

বৈদিক ও বৌদ্ধ ধর্ম্ম

বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ সাহিত্যের প্রসার হওয়ায় অনেকেই আজ কাল ঐ ধর্ম্ম লইয়া বিচারাদি করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই পাশ্চাত্য সুরে সুর মিলাইয়া বলেন যে, বৌদ্ধধর্ম্ম ভুঁইফোড়, অতীত ইতিহাসের সহিত কোনরূপ সম্বন্ধ নাই, বৈদিক ধর্ম্মের গোঁড়ামি এবং পৌরোহিত্যের অত্যাচার চূর্ণ করিবার জন্য শ্রীবুদ্ধদেবের আবির্ভাব —ইহার দর্শন স্বতন্ত্র, ইহার সাধনপ্রণালী স্বতন্ত্র, বিশেষতঃ ইহার সঙ্ঘের সন্ন্যাসী মণ্ডলী জগতে একেবারে নূতন। ইহার প্রমাণস্থলগুলি উদ্ধৃত করা যাউক :—

"In its origin one of the sublimest and most radical of all reactions in favour of the common human rights of individuals against the grinding tyranny of the so-called divine rights of birth and rank. It was the work of a single man who rebelled against the Brahmanic priests in the beginning of the Sixth Century B.C. and by the simplicity and moral power of his teaching brought the Indian people to a complete breach with its own past" —Weber, Indische Streifen, I. p. 130.

"উৎপত্তির দিক্ হইতে তথাকথিত ঈশ্বর প্রদত্ত স্বত্বস্বামিত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত, সামাজিক উচ্চ জন্ম ও উচ্চ পদের অভিভবকারী অত্যাচারের বিরুদ্ধে মানবের যে সাধারণ ব্যক্তিত্ববুদ্ধি মাথা তুলিয়া দাঁড়ায় সেই সকল অতি মহৎ ও সর্ব্বথা সম্পূর্ণ প্রতিক্রিয়াগুলির ইহা অন্যতম। ইহা সেই একজন লোকের কর্ম্ম, যিনি খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রারম্ভে ব্রাহ্মণ-পুরোহিতদিগের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিতে ও স্বীয় সরল ও নীতিগর্ভ শিক্ষার প্রভাবে ভারতীয় জনসঙ্ঘকে তাহাদের অতীত হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করিয়া দাঁড় করাইয়া দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।"

"In the doctrine of Buddha—the Philosophy of the Indians......had broken with results of the history of the Aryans on the Indus and the Ganges, with the development of a thousand years ·...And this doctrine, which annihilated the entire ancient religion and the basis of existing society......rested solely on the dicta of a man

who declared that he had discovered truth by his own power and maintained that every man could find it. That such a doctrine found adherence and ever increasing adherence is a fact—without a parallel in history"—Max Duncker. History of Antiquity Vol. IV. p. 455.

"বুদ্ধ প্রচারিত ধর্ম্মমতের ভারতীয় দর্শন সিন্ধু ও গঙ্গাতীরোদ্ভূত আর্য্যেতিহাস হইতে, সহস্র বৎসরের অনুশীলিত ভাবগুলি হইতে বিচ্ছিন্ন। সমগ্র সনাতন ধর্ম্ম ও তৎসহ তদানীন্তন সমাজভিত্তির মূলোচ্ছেদ করিয়া একমাত্র তাঁহারই কথার উপর ইহা গড়িয়া উঠিল, যিনি ঘোষণা করিলেন যে নিজ শক্তি বলেই তিনি সত্য আবিষ্কারে সক্ষম হইয়াছেন—এবং তাহা সকলেরই অধিগম্য। এই মতবাদ যেরূপে উত্তরোত্তর বিশালভাবে বহুলোকের মনে প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছিল, ইতিহাসে সে ঘটনা অতুলন।"

"The deliverer of a priest-ridden, caste-ridden nation, the courageous reformer and innovator who dared to attempt what doubtless others had long felt, was necessary, namely the breaking down of an intolerable ecclesiastical monopoly by proclaiming absolute free-trade in religious opinions and the abolition of all caste privileges."—Prof. Monier Williams—Indian Wisdom, p. 55.

"পৌরোহিত্যোৎপ্রোথিত বর্ণবিভাগবিধ্বস্ত জাতির পরিত্রাতা, সাহসী সংস্কারক এবং নূতন চিন্তার প্রবর্ত্তক হইয়া যিনি অপরের বহুকালের

আকাঙ্ক্ষাপূর্ণ অভাবটীকে পুরুষকার সহায়ে পূর্ণ করিতে প্রবৃত্ত হইবেন এবং ধর্ম্মমত সম্বন্ধে স্বাধীন চিন্তার দাবী ঘোষণা করিয়া যাজককুলের দুঃসহ অসাধারণ প্রতিপত্তি ও সকল জাতিগত উচ্চাধিকারের প্রতিবিধান করিতে সক্ষম হইবেন এতাদৃশ একজন লোকের প্রয়োজন ঘটিয়াছিল।"

দুই একখানি প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থ, অশোকস্তম্ভ এবং গিরিলিপিগুলির আলোচনা করিলেই এ বিষয়ের যাথার্থ্য নিরূপিত এবং উপরোক্ত পাশ্চাত্য পণ্ডিতমণ্ডলীর মন্তব্যগুলি মিথ্যা কল্পনায় পর্য্যবসিত হইতে পারে। বৌদ্ধ সাহিত্যের প্রবর্ত্তক আলোচকদিগের জানা উচিত যে অশোকস্তম্ভ এবং গিরিলিপিগুলির আবিষ্কারের পরে উল্লিখিত মতগুলির আর কোনও মূল্য নাই। "Robelled against the Brhmanic priest" [ব্রাহ্মণ পুরোহিতদিগের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিল], "annihilated the entire ancient religion" [সমগ্র সনাতন ধর্ম্মের উচ্ছেদ সাধন করিয়াছিল], abolition of all caste priviliges" [সর্ব্বপ্রকার জাত্যাধিকারের বিলোপ সাধন করিয়াছিল], প্রভৃতি কথাগুলির যে কোন সার্থকতা আছে, তাহা বলিয়া বোধ হয় না। অনুশাসনগুলি হইতে কিয়দংশ করিয়া উদ্ধৃত করিলেই বিষয়টী পরিস্ফুট হইবে:—

[ক] "ব্রাহ্মণ এবং শ্রমণদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার"—গির্ণার ৪।

[খ] "ব্রাহ্মণ ও শ্রমণদিগের দর্শন ও দান"—গির্ণার ৮।

[গ] "ব্রাহ্মণ ও শ্রমণদিগকে দান প্রভৃতি কার্য্যকে সাধু কার্য্য বলে" —গির্ণার ৯।

[ঘ] "ব্রাহ্মণ ও শ্রমণদিগকে দান"—গির্ণার ১১।

[ঙ] "দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা সকল সম্প্রদায়ের কি সন্ন্যাসী, কি গৃহস্থ সকলকেই দান ও বিবিধ সম্মানসহকারে সম্বর্দ্ধনা করিয়া থাকেন। সেইরূপ

দান বা পূজা ব্যতীত অন্য দান বা পূজাকে দেবপ্রিয় উৎকৃষ্ট মনে করেন না —যাহাতে সকল সম্প্রদায়ের সার বৃদ্ধি হয়। সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সার বৃদ্ধি বিভিন্ন প্রকারের। কিন্তু তাহার মূলে বাক্য সংযম—কিরূপ? সধর্ম্মীর সম্মান ও পরধর্ম্মীর নিন্দা সামান্য বিষয়ে যেন আদৌ না হয় এবং বিষয় বিশেষে যেন অতি অল্পই হয়। কোনও কোনও কারণে পরধর্ম্মী-দিগেরও পূজা করা কর্ত্তব্য। ইহা দ্বারা সধর্ম্মীদিগের সমুন্নতি হয় ও পরধর্ম্মীদিগের উপকার হয়; এরূপ না করিলে সধর্ম্মীদিগের ক্ষতি হয় ও পরধর্ম্মীদিগের অপকার হয়। যদি কেহ সম্প্রদায়ের প্রতি অনুরক্তিবশতঃ বা সধর্ম্মীদিগের গৌরববর্দ্ধনার্থ সধর্ম্মীদিগের পূজা ও পরধর্ম্মীদিগের নিন্দা করে, সে বিশেষরূপে স্বসম্প্রদায়ের হানি করে। সুতরাং সমবায়ই ভাল। —কিরূপ? সকলে পরস্পরের ধর্ম্ম শ্রবণ করুক এবং উত্তরোত্তর শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করুক। দেবপ্রিয় এইরূপ ইচ্ছা করেন। কিরূপ? সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বীরাই বহু অধ্যয়নসম্পন্ন এবং কল্যাণকর নীতিযুক্ত হউক। যাহারা যে যে ধর্ম্মে অনুরক্ত তাহাদিগকে বলা উচিত যে দেবপ্রিয়ের সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বীদিগের সারবৃদ্ধি যেরূপ আদরণীয়, দান বা পূজা সেরূপ নহে এই নিমিত্ত নানাবিধ ধর্ম্ম মহামাত্র বচভূমিকেরা ও অন্যান্য অনেক রাজ-কর্ম্মচারীগণ ব্যাপৃত আছেন। উহার ফল তত্তদ্‌সম্প্রদায়ের সমৃদ্ধি ও ধর্ম্মের বিকাশ"—গির্ণার ১২।

এই অনুশাসনগুলি পাঠ করিলেই বেশ বুঝা যায় যে, উদ্ধৃত পাশ্চাত্য মতগুলি কতদূর সত্য। পুনশ্চ প্রিয়দর্শী অশোক যে ঐ অনুশাসনগুলি প্রজারঞ্জনের জন্য ক্ষোদিত করিয়াছিলেন এমন কথাও আমরা বলিতে পারি না। কারণ তিনি যে একজন বৌদ্ধসঙ্ঘপরিচালিত গোঁড়া ভক্তিমান রাজা ছিলেন তাহা "ভাবড়া-লিপি" হইতেই বেশ প্রতিপন্ন হয়ঃ—

"প্রিয়দর্শী রাজা, বিঘ্নহীন ও সুখে বিরাজমান মগধদেশীয় সঙ্ঘকে অভিবাদনপূর্ব্বক কহিতেছেন, হে ভদন্তগণ বুদ্ধে, ধর্ম্মে ও সঙ্ঘে আমার কিরূপ ভক্তি ও গৌরব আছে তাহা আপনারা জানেন। হে ভদন্তগণ, ভগবান্ বুদ্ধ যাহা কিছু কহিয়াছেন সকলই সুভাষিত। ভদন্তগণ, কিরূপে আমার দ্বারা এই সদ্ধর্ম্ম চিরস্থায়ী হইবে, তাহা আপনাদিগকে অবগত করান কর্ত্তব্য মনে করি।"

হিন্দুর যেমন "গীতা" বৌদ্ধের তেমনি "ধম্মপদ" ; আবার এই ধম্মপদের আদর্শ অংশের নাম "ব্রাহ্মণ বগ্‌গো"—এই অংশে ব্রাহ্মণকেই আদর্শ করা হইয়াছে। তবে এই ব্রাহ্মণ জাতিগত নয়, গীতার "গুণকর্ম্ম বিভাগশঃ।"

"জটাজুট পরিধান দ্বারা, গোত্র দ্বারা এবং জাতি দ্বারা কেহ ব্রাহ্মণ হয় না, কিন্তু যে ধাম্মিক এবং সত্যবাদী সে শুচি এবং প্রকৃত ব্রাহ্মণ।"

ধম্মপদ, ব্রাহ্মণ বগ্‌গো, ১১।

"ব্রাহ্মণজাতিতে উৎপন্ন হইলে কিম্বা ব্রাহ্মণগর্ভজাত হইলে আমি তাহাকে ব্রাহ্মণ বলি না, কারণ, সে যদি রাগাদি মলে মলিন হয় তাহা হইলে কেবল ভোগবাদী হইবে। কিন্তু সে আসক্তিরহিত এবং নিষ্পাপী হইলে তাহাকে আমি ব্রাহ্মণ বলি।"

"Which annihilated the entire ancient religion and the basis of existing society" (যাহারা সমগ্র সনাতন ধর্ম্মের ও তদানীন্তন সমাজভিত্তির মূলোৎসাদন করিয়াছিল) কথাটি কতদূর সত্য ইহা হইতে বেশ বুঝা যায়। আর "Reaction in favour of the common human rights" (সর্ব্বসাধারণের মানব-ব্যক্তিত্বের স্বপক্ষে প্রতিক্রিয়া),"breaking down of the intolerable ecclesiastical monopoly by proclaiming absolute free trade in religious

opinion" (ধর্ম্মমত সম্বন্ধে স্বাধীন চিন্তার প্রবর্ত্তনে দুঃসহ পৌরোহিত্য-শক্তির অনন্যসাধারণ প্রতিপত্তির উপর হস্তক্ষেপ), প্রভৃতি democratic element (গণতন্ত্রী উপাদনসূচক লক্ষণের কথা) বুদ্ধদেব কখন স্বপ্নেও ভাবেন নাই এবং ইহা ভারতবাসীর প্রকৃতিবিরুদ্ধ। পুনরায় জাতিবিভাগ যদি বৌদ্ধদের নিকট এতই দোষের তবে সিংহলে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রসারের সহিত জাতিবিভাগ দেখিতে পাওয়া যায় কেন?—সংস্কারকেরা একেবারে উহা সমাজ হইতে মুছিয়া ফেলিলেন না কেন? ডাক্তার Kuenen এর মতে বৌদ্ধগণ ইহা তথায় প্রচলন করিয়াছিল কি না তাহাও জিজ্ঞাস্য। শুধু ইহাই নহে, বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থের নানা স্থানে উচ্চ ও নীচ জাতির বিচার দেখিতে পাওয়া যায় এমন কি সকল বুদ্ধই হয় ব্রাহ্মণ না হয় ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ললিতবিস্তরের তৃতীয় অধ্যায়ে শাক্য-বুদ্ধের জন্ম লইয়াই বহু বিচার করা হইয়াছে। "জম্বু ভূভাগের সকল ক্ষত্রিয় রাজবংশগুলির বিষয় তিনি অনুধাবন করিয়া দেখিলেন যে এক নিষ্কলুষ শাক্যবংশ ব্যতীত অপর সকলগুলিই দোষবিশিষ্ট।" কথিত আছে, বুদ্ধদেব নাকি স্ত্রীজাতির হীনত্ব সম্বন্ধেও কটাক্ষ করিয়াছেন এবং নিজের মাতা ও স্ত্রীকে সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক ছিলেন।

দর্শন ও ধর্ম্ম মূলতঃ একই কারণের উপর স্থাপিত। দর্শনের কার্য্য স্বধর্ম্মকে বিচারের দ্বারা স্থাপিত করা। সময় সময় এই দর্শনশাস্ত্র বিদেশের এবং অপর ধর্ম্মীর চিন্তার দ্বারা আক্রান্ত হইয়া অন্যরূপ ধারণ করে। কিন্তু প্রাচীন বৌদ্ধধর্ম্ম ও দর্শনে অপর কোনও বিজাতীয় চিন্তার ছাপ পড়ে নাই। কাজে কাজেই যদি আমরা প্রাচীন বৌদ্ধধর্ম্মের মূলতত্ত্বগুলির সহিত প্রাচীনতর বৈদিকধর্ম্মের তুলনা করি তাহা হইলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে বৈদিক ধর্ম্মের মহান্ তত্ত্বরূপ গঙ্গোত্রী হইতে বৌদ্ধধর্ম্মরূপ আর

একটি নব ধারার উৎপত্তি হইয়াছে। সে ধারা নিজ সঙ্কীর্ণ জাতীয় গণ্ডী অতিক্রম করিয়া সমগ্র জগতের অনুর্ব্বর ভূমি সরস করিয়াছে, অজ্ঞানীর শুষ্ক জিহ্বায় অমৃতধারা ঢালিয়া দিয়াছে। পঞ্চ দুঃখ, কর্ম্মবাদ, শূন্যবাদ, প্রভৃতি অমূল্য মণি বৈদিক ধর্ম্মের খনিতে বহুদিন হইতেই লুক্কায়িত ছিল। শ্রীবুদ্ধদেব পুনরায় তাহাদের আবিষ্কার করিলেন এবং সর্ব্বলোক সমক্ষে নূতন ভাষায়, নূতন ভাবে সেই তত্ত্বের পুনঃপ্রচার করিলেন ; যে দেবতা অরণ্যে গুটিকয়েক লোকের উপাস্য ছিলেন তাঁহাকে নগরের মধ্যে সকলের হৃদয়সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এ কার্য্য ভারতে নূতন নহে। ভারতের ভগবান্ বহুবার মূর্চ্ছাপন্ন এই দেশকে এই ভাবে পুনঃ পুনঃ রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। ইহাই ভারতের একটি অপূর্ব্ব প্রথা, গোঁড়ারা নিজ নিজ সম্প্রদায় বা ইষ্ট লইয়া হিংসাদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া যেরূপ ভাবেই ইচ্ছা শাস্ত্র ও ভাষ্য তৈয়ার করে করুক, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না।

"দুঃখত্রয়াভিঘাতাজ্জিজ্ঞাসা তদবঘাতকে হেতৌ।
দৃষ্টে সাপার্থা চেন্নৈকান্তাত্যন্ততোঽভাবাৎ॥"

—প্রভৃতি হিন্দুদর্শনসূত্রে বৌদ্ধ ধর্ম্মের বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান ও রূপ এই পঞ্চস্কন্ধ দুঃখরূপ বৈরাগ্যের কারণ বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রুতির "যতোবাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" বাক্যই "অনক্ষরস্ত ধর্ম্মস্ত শ্রুতিঃ কা দেশনা চ কা" এই শ্রীবুদ্ধ-বাক্যরূপে প্রকাশিত হইয়াছে।

"ন তত্র সূর্য্যোভাতি ন চন্দ্রতারকম্।
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নি॥" কঠোপনিষদ্।
নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীং নাসীদ্রজো নো ব্যোমা পরো যৎ।
কিমাবরীবঃ কুহকস্য শর্ম্মন্নম্ভঃ কিমাসীদ্গহনং গভীরং॥ ১॥

ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ।
আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ধান্যন্ন পরঃ কিং চ নাস ॥ ২॥
তম আসীত্তমসা গূড়্হমগ্রেঽপ্রকেতং সলিলং সর্ব্বমা ইদং।
তুচ্ছ্যেনাভ পিহিতং যদাসীত্তপসস্তন্মহি না জায়তৈকং ॥ ৩ ॥

ঋগ্বেদ, ১০ মণ্ডল, ১২৯ সূঃ।

"তৎকালে যাহা নাই তাহাও ছিল না, যাহা আছে তাহাও ছিল না ; পৃথিবীও ছিল না, অতি দূরবিস্তার আকার ছিল না। আবরণ করে এমন কি ছিল ? কোথায় কাহার স্থান ছিল ? দুর্গম ও গম্ভীর জল কি তখন ছিল ? তখন মৃত্যুও ছিল না, অমরত্বও ছিল না, রাত্রি ও দিনের প্রভেদ ছিল না। কেবল সেই একমাত্র বস্তুর বায়ুর সহকারিতা ব্যতিরেকে আত্ম মাত্র অবলম্বনে নিশ্বাস-প্রশ্বাসযুক্ত হইয়া জীবিত ছিলেন। তিনি ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। সর্ব্ব প্রথমে অন্ধকারের দ্বারা অন্ধকার আবৃত ছিল। সমস্তই চিহ্নবর্জ্জিত ও চতুর্দ্দিক জলময় ছিল। অবিদ্যমান বস্তু দ্বারা সেই সর্ব্বব্যাপী আচ্ছন্ন ছিলেন। তপস্যার প্রভাবে সেই এক বস্তু জন্মিলেন।"

—প্রভৃতি বৈদিক মন্ত্রের মধ্যেই সেই ভাব দেখিতে পাওয়া যায় যাহা শ্রীবুদ্ধদেব নিজের ভাষায় পুনঃ এইরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। যথা :—

"গম্ভীরমিতি সুভূতে শূন্যতায়া এতদধিবচনম।"
"শূন্যতয়া এতদধিবচনং যদপ্রমেয়মিতি।"
"যে চ সুভূতে শূন্যা অক্ষয়া অপিতে।"
'শূন্যমাধ্যাত্মিকং পশ্য পশ্য শূন্যং বহির্গতম।'
ন বিদ্যতে সোঽপি কশ্চিদ যো ভাবয়তি শূন্যতাম ॥

বৌদ্ধধর্ম্মে শূন্যম্ গম্ভীরম্ প্রভৃতি বাক্যের দ্বারা যে সত্য প্রকাশিত হইয়াছে, হিন্দুধর্ম্মের তাহাই "পূর্ণম্ সৎ" প্রভৃতি শব্দের দ্বারা কথিত হইয়াছে মাত্র।

জাতক গ্রন্থের পুনর্জ্জন্মবাদও শ্রুতিতেই বীজাস্কুকারে কথনও বা স্পষ্ট ভাবে আলোচিত হইয়াছে। কঠোপনিষদে নচিকেতা তৃতীয় বরে বলিতেছেন :—

"যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যেঽস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে।
এতদ বিদ্যামনুশিষ্টস্ত্বয়াঽহং বরাণামেষ বরস্তৃতীয়ঃ।

মৃত মনুষ্য সম্বন্ধে এই যে এক সন্দেহ আছে 'কেহ বলেন' আছে কেহ কেহ বলেন 'নাই' আমি তোমার উপদেশে এই বিষয় জানিতে চাহি ; আমার বরের মধ্যে এইটি তৃতীয় বর।

অসূর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ॥ ঈশ

"আলোকবিহীন অজ্ঞানরূপ অন্ধকারাবৃত লোকসমূহ আছে। যাহারা আত্মঘাতী অর্থাৎ যাহারা অবিদ্যাবশতঃ আত্মাকে অস্বীকার করে, তাহারা এই দেহান্তে সেই সমুদয় লোক গমন করে॥"

বৌদ্ধ ভিক্ষুমণ্ডলী ও নবাবিষ্কৃত ব্যাপার নহে। ইহার অতি ক্ষুদ্র ব্যাপারটি পর্য্যন্ত বৈদিক ধর্ম্মের মধ্যে পাওয়া যায়। অপস্তম্ব এবং গৌতমসূত্র, যাহা মনু অপেক্ষাও পুরাতন বলিয়া কথিত আছে তাহাতে সন্ন্যাসীর সকল কর্ত্তব্য কর্ম্মই পুঙ্খাপুঙ্খরূপে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। "তিনি (সন্ন্যাসী) নিরগ্নি, নির্গৃহ, নিবৃত্ত ও নিরালম্ব হইয়া কালযাপন করিবেন। কেবল প্রতিদিন স্বাধ্যায়ের সময় মন্ত্রোচ্চারণ ব্যতীত অপর সকল সময়ে তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বনে থাকিবেন। জীবনধারণের জন্য যতটুকু প্রয়োজন গ্রাম হইতে

মাত্র ততটুকু ভিক্ষা সংগ্রহপূর্ব্বক ইহামুত্রবিরাগী হইয়া সকল স্থান পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইবেন।"

"সত্য ও মিথ্যা, সুখ ও দুঃখ, বেদের অনুশাসন এবং ইহলোক ও পরলোকসম্বন্ধীয় সকল দ্বন্দ্ব পরিহারপূর্ব্বক তিনি পরমাত্মার সন্ধানে ব্যাপৃত থাকিবেন।"

আবার উভয় ধর্ম্মগ্রন্থসকল পড়িলে ইহাও বোধগম্য হয় যে বৈদিক তপোবন বৌদ্ধবিহারে পরিণত হইয়াছিল। ধর্ম্ম অরণ্য হইতে লোকালয়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং যোগশাস্ত্র ও বহু পূর্ব্ব হইতেই কঠ, শ্বেতাশ্বতর, গীতা প্রভৃতি বৈদিক গ্রন্থে ব্রাহ্মণদের দ্বারা অনুশীলীকৃত হইয়াছিল।

অনেকেই প্রশ্ন করেন, যদি বৈদিকধর্ম্মের সহিত বৌদ্ধধর্ম্মের এতই সম্বন্ধ তবে উহা এখন এত বিজাতীয়, এত বিসদৃশ হইয়া পড়িল কি করিয়া? তাহার উত্তরে আমরা বলি যে প্রচারকের অভাব। শ্রীবুদ্ধ ভারতবর্ষীয় আধ্যাত্মিক সমুদ্রে একটী বিশাল নব তরঙ্গ, শ্রীশঙ্কর আর একটি। প্রথমটী হইতে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচিমালা নিঃসৃত হইয়া ভারতের চতুঃসীমা অতিক্রম করিয়া সমস্ত জগতে আধ্যাত্মিকতার বন্যা লইয়া গিয়াছিল কিন্তু অপরটীর সময় তাহা হয় নাই। বৌদ্ধ ভিক্ষুমণ্ডলী জগতের প্রতি অন্ধকারময় স্থানে শ্রীবুদ্ধদেবের জ্ঞানালোক লইয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু ভারতের যখন পুনরায় নব তরঙ্গের উত্থান হইল তখন সে তরঙ্গ আর স্বদেশের গণ্ডী ছাড়াইয়া অপর পারে পৌঁছিল না। কারণ বাষ্পীয় পোত, তাড়িৎ-বার্ত্তাবহ, সংবাদ পত্র এবং সর্ব্বোপরি প্রচারকের অভাবে বিদেশে ভারতীয় ধর্ম্ম নূতন আকার ধারণ করিতে লাগিল এবং তত্তৎ দেশীয় মনীষীরা তাহার উপর নব যুক্তি ও তথ্যের

আবিষ্কার করিয়া উহাকে মাতৃভূমি হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। অন্ধকারে আলোক অধিকতর উজ্জ্বল দেখায় তাই বিদেশের বুদ্ধ এত উজ্জ্বল। কিন্তু ভারতবাসী তাঁহাকে অসংখ্য মহাপুরুষের মধ্যে আর একখানি আসন পাতিয়া দিল—অসংখ্য আলোকমালার মধ্যে যেন আর একটী আলোক ফুটিয়া উঠিল। ভারতবাসীরা তাঁহাকে পূজা করে—অবতার বলিয়া মানে কিন্তু তাঁহার পথ যে একমাত্র পথ তাহা তাহারা স্বীকার করে না। তাহারা বলে, শ্রীভগবান মানবের অবস্থা বুঝিয়া মানবদেহ ধারণ করিয়া একই সত্য নানা ভাবে প্রচার করিতেছেন। ভারতের ভগবান মানবের তৎকালীন অবস্থা বুঝিয়া শ্রীবুদ্ধ হইয়া আসিয়া ভারত এবং ভারতের সনাতন ধর্ম্মকেই গরীয়ান করিয়াছিলেন মাত্র।

দ্বিতীয় প্রশ্ন উত্থিত হয় যে, শ্রীবুদ্ধদেব যদি হিন্দু সন্ন্যাসীর মতই জীবন কাটাইয়া গিয়া থাকেন তাহা হইলে মাঝে মাঝে তিনি বেদের উপর তীব্র কটাক্ষ করিয়াছেন কেন? তাহার উত্তরে আমরা বলি যে ভারতীয় ধর্ম্মবীরদিগের ধারাই এইরূপ।—তাঁহারা যে মুহূর্ত্তে যাহা সত্য বলিয়া ধারণা করিয়াছেন তৎক্ষণাৎ তাহা মুক্তকণ্ঠে সকলের সমক্ষে ঘোষণা করিয়াছেন। বেদের ক্রিয়াকাণ্ডকে বহুবার এতদ্দেশীয় আস্তিক বা নাস্তিক দার্শনিকেরা আক্রমণ করিয়াছেন। যথা ঋষি যজ্ঞ করিতে আসিয়া হবিঃ হস্তে বলিয়া ফেলিলেন :—

যেন দ্যৌরুগ্রা পৃথিবী চ দৃড়্হা যেন স্বঃ স্তভিতং যেন নাকঃ।
যো অংতরিক্ষে রজসো বিমানঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥

ঋগ্বেদ, ১০ম মণ্ডল, ১২১ সূঃ, ৫ম মন্ত্র।

এখন সায়ন যে ভাবেই ইহার ভাষ্য করেন করুন্ তাহতে কিছু আসিয়া যায় না।

পুনশ্চ মুণ্ডকোপনিষদে আছে—

তস্মৈ স হোবাচ। দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হ স্ম যদ্ ব্রহ্মবিদো বদন্তি পরা চৈবাপরা চ। তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষাকল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি॥ অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে॥ প্রথম মুণ্ডক, ৪, ৫,।

গীতায় আছে—

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতিবাদিনঃ॥ ৪২, ২ অ।
ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জন!
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্॥ ৪৫, ২ অ।

চার্ব্বাক্ দর্শনে আছে—

অগ্নিহোত্রং ত্রয়োবেদাস্ত্রিদণ্ডং ভস্মগুণ্ঠনম্।
বুদ্ধি পৌরুষহীনানাং জীবিকা ধাতুনির্ম্মিতা।

মহানির্ব্বাণতন্ত্রে আছে—

নির্ব্বীর্য্যয়ঃ শ্রৌতজাতীয়া বিষহীনোরগা ইব।
সত্যাদৌসফলা আসন্ কলৌ তে মৃতকা ইব॥

২য় উল্লাস. ১৫ শ্লোক।

যাহা হউক, আমরা এখন বৃদ্ধ Max Muller এর সহিত সমস্বরে বলিতে চাই যে, "বৌদ্ধধর্ম্মের অঙ্কুরোৎপত্তির স্থান উপনিষদের মধ্যেই নিবদ্ধ.। উপনিষদ্প্রোক্ত ধর্ম্মাভিমতগুলিকে চরম বিকাশের পথে

পৌঁছাইয়া দিলে যাহা দাঁড়ায় বৌদ্ধধর্ম্ম যে শুধু তাহারই সমর্থক তাহা নহে পরন্তু—ইহা সেই জ্ঞানোপলব্ধি সহায়ে একটা নূতন সামাজিক শৃঙ্খলারও বিন্যাস করিয়াছে। মতবাদ হিসাবে বেদান্তের যাহা সর্ব্বোচ্চ লক্ষ্য সেই আত্মোপলব্ধিই বৌদ্ধের সম্যকসম্বোধি ছাড়া আর কিছু নহে। আচার অনুষ্ঠানের দিক হইতে সন্ন্যাসী যাহা, ভিক্ষুও তাহাই তবে সে ব্রাহ্মণ বিদ্যার্থীগণের নীরস আত্মসংযমন, ব্রাহ্মণ গৃহস্থকুলের নানা কর্ত্তব্য ভার ও ব্রাহ্মণ প্রব্রজিতগণের নানারূপ কৃচ্ছ্রতাপূর্ণ সাধনার ভার হইতে উন্মুক্ত। সন্ন্যাসীর উচ্চ আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা বৌদ্ধধর্ম্মে সঙ্ঘ অথবা ভ্রাতৃমণ্ডলীর সাধারণ সম্পত্তি—সেই মণ্ডলীর দ্বার, তরুণ কিম্বা বৃদ্ধ, ব্রাহ্মণ কিম্বা শূদ্র, ধনী কিম্বা দরিদ্র, জ্ঞানী অথবা মূর্খ সকলেরই নিকট অবারিত। বস্তুতঃ বৈদিক ভারত ও ত্রিপিটকীয় ভারত সম্পর্কশূন্য নহে—উভয়ের মধ্যে একটা ঐতিহাসিক ক্রমপরম্পরা বর্ত্তমান এবং আপাতদৃষ্টিতে তীব্র বিরোধসমন্বিত যে সকল চূড়ান্ত রকমের পার্থক্য আমরা ইহাদের মধ্যে দেখিতে পাই তাহাদের পরস্পরের সম্বন্ধও উপনিষদের মধ্যে অন্বেষ্টব্য।”

———

গ্রীক ও হিন্দু দর্শন।

——:)*(:——

Did the Hindus do any injury to any nation? What little good they could do, they did for the world. They taught it science, philosophy, religion, and civilised the savage hordes of the earth.

—Vivekananda.

ভারত জগতের আদি শিক্ষাগুরু ইহা প্রায় সকলেই বলিয়া থাকেন। পুরাবৃত্ত ও প্রত্নতত্ত্ব আলোচনার অভ্যুদয়ে এই সত্য দিন দিন দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হইতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে 'আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ এবং আমরা অপদার্থ' এ ঘুমের ঘোরও কাটিতেছে। কিন্তু ভারতের প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করিতে গিয়া মনে হয় এ যেন ঠিক "ঠাকুরমার ঝুলির' রূপকথার আলোচনা করিতেছি। প্রত্যক্ষ প্রমানাদি সত্ত্বেও নিগমনে সন্দেহ উপস্থিত হয়। মনে হয় যাহারা নিজের দেশবাসীকে ঘৃণা করে তাহারা অপরদেশে ভাষা, জ্ঞান ও ধর্ম্মের বিস্তার করিল কি করিয়া? যাহাদের গ্রামের বাহিরে গেলে জাতি-ভ্রষ্ট হইতে হয় তাহারা মেক্সিকো হইতে আলেকজান্দ্রিয়া (Alexendria) পর্য্যন্ত স্বদেশীয়-সভ্যতা প্রচার করিল কি করিয়া? যাহা হউক স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেলেও যেমন বুক দুরু দুরু করে ইহাও অনেকটা সেই প্রকারের। যাহারা স্বজাতির ধর্ম্ম, বেশভূষা ভাষা, আচার ব্যবহার ত্যাগ করিতে প্রস্তুত—যদিও সে ত্যাগের মূল

ব্যভিচার, সে অনুকরণের পরিণাম মৃত্যু—তাহারা হয়ত উক্ত সত্য মানিবে না—তাহারা হয়ত বলিয়া বসিবে, "যে সকল ভারতবাসী ইংরাজের ন্যায় শ্বেতচর্ম্ম ও ইংরাজদিগের আচার ব্যবহার, পরিচ্ছদ ও ভাষা প্রভৃতি অনুকরণ করেন, তাঁহারা স্বভাবতঃ অনেক স্থলেই জীবন-সংগ্রামের হাত এড়াইয়া জেতার প্রাপ্যের টুকরো টাক্‌রা পাইয়া থাকেন। অনুকরণ যত সম্পূর্ণ হইবে, ভারতবাসী জেতা ও বিজিতের মধ্যে জীবন-সংগ্রামের হাত ততই এড়াইতে সক্ষম হইবে। আচার ব্যবহার, পরিচ্ছদ, ভাষা, নাম, ধর্ম্ম এবং সর্ব্বাগ্রে চর্ম্ম, এই সকলে যিনি ইংরাজের যত অনুকরণ করিতে পারিবেন, তিনি তত জীবন-সংগ্রামের অতীত হইয়া সংসারের সুখ সকল উপভোগ করিতে পারিবেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। * * * জীবন সংগ্রামে যে কোন উপায়ে বাঁচা দরকার। বাঁচিতে গেলেই দুর্ব্বলের পক্ষে সবলের অনুকরণ আবশ্যক।" এ মীমাংসার মর্ম্ম অবধারণ করিতে আমরা একেবারেই অসমর্থ। আমরা বুঝি অনুকরণ মানে আত্মহত্যা। ইহাতে আত্মশক্তির মূলোচ্ছেদই হয়, বিকাশ হয় না। কিন্তু ইহাও সত্য যে কোন একটী জাতির মধ্যে সমস্ত সত্য ও উচ্চাদর্শগুলি নিহিত নাই। সেইজন্য জাতীয় জীবনের পুষ্টিসাধন করিতে হইলে অপরাপর জাতিসকলের গুণগুলিও গ্রহণ করা প্রয়োজন। কিন্তু অনুকরণ করিলে গুণ গ্রহণ করা হয় না। উহাদিগকে স্বায়ত্তীভূত করিয়া লইয়া একেবারে নিজেদের করিয়া লইয়া সমাজে এবং ব্যক্তিগত জীবনে প্রতিফলিত করিতে হইবে। ঐরূপ করিতে পারিলে শুধু সমকক্ষত্ব কেন শ্রেষ্ঠত্ব লাভ হয়। টুক্‌রোটাক্‌রা লোভী অনুকরণেচ্ছুগণ যদি ভারতের অতীত ইতিহাস আলোচনা করেন তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যেরূপ মৌলিকতাপ্রিয় ছিলেন, তেমনই তাঁহাদের বিশাল

হৃদয় জ্ঞান ও বিজ্ঞানের রাজ্যে অপরের গুণ-গ্রহণেও সর্ব্বদা উন্মুক্ত থাকিত। তাঁহাদের এই স্বায়ত্তীভূত করিবার গুণ ছিল বলিয়াই তাঁহারা একসময়ে সমগ্র জগতের জ্ঞান-বর্ত্তিকা ধারণে সমর্থ হইয়াছিলেন।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের আদান প্রদান যে শুধু উনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীতেই চলিতেছে তাহা নয়। যীশুখৃষ্ট জন্মাইবার বহুপূর্ব্ব এবং পরবর্ত্তী শতাব্দীতেও ভারতবাসীর সহিত তাৎকালীন সভ্যসমাজের যে খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল সে বিষয়ে বহুপ্রমাণ পাওয়া যায়। এই আদান প্রদানের ধারা এবং ঐ ধারায় ভারতবর্ষের স্থান নির্দ্দেশ করাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

গর্গ সংহিতায় গর্গঋষি যবনদের জ্যোতির্বিৎ পণ্ডিত বলিয়া প্রশংসা করিতেছেন।

ম্লেচ্ছাহি যবনাস্তেষু সম্যক্ শাস্ত্রমিদং স্থিতম্।
ঋষিবত্তেঽপি পূজ্যন্তে কিং পুনর্দ্দৈববিদ্ দ্বিজঃ॥

এতদ্ব্যতীত গার্গ্যের সহিতও যে যবনদিগের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল তাহাও বিষ্ণু পুরাণে বর্ণিত আছে। যবনদিগের সাহায্যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বিপন্ন করিবার চেষ্টা তিনি যথেষ্ট করিয়াছিলেন (বিষ্ণুপুরাণ, ৫ম অংশ, ২৩ অধ্যায় ১—৫)। যাঁহারা প্রাচীন ইতিবৃত্ত আলোচনা করেন তাঁহারাই অবগত আছেন যে গ্রীকেরাই এই জ্যোতিষজ্ঞ যবন। অস্মদ্দেশীয় ও বিদেশীয় গ্রন্থে এতদ্ সম্বন্ধে বহু প্রমাণ আছে। বৃহৎ সংহিতা,পুলিশ সিদ্ধান্ত,রোমক সিদ্ধান্ত ও মণিত্থ নামে গ্রন্থ ও ঐ নামধেয় গ্রীক গ্রন্থকারের নাম; দিন গণনারম্ভ প্রসঙ্গে যবনপুর নামে একটি নগরের নাম; বরাহমিহিরকৃত বৃহৎ সংহিতায় ছত্রিশটি গ্রীক শব্দের সন্নিবেশ, যথা, ক্রিয়, ভাস্থুরি, জিতুম, হেলি, হিম্ন, কোন, হোরা, কেন্দ্র, দ্রেক্কাণ, লিপ্তা, অনফা, সুনফা ইত্যাদি; বাদরায়ণ

কৃত বলিয়া প্রসিদ্ধ একখানি জাতকে আপোক্লিম,পনফর প্রভৃতি কতকগুলি গ্রীক শব্দের বিদ্যমানতা; বহু প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে রাশিচক্রের প্রসঙ্গহীনতা পরন্তু বরাহমিহির কৃত একখানি গ্রন্থের নামের অর্দ্ধাংশে গ্রীক ভাষা থাকায় এবং একখানি জ্যোতিষশাস্ত্রের নামে গ্রীক হোরা শব্দের প্রয়োগ এবং উক্ত শাস্ত্রে গ্রহ ও রাশি সমুদয়ের গ্রীকনাম ব্যবহার; গ্রহগণের সংস্কৃত নামের সহিত গ্রীকনাম ব্যবহার এবং রাশিগণের গ্রীকনাম সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ করা এই সকল কারণে গ্রীকেরা যে লিখিয়া গিয়াছেন হিন্দুরা তাহাদের শাস্ত্রে বিশেষ শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন ও উচ্চশ্রেণীস্থ ব্যক্তিরা উহা শিক্ষা করিয়া থাকেন তাহা সত্য বলিয়াই প্রমাণিত হয়।*

পূর্ব্বোক্ত প্রসঙ্গ পাঠ করিয়া কেহ যেন মনে না করেন ভারতবর্ষে ইতিপূর্ব্বে জ্যোতিষশাস্ত্রের আলোচনা ছিল না। বহুপূর্ব্ব হইতেই এদেশে জ্যোতিষশাস্ত্রের বিশেষ আলোচনা ছিল (বেদ প্রভৃতি অতি প্রাচীন গ্রন্থ সকল ইহার প্রমাণ)। পরে গ্রীক-যবনদের সহিত আদানপ্রদানে ইহার সমধিক পুষ্টি সাধিত হয়; এবং তাহারই ফলে এদেশে আর্য্যভট্ট এবং ভাস্করাচার্য্যের ন্যায় মনীষী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারাই জগতে সর্ব্বপ্রথমে প্রচার করেন যে, পৃথিবী গোলাকার, উহা মেরুদণ্ডের উপর আবর্ত্তন করায় দিবা রাত্র হয় এবং পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণশক্তি আছে। এই সকল তত্ত্বের আজ কাল আরও উন্নতি করিয়া পাশ্চাত্য-বিজ্ঞান জগতের অশেষ কল্যাণ করিয়াছেন।

চতুর্থ শতাব্দীর প্রারম্ভে উসিবিয়াস (Euseibius) তাঁহার গ্রন্থের

* (Kern's Preface to Brihat Samhita of Varahamihir pp. 28, 29, 48, 51, 54 Weber's History of Indian Literature.)

একস্থলে লিখিয়াছেন "ভারতবাসী ও ব্যাকট্রিয়াবাসিগণের মধ্যে বহু সহস্র ব্রাহ্মণ আছেন।"* ম্যাক্সমূলার ইহার প্রতিবাদে লিখিতেছেন, "ব্যাকট্রিয়ায় যে ব্রাহ্মণ বাসের কথা লিখিত হইয়াছে উহাতে বৌদ্ধগণকেই বুঝাইতেছে, কারণ, গোঁড়া ব্রাহ্মণগণের নিজেদের দেশ ছাড়িয়া অপর দেশে যাওয়া স্বভাবই ছিল না এবং বৌদ্ধগণকেও ব্রাহ্মণের পদবীসমূহ সম্মানের চিহ্নস্বরূপ গ্রহণ করিতে দেখা যায়।" ধর্ম্মপদ প্রভৃতি বৌদ্ধগ্রন্থে প্রকৃত ব্রাহ্মণকে খুব উচ্চ আসন দেওয়া হইয়াছে বটে কিন্তু কোন বৌদ্ধ কি নিজেকে ব্রাহ্মণ বলিয়া প্রচার করিয়াছেন? কিন্তু রেভারেণ্ড জন মরেস (Morres) তাঁহার গ্রন্থে† উসিবিয়াসের গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন প্লেটো ব্রাহ্মণদিগের শিষ্য ছিলেন এবং সক্রেটীস একজন ভারতবাসীর নিকট হইতে 'যদি আধ্যাত্মিক সত্য না জানা যায় তাহা হইলে জাগতিক সত্যের কিছুই জানা যায় না' এই সত্য শিক্ষা করিয়াছিলেন। উসিবিয়াসের এই উক্তির আলোচনা করিতে যাইয়া ম্যাক্সমূলার নিজেই লিখিয়াছেন, 'উসিবিয়াস, এরিষ্টক্লিস লিখিত প্লেটো-দর্শন হইতে দেখাইয়াছেন, এরিষ্টটল শিষ্য এরিষ্টোজেনিস বলিতেছেন, এক জন ভারতীয় দার্শনিক এথেন্সে আসেন এবং তাঁহার সহিত সক্রেটীসের কথাবার্ত্তা হয়। উক্ত কথাবার্ত্তার সময় সক্রেটীস বলেন মানুষের জীবন সম্বন্ধে অনুসন্ধান করাই তাঁহার দর্শন, তাহাতে ভারতীয় দার্শনিকটি হাসিয়া উত্তর দেন, আধ্যাত্মিক সত্য জানিতে না পারিলে আধিভৌতিক সত্য জানা যায় না। প্রত্যুত্তরটী এরূপ ভারতবর্ষীয় ভাবাপন্ন যে উহাই

---

* Prop. Ev., vii, 10.

† Notes on the 1st dialogue on the "Conversion of learned and Philosophic Hindus".

ভারতবর্ষের দার্শনিকের এথেন্স-আগমন ব্যাপারটী সত্য বলিয়া প্রতীয়মান করাইয়া দেয়। *

ভৃগুকচ্ছ (Broach) নিবাসীর এথেন্সে অগ্নিপ্রবেশ প্রভৃতি উপাখ্যান হইতে এবং ম্যাক্সমূলারেরই স্বীয় মন্তব্য হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে ভারতীয় ব্রাহ্মণগণ দেশ ছাড়িয়া এমন কি সুদূর গ্রীসদেশে পর্য্যন্ত গমন করিতেন—এরূপ ক্ষেত্রে উসিবিয়াস কথিত ব্যাকট্রিয়াবাসী ব্রাহ্মণগণ বৌদ্ধ ছিলেন কি ব্রাহ্মণ ছিলেন পাঠকেরা নিজেরাই বিচার করি-

* "Euseibius (Pre. Ev., xi, 3) quotes a work on Platonic philosophy by Aristocles, who states there on the authority of Aristoxenes, a pupil of Aristotle, that an Indian philosopher came to Athens, and had a discussion with Socrates. There is nothing in this to excite our suspicion, and what makes the statement of Aristoxenes more plausible in the observation itself which this Indian philosopher is said to have made to Socrates. For when Socrates had told him that his philosophy consisted in inquiries about the life of man the Indian philosopher is said to have smiled and to have replied that no one could understand things human who did not understand things divine. Now this is a remark so thoroughly Indian that it leaves on my mind the impression of being possibly genuine."—(Theosophy or Psychological Religious Lecture).

বেন। তবে ব্রাহ্মণেরা যেমন এই সকল দেশে যাতায়াত করিতেন, বৌদ্ধেরাও পরবর্ত্তী সময়ে তাঁহাদের প্রতিপত্তি ঐ সকল দেশে যথেষ্ট বিস্তার করেন। এ সকল বিষয় Essene এবং Therapeuts দের প্রসঙ্গে লিখিত হইবে। উসিবিয়াস কথিত ভারতীয় দার্শনিকেরা যে বৌদ্ধ নয় তাহার প্রমাণ সক্রেটীস, প্লেটো, বুদ্ধ এবং অশোকের তারিখ-গুলি। সক্রেটীস খৃষ্টপূর্ব্ব 8৭০ ও প্লেটো ৪২৯ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন; আর শ্রীবুদ্ধ প্রায় খৃষ্টপূর্ব্ব ৪৭৮ খৃষ্টাব্দে দেহ ত্যাগ করেন।

অতএব এত অল্প সময়ের মধ্যে যে বৌদ্ধপ্রচারকেরা গ্রীস পর্য্যন্ত পৌছিয়াছিলেন তাহা সম্ভবপর নহে।

সম্রাট প্রিয়দর্শী অশোকের পূর্ব্বে যে কোনও বৌদ্ধ গান্ধার কিম্বা বহ্লিক (Balkh) দেশ পার হইয়াছেন ইহা বোধ হয় না। অশোক ২৬০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে রাজা হন। অতএব বৌদ্ধগণ উহার পরে ঐ সকল দেশে অভিযান আরম্ভ করেন। তাঁহাদের পূর্ব্বে ব্রাহ্মণেরাই শিক্ষা, প্রচার ও অন্যান্য কার্য্যব্যপদেশ ঐ সকল দেশে গমনাগমন করিতেন ইহাই প্রমাণিত হয়।

সক্রেটীস ও প্লেটোর পূর্ব্ববর্ত্তী দার্শনিক পিথাগোরাস, তাঁহারা সম-সাময়িক ডিমক্রিটাস এবং পরবর্ত্তী এরিষ্টটলও পরোক্ষ বা অপরোক্ষভাবে হিন্দু দর্শনের সহিত পরিচয় লাভ করিয়াছেন—তাহার প্রমাণ যথেষ্ট পাওয়া যায়। গ্রীকদর্শন পাঠের সময় মনে হয় যে ভারতীয় দর্শনই একটু অদল বদল করিয়া বিভিন্ন ভাষায় পড়িতেছি। প্রাচীন গ্রীকদিগের মধ্যে বরাবর একটী প্রবাদ চলিয়া আসিয়াছিল যে থেলস্, এম্পিডোক্লিস্, এনেক্সেগোরাস, ডিমোক্রিটাস প্রভৃতি পণ্ডিতগণ পূর্ব্বদেশ হইতে শিক্ষা লাভ করিয়া আসিয়াছিলেন। এখন গ্রীকদর্শনের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী হিন্দু

দর্শনের সহিত ঐ দর্শনের সাদৃশ্য স্থানগুলির উল্লেখ করা যাউক, তাহা হইলে বিষয়টি বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে ;—

ইলিয়েটিক্সদের মতে ঈশ্বর ও জগৎ এক, বহুত্বের সত্যতা নাই, সৎ এবং চিৎ একই—এই সকল মতবাদ উপনিষদেও আছে।

এম্পিডোক্লিসের মতে অসৎ হইতে সৎ এর উৎপত্তি হইতে পারে না এবং যাহা সৎ তাহা কখনও অসৎ হইতে পারে না—ইহা ভারতীয় সাংখ্য দর্শনের মূল।

ডিমোক্রিটাসের পরমাণুবাদ, তাঁহার পূর্ব্বদেশে যাওয়ার প্রবাদ অথবা চ্যালডিয়ান পণ্ডিতগণের নিকট তাঁহার বিদ্যা শিক্ষা প্রভৃতি হইতে অনুমিত হয় যে ইহা অস্মদ্দেশীয় কনাদদর্শনের (বৈশেষিক) প্রতিধ্বনি মাত্র।

পিথাগোরাসের পূর্ব্বদেশ ভ্রমণ (এপুলিয়াস বলেন যে তিনি ভারতে আসিয়া ব্রাহ্মণদিগের নিকট শিক্ষা লাভ করেন) এবং তাঁহার মতবাদের অন্তর্গত জন্মান্তরবাদ, সাংখ্যদর্শন (Philosophy of Numbers) পঞ্চভূত বাদ, স্থূল ও সূক্ষ্ম সূত্র ও জ্যামিতির সূত্র, ভাব (Mystical Speculation), পরকায় প্রবেশ (Motompsychosis), সঙ্ঘের নিয়মাবলী ও হিন্দু আশ্রমের নিয়মাবলী, ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচার প্রভৃতি বিষয় তদ্দেশীয় লোকদের নিকট তিনিই প্রথমে প্রচার করায় মনে হয় অন্তত তিনি ঐ সকল তত্ত্বের সহিত পরিচিত ভারতবর্ষ হইতে শিক্ষালাভ করিয়া গিয়াছিলেন।

সক্রেটীস ও প্লেটোর prototype, archítype, Ideal or Essence (শব্দ ব্রহ্ম), transcendentalism (পরোক্ষানুভূতি), Transmigration of Soul (পুনর্জন্মবাদ), ব্রাহ্মণগণের নিকট শিক্ষা হইতে এবং পূর্ব্বদেশ-ভ্রমন হইতে পুষ্টি লাভ করে।

এরিষ্টটলের ভূততত্ত্ব, এবং তাঁহার ছাত্র আলেকজাণ্ডারকে নাগা

সন্ন্যাসীদের (the Indian Gymnosophists) সহিত দেখা করিবার জন্য আদেশ এবং এসিয়া মাইনরে হারমিসের পালিত কন্যাকে বিবাহ করিয়া বহুকাল অবস্থান হইতেই বেশ বুঝা যায় যে তিনি ভারতীয় দর্শনের সহিত পরিচিত ছিলেন। হিন্দুদিগের (গৌতম ন্যায়ের) ন্যায়বীবাক্য (Syllogism) পাঁচ ভাগে বিভক্ত, যথা (১) প্রতিজ্ঞা (proposition), (২) হেতু কিম্বা অপদেশ (reason), (৩) উদাহরণ কিম্বা নিদর্শন (instance) (৪) উপনয়ন (application of the reason) (৫) নিগমন (conclusion)। হিন্দুদিগের ন্যায়বী বাক্যের প্রথম কিম্বা শেষ দুই অংশ যদি ছাড়িয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে এরিষ্টটলের সম্পূর্ণ প্রমাণ প্রণালীতে পরিণত হয়। তারিখের তুলনা করিয়া বোধ হয় হিন্দুরা প্রথম ন্যায় শাস্ত্র আবিষ্কার করেন পরে গ্রীকেরা তাহাদিগের নিকট হইতে উহা গ্রহণ করিয়া পূর্ণতা সম্পাদন করিয়াছিলেন।

মায়ার্স সাহেব এক স্থানে বলিয়াছেন, এম্পিডোক্লিস ও এরিষ্টটল ভূততত্ত্ব নিজেরা স্বয়ং উপপাদন না করিয়া যে অপর কোন জাতির নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন—তদ্ সম্বন্ধে অনেকটা নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। ভারতের প্রাচীন শাস্ত্রসমূহ শিক্ষা দেয় যে জগৎসৃষ্টির মূলে চারিটী তত্ত্ব ব্যতীত ব্যোম নামক আর একটী তত্ত্ব আছে, উহার সহিত এরিষ্টটলের ওভপিয়ার (o'vpia) সহিত মিল আছে।*

পূর্ব্বোক্ত বিষয়গুলি আলোচনা করিলে মনে হয় গ্রীসদেশীয় দার্শনিকেরা হয় ভারতবর্ষে আসিয়া নানা বিষয় শিক্ষা করিয়াছিলেন, আর না হয় পারস্য, চ্যালডিয়া, এসিয়ামাইনর, মিসরে হিন্দু সভ্যতার প্রভাব যথেষ্ট ছিল, সেখান হইতে গ্রীস দেশীয় দার্শনিকেরা শিক্ষা করিয়া

* Myer's History of Chemistry

যাইতেন। দ্বিতীয় মতটী সত্য হইতে পারে। ঐ সকল দেশের ইতিহাস আলোচনা করিলেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে ইহাদের সকলেরই সভ্যতার মূলে ভারতবর্ষ। যেমন ভূগর্ভে স্তর আছে জগতের ইতিহাসেও তেমনি স্তর আছে। প্রত্নতত্ত্ববিদেরা একটির পর একটি করিয়া উহা প্রকাশ করিতেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ভারতের গৌরব মুকুট উজ্জল হইতে উজ্জলতর কান্তি ধারণ করিতেছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলনে শুভ মুহূর্ত্তের উদয় হইয়াছে। এই মিলন জগতের বিশেষতঃ ভারতবর্ষের পক্ষে অশেষ কল্যাণকর। কোনও ইংরাজ রাজনৈতিক কখনও কল্পনা করেন নাই যে তাঁহারা ভারতবর্ষ জয় করিবেন। কোন ভারতবাসীর কখন কল্পনা করেন নাই যে ইংরাজ বণিকেরাই তাঁহাদের ভাগ্যলিপির লেখক হইবেন। ট্রোজান যুদ্ধে অলক্ষিতে যেমন দেবতারা যুদ্ধ করিতেন এবং তাঁহাদেরই জয় পরাজয়ে গ্রীক ও ট্রোজেনদের ভাগ্যচক্রের পরিবর্ত্তন হইত তেমনই এই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মহাসম্মিলনেও কোন্ অলক্ষিত মহাশক্তি ক্রীড়া করিতেছেন যাঁহার ভ্রূভঙ্গে আজ ইংরাজ ভারতের রাজা? এই মহা-সম্মিলনে আমাদের জড়তা এবং কুসংস্কার যেমন চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইতেছে আবার এ দেশের বেদান্ত, এ দেশের উচ্চ চিন্তা সকল ইউরোপের মনীষী ও দার্শনিকের মন অধিকার করিয়া বসিতেছে। গ্রীস ও ভারতীয় সভ্যতার আলোকে একবার যেমন সমগ্র জগৎ হাসিয়া উঠিয়াছিল এবারও তেমনি ভারত ও ইউরোপীয় সভ্যতায় জগৎ পুনরায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে।

হিন্দু ও বৌদ্ধ দর্শন

Buddhism must be right! Re-incarnation is only a mirage! But this vision is to be reached, by the path of Advaita alone!

——Vivekananda.

পূর্ব্ব প্রবন্ধে ও 'বৈদিক ও বৌদ্ধ-ধর্ম্ম' নামক প্রবন্ধান্তরে দেখাইয়াছি যে বৌদ্ধ ধর্ম্ম বৈদিক ধর্ম্মেরই একটি শাখামাত্র এবং বুদ্ধদেব হিন্দু সন্ন্যাসী ব্যতীত অন্য কিছুই ছিলেন না। তবে বিষয়টী যেরূপ গূঢ় তাহাতে উহা আর একটু বিশেষভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন। বোধিসত্বাবদান কল্পলতা নামক বৌদ্ধগ্রন্থান্তর্গত জীমূতবাহনাবদানাদি পাঠে বেশ বুঝা যায় যে ভগবান্ বুদ্ধের প্রবর্ত্তিত "ধর্ম্ম" সনাতন আর্য্য ধর্ম্মের একটী সুপ্রশস্ত নির্ব্বাণ-লাভোপযোগী ধর্ম্মমার্গ মাত্র। ভগবান্ বুদ্ধই পূর্ব্ব জন্মে জীমূতবাহন রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তিনি যে পৌরাণিক দেব দেবীর উপাসনার বিরোধী ছিলেন না তাহা ঐ গল্পপাঠে বিশেষভাবে অবগত হওয়া যায়। মলয়বতীর গৌরীপূজা এবং শঙ্কর কৃপায় সুধাসেকের দ্বারা জীমূতবাহনের পুনর্জ্জীবন লাভ, তাঁহার পরম সাত্বিকভাব দর্শনেই তুষ্ট হইয়া স্বহস্তে দেবরাজ ইন্দ্র কর্ত্তৃক তাঁহার অভিষেক এবং প্রচুর ধনরত্ন দান প্রভৃতি কথা প্রস্তাবিত বিষয়ের সাক্ষ্য প্রদান করে।

গ্রন্থান্তরে 'বিশাখা' চরিত্র পাঠ করিয়া বেশ বুঝিতে পারা যায় যে বৌদ্ধ বলিতে ইদানিং আমাদের হৃদয়ে যে এক বিজাতীয় ভাবের উদয় হয় তখন তাহার কিছুমাত্র ছিল না, উপরন্তু কি ব্রাহ্মণ, কি বৌদ্ধ সকলেই তথা-

গতের বাক্যে শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন। হিন্দু ও বৌদ্ধে বিবাহাদি কার্য্য চলিত এবং সকলে পুরাতন প্রথারই অনুসরণ করিতেন। আমরা দেখিতে পাই বিশাখার পিতা বৌদ্ধমতাবলম্বী ছিলেন বটে কিন্তু তাহা বলিয়া যে তিনি কোনও নূতন আচার-পদ্ধতি মানিয়া চলিতেন তাহা নহে উপরন্তু তিনি নিজ কন্যাকে হিন্দুর ঘরেই সম্প্রদান করিয়াছিলেন।

শ্রীবুদ্ধ নির্ব্বাণকেই পরম-পুরুষার্থ জ্ঞান করিতেন এবং জ্ঞানলাভের পূর্ব্বে সকলকে চিত্তশুদ্ধির জন্য দান, প্রজ্ঞা, ক্ষমা, শীল, বীর্য্য ও সমাধি প্রভৃতি পারমিতা বিষয়ে উপদেশ করিতেন। তাঁহার দর্শন যে শুধু সাংখ্য দর্শনের 'ত্রিতাপ' এবং 'প্রমাণাভাব বলিয়া ঈশ্বরবস্তু সিদ্ধ হয় না' প্রভৃতি মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত এমন নহে, উহার অন্তস্থলে পূর্ব্ব মীমাংসা, বৈশেষিক এবং ন্যায় দর্শনের গুপ্ত নিরীশ্বরবাদ যে ক্রীড়া করে তাহা স্পষ্ট অনুমিত হয়। আমরা ঈশ্বর বলিতে যাহা বুঝি তাহা ঐ দর্শনত্রয়ের মধ্যে কোথায় আছে? কেবলমাত্র শব্দই যদি ব্রহ্ম হয় বা মন্ত্রই যদি দেবতা হয় তাহা হইলে ইদানীং আমরা ভগবান্ বলিতে যাহা বুঝি তাহার স্থান মীমাংসা-দর্শনে কোথায়? হস্তী চড়িয়া ইন্দ্রদেবতা ঘটের উপর অধিষ্ঠিত হইলে ঘট ভাঙ্গিয়া যাইবার কথা ইত্যাদি যাহাদের প্রমাণ তাহাদের তুলনায় বৌদ্ধেরা ত যথেষ্ট আস্তিক। টীকাকারেরা যদি আত্মা বলিতে জীবাত্মা এবং পরমাত্মা এই দুই অর্থ টানিয়া বাহির না করিতেন তাহা হইলে জড়া-আর কোনও ক্ষতি বৃদ্ধি হইত না; কিম্বা বৈশেষিক বা ন্যায় দর্শনের মধ্য দিয়া জীব জগৎ বুঝিতে, অন্ততঃ কনাদ ও গৌতমের কোনও বিপর্য্যয় উপস্থিত হইত না। বৈশেষিক এবং ন্যায় দর্শনের পদার্থগুলি যদি মানিয়া লওয়া যায় তাহা হইলে জীব জগৎ বুঝিতে ঈশ্বর নিষ্প্রয়োজন। বৈশেষিক, ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল প্রভৃতি দর্শন বৌদ্ধ দর্শনের মধ্য দিয়া বেদান্ত

দর্শনের চূড়ান্ত মীমাংসায় উপনীত হয়। কিন্তু যদি কেহ বলেন যে ব্রহ্মসূত্র বৌদ্ধ যুগের পূর্ব্বে সঙ্কলিত হইয়াছে কারণ উহা বেদব্যাস প্রণীত এবং গীতাতেও উহার উল্লেখ আছে—তাহা হইলে আমাদিগকে ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে ঐ দর্শন-সূত্র কখনই সকলের পরিচিত ছিল না, উপনিষদের ন্যায় উহা অরণ্যেই লুকায়িত ছিল। আচার্য্য শঙ্করই উহার প্রথম ভাষ্য করেন এবং শ্রীবুদ্ধকে বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার শিষ্যেরা যে অবৈদিক মতসমূহের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা খণ্ডন করিয়া ভগবান্ দত্তাত্রেয় এবং শ্রীবুদ্ধের "শূন্যম্" এবং "গম্ভীর"কে "পূর্ণম্" বা "সৎ" বলিয়া প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। লোকসমাজে বেদান্তসূত্র, ন্যায় ও সাংখ্যের ন্যায় প্রচলিত ছিল না। ভারতীয় দর্শনধারা ন্যায় ও সাংখ্যের মধ্য দিয়া বৌদ্ধ দর্শনে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। ব্রহ্মসূত্র বৌদ্ধদর্শনের পূর্ব্বে সঙ্কলিত হইলেও ভারতীয় ধারাবাহিক দর্শনের সহিত ইহার প্রথম মিলন শারীরক ভাষ্যের সময় অর্থাৎ ন্যায় ও সাংখ্য দর্শন যেমন বৌদ্ধধর্ম্মে পর্য্যবসিত হয় সেইরূপ আবার বৌদ্ধ দর্শনও শঙ্করের অদ্বৈতবাদে পরিসমাপ্ত হইয়া পূর্ণাঙ্গ প্রাপ্ত হইয়াছিল।

কিন্তু কাহারও কাহারও মতে বেদান্ত দর্শনের কোন কোন সূত্রে (বেদান্তসূত্র ২ অ, ২ পা, ২৮, ২৯ ও ৩০ সূ ইত্যাদি) বৌদ্ধ ধর্ম্মের নিদর্শন পাওয়া যায়। ভাষ্যকারেরা ও টীকাকারেরাও তাহা উল্লেখ করিয়াছেন। ন্যায়দর্শনেরও কোন কোন স্থলে (ন্যায় সূত্র—৪অ, ১৪ সূ ইত্যাদি) শূন্যবাদ দেখা যায়। বৌদ্ধ-ধর্ম্ম খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ বা পঞ্চম শতাব্দীতে প্রবর্ত্তিত হয়। নাগার্জ্জুন প্রবর্ত্তিত মাধ্যমিক নামক বৌদ্ধ-সম্প্রদায়েই শূন্যবাদটি পরিস্ফুট দেখা যায়। নাগার্জ্জুন, মহাযান বৌদ্ধদিগের মতে বুদ্ধদেবের মৃত্যুর চারিশত বৎসর পরে এবং হীনযান বৌদ্ধদিগের মতে ঐ ঘটনার পাঁচ শত

বৎসর পরে জন্মগ্রহণ করেন। পালি গ্রন্থানুসারে শাক্যমুনি খৃষ্টাব্দের ৫৪৩ বৎসর পূর্ব্বে দেহ রক্ষা করেন। সেই অনুযায়ী নাগার্জ্জুন খৃষ্টাব্দের ১৪৩ অথবা কেবল ৫৩ খৃঃ পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু ম্যাক্সমূলারের মতে বুদ্ধদেব খৃষ্টাব্দের ৪৭৭ বৎসর পূর্ব্বে দেহ রক্ষা করেন। তাহা হইলে নাগার্জ্জুন ও তাঁহার প্রবর্ত্তিত শূন্যবাদ এবং ন্যায় ও বেদান্তসূত্রের উল্লিখিত স্থল-সমুদয়কে খৃঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে প্রচলিত মত বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। অশ্বঘোষ হইতে মহাযান সম্প্রদায় আরম্ভ হয় এই সময়ে। "অন্যান্য ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের ন্যায় বৌদ্ধদিগের মতান্তর ঘটিয়া ক্রমে ক্রমে চারিটী দর্শন উৎপন্ন হইয়াছে; মাধ্যমিক, যোগাচার, সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক। মাধ্যমিক মতে (নাগার্জ্জুন কর্ত্তৃক প্রচারিত) কোন পদার্থই বাস্তবিক বিদ্যমান নাই; সকলই শূন্যময়। যোগাচার (অসঙ্গ কর্ত্তৃক প্রচারিত) মতও ইহার অনুরূপ; এই মতস্থ ব্যক্তিরা অভ্যন্তরস্থ বিজ্ঞান ব্যতিরেকে অপরাপর সমুদয় পদার্থেরই অস্তিত্ব অস্বীকার করেন। ইহাদের মতে কেবল বিজ্ঞানই আছে; জল, বায়ু, পৃথিব্যাদি বাহ্য বস্তু কিছুই নাই। ইহারা ঐ বিজ্ঞানকে দুই ভাগে বিভক্ত করেন; প্রবৃত্তি বিজ্ঞান ও আলয় বিজ্ঞান। জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থায় যে জ্ঞান জন্মায় তাহাকে প্রবৃত্তি বিজ্ঞান বলে ও সুষুপ্তি দশায় যে জ্ঞান জন্মে তাহার নাম আলয় বিজ্ঞান। অপর দুই সম্প্রদায়ীরা বাহ্য পদার্থ ও অভ্যন্তরস্থ পদার্থ উভয়েরই অস্তিত্ব অঙ্গীকার করেন। বাহ্য পদার্থ দুই ভাগে বিভক্ত; ভূত ও ভৌতিক। ক্ষিতি, জল, অগ্নি, বায়ু এই চারিটির নাম ভূত এবং চক্ষু শ্রোত্রাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা গ্রাহ্য নদী, পর্ব্বতাদি বিষয় সমুদয়ের নাম ভৌতিক। সমুদয়ই সেই পরমাণু সমষ্টি। এই জগৎ ও জগতের সমুদয় পদার্থই পরমাণুপুঞ্জ বই আর কিছুই নয়। শেষোক্ত দুই সম্প্রদায়ের মতে পরস্পর

কিছু বিশেষ আছে। এক সম্প্রদায়ীরা বলেন, বাহ্যবস্তু সমুদয় কেবল প্রত্যক্ষ সিদ্ধ, তাঁহাদের নাম বৈভাষিক। অপর সম্প্রদায়ীরা বলেন বাহ্য বস্তু সত্য বটে, কিন্তু অনুমান সিদ্ধ; একেবারেই প্রত্যক্ষ সিদ্ধ হয় না। চিত্ত-মধ্যে বাহ্য বস্তু সমুদয়ের প্রতিরূপ উৎপন্ন হয়, এবং সেই প্রতিরূপ-জ্ঞান দ্বারাই তাহাদের জ্ঞান জন্মে। এই সম্প্রদায়ের নাম সৌত্রান্তিক। উভয় মতেই যে সময়ে বস্তুর প্রত্যক্ষ হয়, সেই সময়েই তাহার অস্তিত্ব থাকে। প্রত্যক্ষ না হইলেই বিদ্যুল্লতার ন্যায় ধ্বংস হইয়া যায়। এই নিমিত্ত হিন্দু পণ্ডিতেরা তাহাদিগকে পূর্ণ-বৈনাশিক অথবা সর্ব্ববৈনাশিক. বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহারা হিন্দু বৈদান্তিকের ন্যায় আকাশকে একটি ভূত বলিয়া স্বীকার করেন না, এবং চিত্ত ও জীবাত্মা পরস্পর ভিন্ন বলিয়া অস্বীকার করেন না।" * শ্রীশঙ্কর এই সকল মত খণ্ডন করিয়াছেন।

যাহা হউক বেদান্ত ও ন্যায়-সূত্রের কিয়দংশ আধুনিক বলিয়া স্বীকার করিলেও আমাদের অভিলষিত নিগমনের কোন প্রকার অন্তরায় উপস্থিত হয় না। এইবার বিষয়টি আরও স্পষ্ট করিয়া আলোচনা করিব। জগতের কারণ নির্ণয় প্রসঙ্গে কনাদ তাঁহার নিজ দর্শন সূত্রে পরম পদার্থ পরমেশ্বরের নাম মাত্র করেন নাই। আস্তিক মাত্রেরই স্বীকৃত যে পরমেশ্বরের নাম, তাহা স্পষ্ট করিয়া কোথায়ও ব্যক্ত করেন নাই। বৈশেষিকের ভাষ্য ও টীকাকারেরা দ্রব-পদার্থের অন্তর্গত "আত্মা" শব্দের দুই প্রকার অর্থ করেন; "জীবাত্মা" ও "পরমাত্মা।" একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে—শঙ্করমিত্র বৈশেষিক দর্শনের তৃতীয় সূত্রান্তর্গত 'তৎ' শব্দের কিরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন দেখুন,—

* হিন্দুধর্ম্মের উপাসক সম্প্রদায়।

তদিত্যনুপক্রান্তমপি প্রসিদ্ধ সিদ্ধত্বেশ্বরং পরামৃশতি ॥

"'তৎ' শব্দের অর্থ 'ঈশ্বর' ইহা প্রসিদ্ধিই আছে, অতএব পূর্ব্বে সূচনা না থাকিলেও, এস্থলে উহা ঈশ্বর-বাচক বলিয়া বিবেচিত হইতেছে।"

কিন্তু পূর্ব্ব সূত্রে যখন ধর্ম্মের প্রসঙ্গ আছে, তখন ঐ "তৎ" শব্দের অর্থ ধর্ম্মই বলিতে হইবে। এখন উভয় সূত্র উদ্ধৃত করিয়া তুলনা করিয়া দেখিলেই পাঠক সূত্রকারের কি অভিপ্রায় তাহা অবগত হইতে পারিবেন।

যতোঽভ্যুদয় নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিঃ স ধর্ম্মঃ ॥

১অ, ১আ, ২সূ ॥

"যাহা হইতে অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ স্বর্গ ও অপবর্গ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার নাম ধর্ম্ম।"

তদ্বচনাদাম্নায়স্য প্রামাণ্যম্"। ১অ, ১আ, ৩সূ ॥

"বেদে তদ্বচন অর্থাৎ ধর্ম্ম বিষয়ক বচন আছে বলিয়া, বেদ প্রামাণিক।"

কিন্তু জগতের কারণ নির্দ্ধারণ করা দর্শন-শাস্ত্রের যখন একটি প্রধান প্রয়োজন, তখন যদি ঈশ্বরকে বিশ্বকারণ বলিয়া তিনি স্থির জানিতেন, তাহা হইলে সে বিষয়ের বিশেষ ভাবে বিবৃতি তিনি না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। কিন্তু সমালোচকের ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয় "যাঁহার যাহাতে দৃঢ় বিশ্বাস ও অবিচলিত ভক্তি থাকে, সুযোগ ও প্রয়োজন উপস্থিত হইলে, তিনি তাহা কীর্ত্তন না করিয়া থাকিতে পারেন না। কেবল ঈশ্বরের নাম ত অল্প কথা, তাঁহারা 'গোপবধূটীদুকূল চৌরায়' ও অন্য অন্য বিশেষণে বিশেষিত কৃষ্ণ, বিষ্ণু, ষষ্ঠী, পঞ্চানন প্রভৃতি কত কত দেবতার পদ-যুগলে প্রণিপাত করিয়া গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ সম্পাদন করিতে পারিতেন।"

আবার দেখিতে পাওয়া যায় ন্যায়-দর্শনে দ্বাদশ প্রকার প্রমেয় পদার্থের মধ্যে ঈশ্বর পদার্থটির উল্লেখ নাই। ঠিক বৈশেষিকের ন্যায় ন্যায়ের

এবং ভাষ্যকারেরা উহার অন্তর্গত আত্মা শব্দটী জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়ার্থ বলিয়াই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি বিশ্ব কারণ নিরূপণ করিতে যাইয়া একটী প্রধান প্রয়োজন এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রমেয় পদার্থের বিশেষ ভাবে উল্লেখ না দেখিলে লোকের মনে কিরূপ সন্দেহ আসিয়া অধিকার করে। কেবল একটী সূত্রে ঈশ্বরকে কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াই তৎক্ষণাৎ পরসূত্রেই আবার মনুষ্যকৃত কর্ম্মকে কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এখন ঐ উভয় সূত্র পাশাপাশি সন্নিবেশিত করিলেই বিষয়টি পাঠকের বেশ হৃদয়ঙ্গম হইবে। প্রথম সূত্রটি পূর্ব্বপক্ষ এবং পর সূত্রটি সিদ্ধান্ত। পূর্ব্বপক্ষ,—

ঈশ্বরঃ কারণং পুরুষকর্ম্মাফল্যদর্শনাৎ

ন্যায়সূত্র। ৪অ, ১০সূ ॥

"ঈশ্বর কারণ; কেন না মনুষ্যকৃত কর্ম্ম সর্ব্বদা সফল হয় না।"

সিদ্ধান্তপক্ষ,—

ন পুরুষ কর্ম্মাভাবে ফলানিষ্পত্তেঃ।

ন্যায় সূত্র। ৪অ, ২০ ॥

"না তাহা নয়। মনুষ্যকৃত কর্ম্ম ব্যতিরেকে ফলোৎপত্তি হয় না।"

গৌতম অন্য সূত্রে লিখিয়াছেন,—

পূর্ব্বকৃত ফলানুবন্ধাত্তদুৎপত্তিঃ। ৩।১৩২

"পূর্ব্ব জন্মকৃত কর্ম্মফলে জীবের শরীরোৎপত্তি হয়।" বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় উপরোক্ত দুই সূত্রের টীকায় ঈশ্বর ও পুরুষ উভয়কেই জগৎ কারণ বলিয়া ঠিক করিয়াছেন। কিন্তু এ ঈশ্বরের কতটুকু মূল্য?— যিনি পরমাণু প্রভৃতি মৌলিক পদার্থের স্রষ্টা নন, জীবের পূর্ব্ব সঞ্চিত কর্ম্মের সাহায্য ছাড়া আর কিছুই করিতে পারেন না? ফলতঃ উভয় সূত্রের

কেবল সরল ব্যাখ্যা শ্রবণ করিলে, গৌতমকে নিরীশ্বর বলিয়াই বোধ হয়। শ্রীযুক্ত কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয় তাঁহার ন্যায় দর্শনের ভূমিকায় লিখিয়াছেন,—"গৌতমের গ্রন্থে ঈশ্বর প্রতিপাদক কোন সূত্র নাই। ঈশ্বর উপাস্য কি বিজ্ঞেয়, তাহা গৌতমের দর্শনে বিচারিত হয় নাই। তদীয় দর্শনের প্রথমেই প্রতিজ্ঞাসূত্র, তন্মধ্যে প্রমেয় প্রভৃতি ষোলটি পদার্থের উল্লেখ আছে; পরন্তু ঈশ্বরের উল্লেখ নাই। প্রমেয় বিভাগে যে আত্মার উল্লেখ আছে, লক্ষণ ও পরীক্ষাসূত্র দৃষ্টে স্পষ্টই প্রতীত হয়, সে কথা জীবাত্মাপর। গৌতমের মতে জীবাত্মাবিষয়ক তত্ত্বজ্ঞানই মোক্ষপ্রদ। ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞান মোক্ষপ্রদ কি না, তাহা গৌতমের গ্রন্থ দ্বারা জানা যায় না। তবে চতুর্থ অধ্যায়ে প্রসঙ্গক্রমে ঈশ্বরের উল্লেখ দেখা যায় বটে, পরন্তু সে উল্লেখ মাত্র। সে উল্লেখ কেবল পরমত খণ্ডনের জন্য, স্বমত বিধানের জন্য নহে।"

কপিল, গৌতম এবং কনাদের দর্শনাদি পাঠ করিয়া এবং অপরদিকে বেদ সকলেরই পরম শিরোধার্য্য বস্তু দেখিয়া, অপর ধর্ম্মাবলম্বীরা মনে করে যে এই সকল দার্শনিকেরা বেদ-বস্ত্র আবরণে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ ছাড়া আর কিছুই নহে। কিন্তু আমাদের মনে হয় বেদই বল, দর্শনই বল, পুরাণতন্ত্রই বল, সকলই ভারতীয় মনীষীদিগের গভীর চিন্তাসমুদ্রের মুক্তাস্বরূপ। তবে সে অনন্ত সচ্চিদানন্দ সাগর হইতে সকল ধর্ম্ম-রাজ্যের ডুবুরীই যে সকল রত্নের সন্ধান পাইয়া উত্তোলন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন—এমত নহে। যিনি যতটুকু পাইয়াছেন তিনি ততটুকু জগৎ সমক্ষে ছড়াইয়া দিয়াছেন। এখন দেখা যায়, বৈদিক অবৈদিক, নাস্তিক সকল শব্দেই কতকগুলি বিষয় সকলেই মানিয়াছেন যথা—কর্ম্ম-ফলে জন্মগ্রহণ ও নানাবিধ যোনি ভ্রমণ হয়; জন্মগ্রহণ করিলেই দুঃখ ভোগ করিতে হয়; জীব নিজ নিজ

কর্ম্মানুসারে নানাপ্রকার নরক ও সুখসম্পদ প্রভৃতি দণ্ড পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়া থাকে ; জন্মগ্রহণ নিবৃত্তি অর্থাৎ মুক্তি লাভই দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পাইবার উপায় ; এবং মুক্তি বা পরমপুরুষার্থ জ্ঞানোদয় হইলে প্রাপ্ত হওয়া যায়। শ্রীবুদ্ধ ঈশ্বর মানিতেন না ইহা মানিয়া লইলেও তিনি উল্লিখিত বিষয়গুলি যে মানিতেন ইহা একেবারে সুনিশ্চিত। জ্ঞানাচার্য্য কপিল এবং তদনুচরেরা যদি ঈশ্বর না মানিয়াও হিন্দু বলিয়া পরিচিত এবং দেবতাজ্ঞানে পূজিত হইতে পারেন তখন শ্রীবুদ্ধের ও তাঁহার ধর্ম্মের, সর্ব্ব ধর্ম্মাশ্রয় বেদান্ত-ধর্ম্মে এবং হিন্দুসমাজে স্থান নির্দ্দেশ কেন না হইবে ?

পূর্ব্ব মীমাংসা পাঠ করিয়া শ্রীজৈমিনি কিরূপ ঈশ্বর দেবতা মানিতেন তাহা সাধারণ বুদ্ধিতে ঠিক ঠিক বোধগম্য হয় না। বিশেষতঃ প্রাচীন ভাষ্য ও টীকাকারেরা, আমরা ঈশ্বর বলিতে যাহা বুঝি তাহা যেন এক প্রকার অস্বীকারই করিয়া গিয়াছেন। পঞ্চম সূত্রের ভাষ্যে বেদ পৌরুষেয় অর্থাৎ ঈশ্বর প্রণীত কি না, তাহা বিচার করিবার জন্য শবরস্বামী বৃত্তি-কারের অভিপ্রায় বিশেষ ভাবে প্রকাশ করিবার জন্য বলিতেন,—

'অপৌরুষেয়ঃ এষঃ সম্বন্ধ' ইতি পুরুষস্য সম্বন্ধাভাবাৎ।

কথং সম্বন্ধোনাস্তি। প্রত্যক্ষস্য প্রমাণস্যাভাবাৎ তৎপূর্ব্বকত্বাচ্চেতরেষাম্।

"এই শব্দার্থের সম্বন্ধ অপৌরুষেয় অর্থাৎ কোন পুরুষ কর্ত্তৃক কৃত নয়। কেন না ঐরূপ সম্বন্ধকারী পুরুষ বিদ্যমান নাই। যদি ... সম্বন্ধকারী পুরুষ বিদ্যমান নাই কেন ? তাহার উত্তর এই যে সে বিষয়ের প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই। প্রত্যক্ষ প্রমাণ না থাকিলে, অন্যান্য প্রমাণেরও সম্ভাবনা থাকে না।" সর্ব্বশেষ এই দর্শনের মতে যাবতীয় দেবতা মন্ত্রস্বরূপ, শরীর বিশিষ্ট নয়। কেন না যদি ইন্দ্রদেব যজমানের আহ্বানে ঘটে অধিষ্ঠিত হইতেন, তাহা হইলে ঐরাবতের ভারে ঘট ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হইয়া যাইত.

এই সকল হইতে স্পষ্টই বোধগম্য হয় যে বৌদ্ধ ধর্ম্ম ও দর্শন একদিনে হঠাৎ উৎপন্ন হয় নাই। ইহা হিন্দুর বহুকাল ধ্যানপরায়ণতার ফল স্বরূপ কত মীমাংসা, কত সাংখ্য, "কাল, স্বভাব, যদৃচ্ছা, ভূত, যোনি, পুরুষ বা ইহাদের সংযোগ" প্রভৃতি বিশ্ব কারণ, কত ঋষি কত যুগ-যুগ ব্যাপী ধ্যানের দ্বারা লাভ করিয়াছিলেন তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। পরে সকল ভারতীয় চিন্তার সার্থকতা করিতে শ্রীভগবান্ উপনিষদ্-খনি প্রাপ্ত সুবর্ণ নির্ম্মিত শূন্যবাদের মুকুট পরিয়া আসিলেন এবং নাগার্জ্জুন, অসঙ্গ প্রভৃতি সে মুকুটে নানা রত্ন খচিত করিয়া দিলেন, কিন্তু শ্রীশঙ্কর তাহাতে অদ্বৈত কোহিনুর সংযুক্ত করিয়া সে মুকুটের সমধিক শোভা বর্দ্ধন করিলেন।

এখন শ্রীযুক্ত শ্রীশঙ্করের মতে প্রভেদ কি? শ্রীবুদ্ধ কেবলমাত্র নির্গুণ ব্রহ্ম ও নির্ব্বাণ মানিতেন, কিন্তু শ্রীশঙ্কর নির্গুণ ব্রহ্ম ও নির্ব্বাণ ত মানিতেনই তাহা ছাড়া সগুণ ব্রহ্ম ও লীলাও মানিতেন এবং উভয় মার্গই মুক্তি লাভের উপায় ইহাও স্বীকার করিতেন। নির্ব্বিকল্প সমাধিতে যখন জীব, জগত, ঈশ্বর কিছুই থাকে না তখন সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের প্রয়োজন কি?—ইহাই বৌদ্ধ দার্শনিকেরা বলিয়া থাকেন। বুদ্ধদেব যে ঈশ্বর মানিতেন না এরূপ নহে। কারণ তাঁহাকে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করিত, "মহাশয়! ঈশ্বর আছেন?" তিনি বলিতেন, "আমি কি বলিয়াছি আছেন।" পুনশ্চ যদি জিজ্ঞাসা করিত "মহাশয় তবে কি ঈশ্বর নাই? তিনি বলিতেন, "আমি কি বলিয়াছি নাই।" ঈশ্বর প্রশ্ন প্রসঙ্গে আবার হয়ত বলিতেন "বৃক্ষ হইতে পাতা লইয়া আইস।" যদি কেহ একটি পাতা লইয়া আসিত তখন তিনি বলিতেন যে বৃক্ষে কি মাত্র একটি পাতা আছে? সেইরূপ অনন্ত জ্ঞান-সমুদ্রের সকল খবর আমি কি প্রচার

করিয়াছি? বুদ্ধদেব ঈশ্বর মানিতেন বটে কিন্তু শুদ্ধ জ্ঞানপথাবলম্বী ছিলেন বলিয়া তাহার প্রয়োজন বোধ করিতেন না।

আর একটি প্রশ্ন এই স্থলে আসিয়া উপস্থিত হইতেছে। যদি শ্রীবুদ্ধ হিন্দু সমাজের অন্তর্গত সন্ন্যাসীই ছিলেন এবং হিন্দু ও বৌদ্ধের মধ্যে বিবাহাদি কার্য্য তথা বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডাদি সকলই প্রচারিত ছিল এবং তিনি প্রকৃত ব্রাহ্মণকেই শ্রেষ্ঠাসন দিতেন তবে তিনি স্ত্রী ও শূদ্রকে সন্ন্যাসের অধিকারী করিলেন কেন? ইহার উত্তরে আমরা বলি—কারণ তিনি উপনিষদের শেষ ঋষি—ব্যাকরণের তীক্ষ্ণ খড়্গে "শূদ্রকে" ছেদ করিয়া তাহার মোক্ষ পথ অবরুদ্ধ করিতে পারেন নাই। ব্রাহ্মণ শব্দে বেদান্তের ঋষিরা কি বুঝিতেন তাহা একবার বজ্রসূচিকোপনিষদের আলোচনার দ্বারা বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক।

ঋষি বলিতেছেন,—

ওঁ বজ্রসূচীং প্রবক্ষ্যামি—বজ্রসূচী উপনিষদ্ বলিব।

বর্ণানাং ব্রাহ্মণ এব প্রধান ইতি—বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠ।

বেদবচনানুরূপং--কারণ ইহা বেদবচনানুরূপ।

কো বা ব্রাহ্মণো নাম---ব্রাহ্মণ এই নাম কাহার?

জীবো ব্রাহ্মণ ইতি—জীবই কি ব্রাহ্মণ?

ন—না।

অতীতানাগতানেকদেহানাং জীবস্যৈকরূপত্বাৎ—

অতীত এবং অনাগত চণ্ডালাদি বহুবিধ দেহ জীব ধারণ করিয়াছে এবং করিবে; কিন্তু সকল দেহতেই জীব একই প্রকার থাকে।

কর্ম্মবশাদনেকদেহ সম্ভবাৎ

কারণ পূর্ব্বজন্ম-কর্ম্মফল হেতু তাহাকে নানা দেহ ধারণ করিতে হয়

তর্হি দেহো ব্রাহ্মণ ইতি—তাহা হইলে দেহই ব্রাহ্মণ ?

ন—না।

পাঞ্চভৌতিকত্বেন দেহস্যৈকরূপত্বাৎ—

কারণ সকল দেহই একই প্রকারের পঞ্চভূত নির্ম্মিত।

জরা মরণ ধর্ম্মাধর্ম্মাদি সাম্যদর্শনাৎ—

এবং জরামরণ ধর্ম্মাধর্ম্মাদি গুণ বিকার সকল দেহতেই সমান।

ব্রাহ্মণ শ্বেতবর্ণঃ ক্ষত্রিয় রক্তবর্ণো বৈশ্যঃ পীতবর্ণঃ
শূদ্রঃ কৃষ্ণবর্ণঃ ইতি—

শাস্ত্র যে বলিতেছেন ব্রাহ্মণ শ্বেতবর্ণ, ক্ষত্রিয় রক্তবর্ণ, বৈশ্য পীতবর্ণ এবং শূদ্র কৃষ্ণবর্ণ।

নিয়মাভাবাৎ—কিন্তু বাস্তবিক এ নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায়।

পিত্রাদি শরীরদহনে পুত্রাদীনাং ব্রহ্মহত্যাদি দোষসম্ভবাৎ।

দেহই যদি ব্রাহ্মণ হয় তাহা হইলে পিতার মৃত্যুর পর পুত্র যদি সে দেহের সৎকার করে তাহা হইলে তাহার ব্রহ্মহত্যার পাপ হইবার কথা।

তর্হি জাতি ব্রাহ্মণ ইতি—তাহা হইলে কি জাতি ব্রাহ্মণ ?

ন—না।

জাত্যন্তরজন্তুষ্বনেকজাতিসম্ভবা মহর্ষয়ো বহবঃ সন্তি—

নানা জাতি এবং জন্তু হইতে বহু ঋষি জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন।

ঋষ্যশৃঙ্গো মৃগ্যাঃ, কৌশিকঃ কুশাৎ, জাম্বুকো জম্বুকাৎ, বাল্মীকো বল্মীকাৎ, ব্যাসঃ কৈবর্ত্তকন্যকায়াম, শশপৃষ্ঠাৎ গৌতমঃ, বশিষ্ঠ উর্ব্বশ্যাম, অগস্ত্যঃ কলসে জাত ইতি শ্রুতত্বাৎ—

যেমন ঋষ্যশৃঙ্গ মৃগী হইতে, কৌশিক কুশ হইতে, জাম্বুক শৃগাল

হইতে, বল্মীক হইতে বাল্মীক, কৈবর্ত্তকন্যা হইতে ব্যাস, খরগোশ পৃষ্ঠ হইতে গোতম, উর্ব্বশী হইতে বশিষ্ঠ এবং কলস হইতে অগস্ত্য জাত হইয়াছেন।

তর্হি জ্ঞানং ব্রাহ্মণ ইতি—তাহা হইলে কি শাস্ত্রীয় জ্ঞানই ব্রাহ্মণের লক্ষণ?

ন—না।

ক্ষত্রিয়াদয়োঽপি পরমার্থদর্শিনোঽভিজ্ঞা বহবঃ সন্তি।

কারণ ক্ষত্রিয়দের মধ্যেও অনেক পরমার্থদর্শী, অভিজ্ঞ এবং পণ্ডিত আছেন।

তর্হি কর্ম্ম ব্রাহ্মণ ইতি—তবে কি বর্ত্তমান কর্ম্মের দ্বারাই ব্রাহ্মণ হয়?

ন—না।

সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং প্রারব্ধসঞ্চিতাগামি কর্ম্মসাধর্ম্মদর্শনাৎ—

কারণ সকল প্রাণিতেই তাহার প্রারব্ধ, সঞ্চিত ও আগামী কর্ম্ম প্রকাশিত হইয়া থাকে।

তর্হি ধার্ম্মিকো ব্রাহ্মণ ইতি—তাহা হইলে কি ধর্ম্মই ব্রাহ্মণ?

ন—না।

ক্ষত্রিয়াদয়ো হিরণ্যদাতারো বহবঃ সন্তি—

কারণ হিরণ্যদাতা ধার্ম্মিক বহু ক্ষত্রিয় আছেন।

তর্হি কো বা ব্রাহ্মণো নাম—

তাহা হইলে ব্রাহ্মণ বলিতে কি বুঝা যায়?

যঃ কশ্চিদাত্মানমদ্বিতীয়ং জাতি গুণ ক্রিয়াহীনং ষড়ূর্ম্মিষড়্‌ ভাবেত্যাদি সর্ব্বদোষ রহিতং সত্যজ্ঞানানন্দানন্তস্বরূপং স্বয়ং নির্ব্বিকল্পমশেষকল্পাধার-মশেষভূতান্তর্যামিত্বেন বর্ত্তমানমন্তর্ব্বহিশ্চাকাশবদনুস্যূতমখণ্ডানন্দস্বভাব-প্রমেয়মনুভবৈকবেদ্যমপরোক্ষতয়া ভাসমানং করতলামলকবৎ সাক্ষাদ-

পরোক্ষীকৃত্য কৃতার্থতয়া কামরাগাদিদোষরহিতঃ শমদমাদিসম্পন্নোভাব-মাৎসর্য্যতৃষ্ণাশামোহাদিরহিতো দম্ভাহংকরাদিভিরসংস্পৃষ্টচেতা বর্ত্তত এবমুক্ত লক্ষণো যঃ স এব ব্রাহ্মণ—

যিনি আত্মাকে অদ্বিতীয়, জাতি গুণ ক্রিয়াহীন, জন্মাদি ষড়ূর্ম্মি, কামাদি ষড়্ভাব প্রভৃতি দোষ রহিত এবং সত্য, জ্ঞান, আনন্দস্বরূপে-ত্যাদি বলিয়া হস্তস্থিত আমলক ফলের ন্যায় প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া কামরা-গাদি দোষ বর্জ্জিত, শমদমাদি সম্পত্তি ঘটক সম্পন্ন প্রভৃতি লক্ষণযুক্ত, তিনিই ব্রাহ্মণ।

ইতি শ্রুতি স্মৃতি পুরাণেতিহাসানানভিপ্রায়ঃ—ইহাই শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ, ইতিহাসের অভিপ্রায়।

এখন একবার শ্রীবুদ্ধ ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে কি বলেন দেখা যাউক,—

"হে দুবুদ্ধে! তোমার জটাজুটে, এবং মৃগচর্ম্মে ফল কি? তোমার অভ্যন্তর রাগাদি ক্লেশরূপ হনন দ্বারা পরিপূর্ণ, তুমি বাহ্যশরীর পরিমার্জ্জিত করিতেছ!"

"যিনি ধূলি ধুসরিত জীর্ণ বস্ত্র ধারণ করেন, যিনি কৃশ এবং ধমনী সন্তত গাত্র এবং যিনি একাকী বনে (নির্জ্জনে) বিচরণ করেন এবং ধ্যান সমাধি রত তাঁহাকে আমি ব্রাহ্মণ বলি।"

"ব্রাহ্মণ জাতিতে উৎপন্ন হইলে কিম্বা ব্রাহ্মণ ঔরসজাত হইলে আমি তাহাকে ব্রাহ্মণ বলি না, কারণ, সে যদি রাগাদি মলে মলিন হয় তাহা হইলে কেবল ভোবাদী হইবে (অর্থাৎ হে মহাশয়, আমি ব্রাহ্মণ এইরূপ কথনশীল হইবে); কিন্তু (যিনি) আসক্তিরহিত এবং নিষ্পাপী তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।"

যখন যুগ প্রবর্ত্তকেরা আসেন তখন তাঁহারা অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা

করিয়া থাকেন। অবস্থাচক্রে পড়িয়া আচার্য্য শঙ্কর এবং রামানুজ বেদাধিকার লইয়া "শূদ্র" শব্দের বোধ হয় অযথা অর্থ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু যে দেশের শাস্ত্র বলেন সত্যই ব্রাহ্মণের লক্ষণ, কারণ নৈতদব্রাহ্মণো বিবক্তুমর্হতি—ব্রাহ্মণ না হইলে সত্য কথা দৃঢ়তার সহিত বলিতে সমর্থ হয় না; অতি নীচ যোনি হইলেও যে দেশের আচার্য্য বলেন, সমিধং সোম্যাহরোপ ত্বা নেষ্যে ন সত্যাদগা—হে সৌম্য, তুমি সমিধ আহরণ কর, আমি তোমাকে উপনীত করিব, কারণ, তুমি সত্য হইতে স্খলিত হও নাই; যে দেশের নারী মন্ত্র-দ্রষ্টা বাক্, জনক সভায় বিচারপরায়না গার্গী, শঙ্কর মণ্ডল তর্কযুদ্ধে মধ্যস্থা উভয়ভারতী, যে দেশের অবতার রাম, কৃষ্ণ, গৌরাঙ্গ, যে দেশের মহাপুরুষ কবির, রুহিদাস, হরিদাস—সে দেশের পণ্ডিতমণ্ডলী যদি শূন্য অর্থবাদ লইয়া চিরকাল ব্যস্ত থাকেন, আমরা তাঁহাদিগকে করজোড়ে বলি—নিদ্রোত্থিত বেদান্তকেশরীর গর্জ্জন শ্রবণ কর—পাশ্চাত্য জড়-বিজ্ঞানের সর্ব্বধ্বংসী করাল করবালের ভীম-আস্ফালন হইতে—"নহি নহি রক্ষতি ডুকৃঞ করণে।"

শ্রীবুদ্ধ ও তাঁহার ধর্ম্ম।

You must not imagine that there was ever a religion in India called Buddhism, with temples and priests of its own order! Nothing of the sort. It was always within Hinduism—only at one time the influence of Buddha was paramount and this made the nation monastic.

—Vivekananda.

সমগ্র হিন্দুধর্ম্ম-মহাসমুদ্র মন্থনোদ্ভব নির্ব্বাণামৃত কলসহস্ত ধন্বন্তরি শ্রীবুদ্ধদেবের রহস্যময় জন্মগ্রহণ বৃত্তান্ত আমরা সকলেই জানি—যাহা প্রায় সকল অবতারেই ঘটিয়াছে! একটী নক্ষত্র হইতে অপূর্ব্ব জ্যোতি রত্ন-প্রসূ নারী মায়ার অঙ্গে প্রবেশ করে এবং তাহাতেই তিনি রত্ন গর্ভ ধারণ করেন। তাহারই ফল জগতে এই অতুল মণি শ্রীবুদ্ধ। রাজপুত্র সন্ন্যাসী হইয়া যাইবে এই ভয়ে পিতা শুদ্ধোধন স্বর্ণ পিঞ্জরে পোষা পাখীর ন্যায় তাঁহাকে প্রমোদ কাননে রাজধানী কপিলা বস্তুতে রাখিয়া দিলেন।—কিন্তু ব্যাধি, জরা, মৃত্যু ও সন্ন্যাসী পরে নর্ত্তকীর বীভৎস মূর্ত্তি দেখিয়া তাঁর চটক ভাঙ্গিল—শব দেখিয়া সিদ্ধার্থ শিহরিয়া জীবের দুঃখে কাঁদিয়া উঠিলেন, এবং সূতকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

ইহাই কি সকলের পরিণাম?

হাঁ, প্রভু।

কেন আমার বিম্বাধরা রমণীদের—তাহাদের কোমল অঙ্গও কি জরায় লোল হইবে?

তাহাদেরও! সিদ্ধার্থ পুনরায় চিন্তা করিয়া বলিলেন,—

আমার দেহেরও কি ঐ পরিণাম।

হাঁ প্রভু, আপনারও! যাহাদের জন্ম আছে তাহাদের মৃত্যু অনিবার্য্য। রাজপুত্র শুনিয়া নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। কিন্তু সে নিস্তব্ধতার অন্তরে সমগ্র সাগর-ব্যাপী প্রবল তরঙ্গের একত্র সমাবেশ হইল। চন্নকে কহিলেন—রথ ফিরাও, বুঝিয়াছি, সন্ন্যাসই জীবের একমাত্র আশ্রয়।

এদিকে জীবের মুক্তি চিন্তা করিয়া অন্তরীক্ষে দেবতারা আনন্দধ্বনি করিলেন। লীলাময়ের জগৎরঙ্গমঞ্চের একটী পট পরিবর্ত্তন হইল। নবজাত-শিশু-ক্রোড়ে নিদ্রিতা গোপা ও অতুল মহিমান্বিত রাজপদ সমস্তই তুচ্ছ করিয়া জগদ্‌গুরু জীবের মুক্তির উপায় আবিষ্কারের জন্য বাহির হইলেন। নানাদেশ বিদেশ ঘুরিলেন, নানাতন্ত্র মন্ত্র বেদ বেদান্ত দেখিলেন কোথাও শান্তি পাইলেন না। অবরুদ্ধ সিংহের ন্যায় মুক্তির পথের সন্ধান না পাইয়া উন্মাদের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। পরে নানা সঙ্কল্প বিকল্পের মধ্যে তাঁহার এক দৃঢ় সঙ্কল্প আসিল "ইহাসনে মে শুষ্যতু শরীরম্ ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু। অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্প-দুর্ল্লভাম্ নৈবাসনাৎ কায়ঃ সমুচ্চলিষ্যতে॥" যুগ, যুগ প্রবাহী সংস্কার তরঙ্গিনীকে যেন তিনি মুহূর্ত্তের মধ্যে ভীম বিক্রমে তাহার নিজ জন্মস্থানে পুনরায় ফিরাইয়া লইয়া যাইতে ইচ্ছা করিলেন। হইলও তাহাই। সিদ্ধার্থ বুদ্ধত্ব লাভ করিলেন—মারের চাতুরী খাটিল না। সকল জড় জীব প্রাণী আনন্দে জয়ধ্বনি করিল, সেদিন হইতে তাহারা জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি ও বিরহ এই পঞ্চ মহাদুঃখের কবল হইতে রক্ষা পাইল।

দান করিবে, সত্য কথা বলিবে, হিংসা করিবে না, সৎ কর্ম্মের ফল সুখ, অসৎ কর্ম্মের ফল দুঃখ, সমস্ত বাসনা ত্যাগ না করিতে পারিলে

মুক্তিলাভ হয় না—এ সকল কথাত ভারতবর্ষে নূতন নহে—তবে শ্রীবুদ্ধ ভারতে এবং জগতে কি নূতন দান করিলেন?—তাঁহার প্রথম ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান নির্ভীকতা। যে মুহূর্ত্তে যাহা সত্য বলিয়া বুঝিতেছ দেবদত্ত ও চিঞ্চার ন্যায় ধূর্ত্তের শত চাতুরীসত্ত্বেও তৎক্ষণাৎ তাহা উচ্চৈঃস্বরে সকলের নিকট বল ও দৃঢ়তার সহিত উহা সম্পাদন কর। সংসার যদি মিথ্যা বুঝ এই মুহূর্ত্তেই ত্যাগ কর। বেদ, হাঁ মানিব, যদি আমার বিবেক-বৈরাগ্য প্রসূত অপরোক্ষানুভূতির সহিত মিলে।—দেখিতে পাই, জগতে যদি এমন কোনও লোক জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন, যিনি কখনও জ্ঞানতঃ ভাবের ঘরে চুরি করেন নাই, তাহা হইলে তিনি আমাদের বুদ্ধ। তাঁহার দ্বিতীয় দান সঙ্ঘ। আশ্রম ভারতবর্ষে অনেক কাল ধরিয়াই ছিল কিন্তু এ ধর্ম্মসঙ্ঘ অতি অদ্ভুত। যখন জগৎ অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন তখন এই সঙ্ঘ-সন্তানেরা পৃথিবীর একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত শ্রীবুদ্ধের আলোক-বাণী বহন করিয়াছিলেন। তাঁহার তৃতীয় দান, চিত্ত শুদ্ধির জন্য সেবা—ইঁহারা যাগযজ্ঞ করিতেন না, ঔষধ-পথ্য, বিদ্যা ও ধর্ম্মদানের দ্বারা জীবের কল্যাণ সাধন করিতেন। এই সকল কর্ম্মকে চিত্তশুদ্ধির একমাত্র উপাদানরূপে তাঁহারা স্থির করিয়াছিলেন; চিত্তশুদ্ধির জন্য সোমরস, সহধর্ম্মিণী, পশুবধ প্রভৃতি কিছুরই প্রয়োজন বোধ করিতেন না। শ্রীবুদ্ধের পঞ্চম দান উপনিষদ্। যে শাস্ত্র এতদিন অরণ্যের মধ্যে দুই চারি জন মাত্র ভোগ করিতেন ও লুক্কায়িত রাখিয়াছিলেন, তাহাই তিনি নিজ অধ্যবসায় বলে উদ্ধার করিয়া জগৎ সমক্ষে ছড়াইয়া দিয়াছিলেন। তিনিই প্রথম জগৎকে দেখাইয়াছেন যে সত্যের উপর, ধর্ম্মের উপর এবং শাস্ত্রের উপর সকলেরই সমান অধিকার। যাহা সত্য স্বরূপ তাহার নিকট 'জাতি কুলের ভরম্' নাই। তাঁহার ষষ্ঠ দান স্ত্রীলোকের মুক্তি—তাহাদিগকে সন্ন্যাসের অধি-

কারী তিনিই জগতে প্রথম করেন এবং উহা হইতে স্ত্রী সঙ্ঘের উৎপত্তি হয় এবং যাহার পরম পবিত্র ফল—সঙ্ঘমিত্তা।

উপনিষদ্ কথাটি শুনিয়া অস্মদ্দেশীয় কোনও কোনও শ্রেণীর শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতেরা হয় ত বলিয়া বসিবেন, 'এ কিরূপ হইল! সৌগত ধর্ম্ম ত নিরীশ্বরবাদ পাষণ্ড ধর্ম্ম। শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মসূত্রে ইহার মত খণ্ডন করিয়া গিয়াছেন। শ্রীনারায়ণ ত অসুরদিগকে ভুলাইবার জন্য এই নাস্তিক-বাদ প্রচার করিয়াছেন। একথা ত স্পষ্ট করিয়া ভাগবতে আছে।'—আবার অপরদিকে পাশ্চাত্য পণ্ডিত মহাশয়েরা বলিয়া থাকেন, "উৎপত্তির দিক হইতে তথাকথিত ঈশ্বরপ্রদত্ত স্বত্ব স্বামিত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত, সামাজিক উচ্চ জন্ম ও উচ্চ পদের অভিভবকারী অত্যাচারের বিরুদ্ধে মানবের যে সাধারণ ব্যক্তির বুদ্ধি মাথা তুলিয়া দাঁড়ায় সেই সকল অতি মহৎ ও সর্ব্বথা সম্পূর্ণ প্রতিক্রিয়াগুলির মধ্যে এই বৌদ্ধধর্ম্ম অন্যতম। ইহা এমন একজন লোকের ধর্ম্ম, যিনি খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রারম্ভে ব্রাহ্মণ পুরোহিতদিগের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিতে ও স্বীয় সরল ও নীতিগত শিক্ষা প্রভাবে ভারতীয় জন সঙ্ঘকে তাহাদের অতীত হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করিয়া দাঁড় করাইয়া দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।" *

"বুদ্ধ প্রচারিত ধর্ম্মমতের ভারতীয় দর্শন, সিন্ধু ও গঙ্গাতীরোদ্ভূত আর্য্যেতিহাস হইতে, সহস্র বৎসর অনুশীলিত ভাবগুলি হইতে বিচ্ছিন্ন। সমগ্র সনাতন ধর্ম্ম ও তৎসহ তদানীন্তন সমাজভিত্তির মূলোচ্ছেদ করিয়া একমাত্র তাঁহারই কথায় উহা দৈবাৎ গড়িয়া উঠিল, যিনি ঘোষণা করিলেন যে নিজ শক্তিবলেই তিনি সত্য আবিষ্কারে সমর্থ হইয়াছেন। এবং তাহা সকলেরই অধিগম্য। এই মতবাদ যেরূপে উত্তরোত্তর বিশালভাবে

* Weber.

বহুলোকের মনে প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছিল, ইতিহাসে সে ঘটনা অতুলনীয়।"†

"পৌরোহিত্যোম্মোথিত বর্ণবিভাগবিধ্বস্ত জাতির পরিত্রাতা, সাহসী সংস্কারক এবং নূতন চিন্তার প্রবর্ত্তক হইয়া যিনি অপরের বহুকালের আকাঙ্ক্ষাপূর্ণ অভাবটীকে পুরুষকার সহায়ে পূর্ণ করিতে প্রবৃত্ত হইবেন এবং ধর্ম্মমত সম্বন্ধে স্বাধীন চিন্তার দাবী ঘোষণা করিয়া যাজককুলের দুঃসহ অসাধারণ প্রতিপত্তি ও সকল জাতিগত উচ্চাধিকারের প্রতিবিধান করিতে সক্ষম হইবেন এতাদৃশ একজন লোকের প্রয়োজন ঘটিয়াছিল।"‡

কিন্তু বাস্তবিক কি তাহাই? বৌদ্ধধর্ম্ম যে আমাদের ঘরের কথা এই ত্রিপিটকীয় ধর্ম্ম যে বহু পূর্ব্ব হইতে বেদেই নিহিত ছিল তাহা বৈদিক ও বৌদ্ধধর্ম্ম § নামক প্রবন্ধে দেখাইয়াছি। উপযুক্ত স্থান বোধে তাহার পুনরাবৃত্তি করা যুক্তিসঙ্গত বোধ করিতেছি। যাহা হউক বিষয়টী বিশেষ-ভাবে অনুধাবন করিবার জন্য 'পীয়দশী' অশোকের দ্বাদশ গির্ণার অনুশাসন উদ্ধৃত করিব,—

"দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা সকল সম্প্রদায়ের কি সন্ন্যাসী, কি গৃহস্থ সকলকেই দান ও বিবিধ সম্মান সহকারে সম্বর্দ্ধনা করিয়া থাকেন। সেইরূপ দান বা পূজা ব্যতীত অন্য দান বা পূজাকে দেবপ্রিয় উৎকৃষ্ট মনে করেন না—যাহাতে সকল সম্প্রদায়ের সার বৃদ্ধি হয়। সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায়েরই সার বৃদ্ধি বিভিন্ন প্রকারের। কিন্তু তাহার মূলে বাক্য সংযম—কিরূপ? স্বধর্ম্মীর সম্মান ও পরধর্ম্মীর নিন্দা সামান্য বিষয়ে

---

† Max Duncker.

‡ Prof: Monier Williams.

§ 'উদ্বোধন'—অগ্রহায়ণ, ১৩২৪

যেন আদৌ না হয় এবং বিষয় বিশেষে যেন অতি অল্পই হয়। কোনও কোনও কারণে পরধর্ম্মীদিগেরও পূজা করা কর্ত্তব্য। ইহা দ্বারা সধর্ম্মীদিগের সমুন্নতি হয় ও পরধর্ম্মীদিগের অপকার হয়। যদি কেহ সম্প্রদায়ের প্রতি অনুরক্তিবশতঃ বা স্বধর্ম্মীদিগের গৌরববর্দ্ধনার্থ সধর্ম্মীদিগের পূজা ও পরধর্ম্মীদিগের নিন্দা করে, সে বিশেষরূপে স্বসম্প্রদায়ের হানি করে। সুতরাং সমবায়ই ভাল।—কিরূপ? সকলে পরস্পরের ধর্ম্ম শ্রবণ করুক এবং উত্তরোত্তর শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করুক। দেবপ্রিয় এইরূপ ইচ্ছা করেন।—কিরূপ? সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বীরাই বহু অধ্যয়নসম্পন্ন এবং কল্যাণকর নীতিযুক্ত হউক। যাহারা যে যে ধর্ম্মে অনুরক্ত তাহাদিগকে বলা উচিত যে দেবপ্রিয়ের সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বীদিগের সার বৃদ্ধি যেরূপ আদরণীয়,—দান বা পূজা সেরূপ নহে। এই নিমিত্ত নানাবিধ মহামাত্র্য বচভূমিকেরা ও অন্যান্য অনেক রাজকর্ম্মচারিগণ ব্যাপৃত আছেন। উহার ফল তত্তদ্ সম্প্রদায়ের সমৃদ্ধি ও ধর্ম্মের বিকাশ।" আবার দেখা যায় হিন্দুর যেমন গীতা, বৌদ্ধের তেমনি "ধর্ম্মপদ" এই ধর্ম্মপদের আদর্শভাগের নাম "ব্রাহ্মণ বগ্‌গো।" তাহা ছাড়াও সম্রাট অশোকের অন্যান্য অনুশাসনে দেখিতে পাওয়া যায় "ব্রাহ্মণ এবঃ শ্রনণদিগের প্রতিসদ্ব্যবহার" "ব্রাহ্মণ ও শ্রমণদিগের দর্শন ও দান," "ব্রাহ্মণ ও শ্রমণদিগকেদান প্রভৃতি কার্য্যকে সাধুকার্য্য বলে।" ইহা হইতে স্পষ্টই অনুমিতহয় যে তৎকালীন বৌদ্ধধর্ম্ম, ইদানীং যেমন হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে নানা সম্প্রদায় সত্ত্বেও তাহারা সকলেই হিন্দু বলিয়া পরিচয় দেয় এবং পরস্পরের মধ্যে বিবাহাদি কার্য্যও প্রচলিত আছে, সেইরূপ হিন্দুধর্ম্মের একটী প্রবল সম্প্রদায় মাত্র ছিল। বৌদ্ধ গ্রন্থে বিশাখাদির উপাখ্যান পাঠ করিয়া বেশ বুঝা যায় বৌদ্ধ যুগে হিন্দু ও বৌদ্ধে অবাধে বিবাহ হইত; বৈদিক

ক্রিয়াকাণ্ড বৌদ্ধ গৃহস্থেরা মানিয়া চলিতেন; তাহাদেরও গৃহদেবতা থাকিত, তাহাকে ভোগ রাগাদি দেওয়া হইত; জাতি বিভাগ মানিয়া সকলে চলিতেন; স্ত্রীজাতির হীনত্ব জ্ঞান বৌদ্ধধর্ম্মেও প্রবল মাত্রায় ছিল। ম্যাক্সমূলর সত্যই বলিয়াছেন, বৌদ্ধধর্ম্মের অঙ্কুরোৎপত্তির স্থান উপনিষদের মধ্যেই আছে। উপনিষদ্ প্রোক্ত ধর্ম্মাভিমতগুলিকে চরম বিকাশের পথে পৌছাইয়া দিলে যাহা দাঁড়ায় বৌদ্ধধর্ম্ম যে শুধু তাহারই সমর্থক তাহা নহে, পরন্তু ইহা সেই জ্ঞানোপলব্ধি সহায়ে একটী নূতন সামাজিক শৃঙ্খলারও বিন্যাস করিয়াছে। মতবাদ হিসাবে বেদান্তের যাহা সর্ব্বোচ্চ লক্ষ্য সেই আত্মোপলব্ধিই বৌদ্ধের সম্যক সম্বোধি ছাড়া আর কিছু নহে। আচার অনুষ্ঠানের দিক হইতে সন্ন্যাসী যাহা ভিক্ষুকও তাহাই, তবে সে ব্রাহ্মণ বিদ্যার্থিগণের নীরস আত্ম সংযমন, ব্রাহ্মণ গৃহস্থকুলের নানা কর্ত্তব্য ভার ও ব্রাহ্মণ প্রব্রজিতগণের নানারূপ কৃচ্ছ্রতাপূর্ণ সাধনার ভার হইতে উন্মুক্ত। সন্ন্যাসীর উচ্চ আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা বৌদ্ধধর্ম্মে সঙ্ঘ অথবা ভ্রাতৃমণ্ডলীর সাধারণ সম্পত্তি—সেই মণ্ডলীর দ্বারা তরুণ কিংবা বৃদ্ধ, ব্রাহ্মণ কিম্বা শূদ্র, ধনী কিম্বা দরিদ্র, জ্ঞানী অথবা মূর্খ সকলেরই নিকট উন্মুক্ত। বস্তুতঃ বৈদিক ভারত ও ত্রিপিটকীয় ভারত সম্পর্ক-শূন্য নহে—উভয়ের মধ্যে একটা ঐতিহাসিক ক্রমপরম্পরা বর্ত্তমান এবং আপাত দৃষ্টিতে তীব্র বিরোধ সমন্বিত যে সকল চূড়ান্ত রকমের পার্থক্য আমরা দেখিতে পাই তাহাদের মীমাংসা উপনিষদের মধ্যে অনুসন্ধান করিতে হইবে।

দর্শন ও ধর্ম্ম মূলতঃ একই ভিত্তির উপর স্থাপিত। দর্শনের কার্য্য স্বধর্ম্মকে বিচারের দ্বারা স্থাপিত করা। সময় সময় এই দর্শনশাস্ত্র বিদেশের এবং অপর ধর্ম্মের চিন্তা দ্বারা প্রভাবিত হইয়া অন্যরূপ ধারণ করে।

কিন্তু প্রাচীন বৌদ্ধধর্ম্ম ও দর্শনে অপর কোনও বিজাতীয় চিন্তার ছাপ পড়ে নাই। কাজে কাজেই যদি আমরা প্রাচীন বৌদ্ধধর্ম্মের মূল তত্ত্বগুলির সহিত প্রাচীনতর বৈদিক ধর্ম্মের তুলনা করি তাহা হইলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে বৈদিক ধর্ম্মের মহান্ তত্ত্ব গঙ্গোত্রী হইতে বৌদ্ধধর্ম্মরূপ আর একটী নব ধারার উৎপত্তি হইয়াছে মাত্র। সে ধারা স্বদেশের সরসতা সম্পাদন করিয়া, নিজ সঙ্কীর্ণ জাতীয় গণ্ডী অতিক্রম করিয়া সমগ্র জগতের অনুর্ব্বর ভূমি সিক্ত করিয়াছে। পঞ্চ দুঃখ, কর্ম্মবাদ, শূন্যবাদ প্রভৃতি অমূল্য মণি বৈদিক ধর্ম্মের খনিতে বহুদিন হইতেই লুক্কায়িত ছিল। শ্রীবুদ্ধ পুনরায় তাহাদের আবিষ্কার করিলেন এবং সর্ব্বলোক সমক্ষে নূতন ভাষায় নূতন ভাবে সেই তত্ত্বের পুনঃপ্রচার করিলেন—যে দেবতা অরণ্যে গুটিকয়েক লোকের উপাস্য ছিলেন তাঁহাকে নগরের মধ্যে সকলের হৃদয় সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এ কার্য্য ভারতে নূতন নহে। ভারতের ভগবান্ বহুবার এই দেশকে এই ভাবে পুনঃ পুনঃ রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন।

অনেকেই প্রশ্ন করে যদি বৈদিক ধর্ম্মের সহিত বৌদ্ধ ধর্ম্মের এতই সম্বন্ধ তবে উহা এখন এত বিজাতীয় ও এত বিসদৃশ হইয়া পড়িল কেন? ইহার মূল কারণ প্রচারকের অভাব। বৌদ্ধযুগের পর তক্ষশীলা, নালন্দা ও বিক্রমশীলার ন্যায় আর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টিও হয় নাই তথা বিক্রমপুরানবাসী দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান ভিক্ষুর ন্যায় দৃঢ়ব্রত সন্ন্যাসীও জন্ম গ্রহণ করেন নাই, যিনি সপ্ততিবর্ষ বয়ঃক্রমকালে হিমালয় লঙ্ঘন করিয়া নব সভ্যতার উদ্বোধন করিবেন। * শ্রীভগবানের ইচ্ছাতেই রাজগৃহ

---

* প্রাচীন বঙ্গের অত্যুজ্জ্বল রত্ন মহাপণ্ডিত দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান বাঙ্গালী জাতির গৌরব। বিক্রমপুরের বৌদ্ধ নরপতি গোবিন্দ পালের রাজত্ব

নিবাসী ভারতীয় ধর্ম প্রচারের জন্ত আর শাঙ্গনবাসুও জন্মগ্রহণ করিলেন না। শ্রীবুদ্ধ ভারতবর্ষীয় আধ্যাত্মিক সমুদ্রে একটা বিশাল নব তরঙ্গ, শ্রীশঙ্কর আর একটি। প্রথমটি হইতে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচি মালা নিঃসৃত হইয়া ভারতের চতুঃসীমা অতিক্রম করিয়া জগতে আধ্যাত্মিকতার বন্যা লইয়া গিয়াছিল, কিন্তু অপরটির সময় তাহা হয় নাই। বৌদ্ধ ভিক্ষুমণ্ডলী জগতের প্রতি অন্ধকারময় স্থানে শ্রীবুদ্ধদেবের জ্ঞানালোক লইয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু ভারতে যখন পুনরায় নব তরঙ্গের উত্থান হইল তখন সে তরঙ্গ আর স্বদেশের গণ্ডী ছাড়াইয়া অপর পারে পৌঁছিল না। শ্রীশঙ্করের প্রচারের পর ভারতবাসী বুঝিল তাহারা ঋজুপথ ত্যাগ করিয়া বক্র পথ অবলম্বন করিয়াছে—উহা বুঝিয়া তাহারা পুনরায় সত্য পথ অবলম্বন করিল। কিন্তু ভারতীয় ধর্ম্মাবলম্বী অপর দেশসমুহে কি হইল?

কালে ৯৮০ খৃষ্টাব্দে বিক্রমপুরের অন্তর্গত বজ্রযোগিনী গ্রামে ইনি ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহার পূর্ব্ব নাম আদিনাথ ছিল। ইনি যোগ শিক্ষার্থ মহাত্মা ধর্ম্মরক্ষিতের নিকট বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হন, অনন্তর ব্রহ্মদেশে গমন করিয়া ১২ বৎসর কাল মহাযোগী চন্দ্রকীর্ত্তির নিকট যোগ শিক্ষা করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন, এবং তদনন্তর স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক রাজা ন্যায়পালের সময় বিক্রমশীল বিহারের অধ্যক্ষ হন। তিব্বতরাজ হলা লামাও তিব্বতের বৌদ্ধ ধর্ম্মের উন্নতি সাধন করিবার জন্ত প্রভূত সুবর্ণ মুদ্রা ও একশত পরিচারক বিক্রমশিলায় পাঠাইয়া দেন। কিন্তু তিনি যাইতে অস্বীকৃত হওয়ায়, পরিচারকগণ ভগ্ন মনোরথ হইয়া ফিরিয়া যায়। হলা লামাওর মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রগণ অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া তাঁহাকে তিব্বতে লইয়া যাইতে সমর্থ হন। এই মহাপুরুষ ১০০৮ খৃষ্টাব্দে ৫৮ বৎসর বয়সে তিব্বতে গমন করেন ও ১০৫৩ খৃষ্টাব্দে

সে আলোক তথায় পৌঁছাইল না—জ্ঞানালোকবহনকারী প্রচারকের অভাবে বিদেশে ভারতীয় ধর্ম্ম নূতন আকার ধারণ করিতে লাগিল, উপরন্তু তত্তৎদেশীয় মনীষীরা নব নব যুক্তি ও তথ্যের আবিষ্কার করিয়া তাহাকে মাতৃভূমি হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন।

অন্ধকারে আলোক অধিকতর উজ্জ্বল দেখায়, তাই বিদেশের বুদ্ধ এত উজ্জ্বল। কিন্তু ভারতবাসী তাহাকে অসংখ্য মহাপুরুষের মধ্যে আর একখানি আসন পাতিয়া দিয়াছিল তাহার অসংখ্য অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্রমালার মধ্যে যেন আর একটী নক্ষত্র ফুটিয়া উঠিয়াছিল। ভারতবাসী তাঁহাকে পূজা করে—অবতার বলিয়া মানে কিন্তু তাঁহার পথ যে একমাত্র পথ তাহা তাহারা স্বীকার করে না। তাহারা বলে, শ্রীভগবান মানবের অবস্থা বুঝিয়া মানবদেহ ধারণ করিয়া একই সত্য নানা ভাবে প্রচার করিতেছেন। ভারতের ভগবান মানবের তৎকালীন অবস্থা বুঝিয়া

৭৩ বৎসর বয়সে মানবলীলা সম্বরণ করেন। এই অসাধারণ শক্তিশালী মহাপুরুষ তিব্বতে উপস্থিত হইয়া বৌদ্ধ ধর্ম্মের সংস্কার সাধন করেন। তেঙ্গুরের অন্তর্গত অনেকগুলি গ্রন্থ অদ্যাপি তাঁহার অমর কীর্ত্তির পরিচয় দিয়া বঙ্গের মুখ উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। তাঁহার ন্যায় জগদ্বিখ্যাত অসাধারণ পণ্ডিত ও এ সময়ে মাতৃ ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। সুতরাং এই সময়ের বঙ্গ সাহিত্যের সৌভাগ্য বড় কম ছিল না। ইঁহার রচিত অনেকগুলি বাঙ্গালা গ্রন্থ ছিল, তাহার একখানির নাম "বজ্রাসন বজ্রগীতি" এক খানির নাম "চর্য্যাগীতি" এবং অন্য এক খানির নাম "দীপঙ্ক শ্রীজ্ঞান ধর্ম্ম গীতিকা।"

ভারতবর্ষ চৈত্র ১৩২৮ (?) কবিকঙ্কন যুগের বঙ্গ সাহিত্য—শ্রীবিপিন বিহারী সেন বিদ্যাভূষণ বি, এল।

শ্রীবুদ্ধ হইয়া আসিয়া ভারত এবং ভারতের সনাতন ধর্ম্মকেই গরীয়ান্ করিয়াছিলেন।

এখন একবার বৈদিক ও ত্রিপিটকের মূল তত্ত্বগুলি লইয়া আলোচনা করা যাক্। সাংখ্যকারিকায় দেখিতে পাই—

দুঃখ ত্রয়াভিঘাতাজ্জিজ্ঞাসা তদবঘাতকে হেতৌ।
দৃষ্টে সাপার্থা চেন্নৈকান্তাত্যন্ততঽভাবাৎ॥

এই যে দুঃখত্রয় বা ত্রিতাপ, ইহাই বৌদ্ধধর্ম্মের বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান ও রূপ এই পঞ্চস্কন্ধ দুঃখরূপ বৈরাগ্যের কারণ বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রুতির "যতোবাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" বাক্যই "অনক্ষরস্য ধর্ম্মস্য শ্রুতিঃ কা দেশনা চ কা" এই শ্রীবুদ্ধ বাক্যরূপে প্রকাশিত হইয়াছে।

ন তত্র সূর্য্যোভাতি ন চন্দ্র তারকাম।
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ॥
নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীং নাসীদ্রজো নো ব্যোমা পরোযৎ।
কিমাবরীবঃ কুহকস্য শর্ম্মন্নংভঃ কিমাসীদ্গহনং গভীরং॥
ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ।

"তৎকালে যাহা নাই তাহাও ছিল না, যাহা আছে তাহাও ছিল না। পৃথিবীও ছিল না, অতি দূর বিস্তার আকাশও ছিল না। আবরণ করে এমন কি ছিল? কোথায় কাহারও স্থান ছিল? দুর্গম ও গম্ভীর জল কি তখন ছিল? তখন মৃত্যুও ছিল না, অমরত্বও ছিল না, রাত্রি ও দিনের প্রভেদ ছিল না" প্রভৃতি বৈদিক মন্ত্রের মধ্যেই সে ভাব দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা শ্রীবুদ্ধদেব নিজের ভাষায় তাহার পুনঃপ্রকাশ করিয়াছেন যথা—

"গম্ভীর মিতি সুভূতে শূন্যতায়া এতদধিবচনম্।"
"শূন্যতায়া এতদধিবচনং যদপ্রমেয়মিতি।"

"যে চ সুভূতে শূন্যা অক্ষয়া অপিতে।"

"শূন্যমাধ্যাত্মিকং পশ্য পশ্য শূন্যং বহির্গতম্।

ন বিদ্যতে সোঽপি কশ্চিদ্ যো ভাবয়তি শূন্যতাম্॥"

বৌদ্ধ ধর্ম্মের "শূন্যম্" "গম্ভীরম্" প্রভৃতি বাক্যের দ্বারা যে সত্য প্রকাশিত হইয়াছে, হিন্দুধর্ম্মে তাহাই "পূর্ণম্" "সৎ" প্রভৃতি শব্দের দ্বারা প্রকাশিত ছিল।

জাতক গ্রন্থের পুনর্জ্জন্মবাদও শ্রুতিতেই বীজাকারে, কখনও বা স্পষ্ট ভাবেই আলোচিত হইয়াছে। কঠোপনিষদে নচিকেতা তৃতীয় বরে বলিতেছেন :—

যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যেঽস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে।

এতদ্ বিদ্যামনুশিষ্টস্ত্বয়াঽহং বরাণামেষ বরস্তৃতীয়ঃ॥

"মৃত মনুষ্য সম্বন্ধে এই যে এক সন্দেহ আছে, কেহ বলেন 'আছে' কেহ বলেন 'নাই' আমি তোমার উপদেশে এই বিষয় জানিতে চাহি; আমার বরের মধ্যে এইটী তৃতীয় বর।"

ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালং।

প্রমাদ্যন্তং বিত্তমোহেন মূঢ়ম্॥

অয়ং লোকো নাস্তি পর ইতি মানী।

পুনঃ পুনর্ব্বশমাপদ্যতে মে॥ কঠ॥

ঈশোপনিষদে আছে—

অসূর্য্যা-নাম তে লোকা অন্ধেনতমসাবৃতাঃ।

তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ॥

"আলোকবিহীন অজ্ঞানরূপ অন্ধকারাবৃত লোকসমূহ আছে। যাহারা আত্মঘাতী, অর্থাৎ যাহারা অবিদ্যাবশতঃ আত্মাকে অস্বীকার করে, তাহারা এই দেহান্তে সেই সমুদায় লোকে গমন করে।"

ছান্দোগ্যে ও বৃহদারণ্যকে

'স্বর্গকামো যজেত,' স সোম লোকে বিভূতিমনুভূয় পুনরাবর্ত্ততে', 'ইষ্টাপূর্ত্তে দত্তমিতি কর্ম্ম তেন প্রতিপত্তব্যঃ পিতৃযানঃ পন্থাঃ প্রকীর্ত্তিতঃ' 'তেষাং ইষ্টাদি কারিনাং যদা তৎ কর্ম্ম পর্য্যবৈতি বিপরিক্ষীনং ভবতি তদা পুনরাবর্ত্তন্তে পুনরত্রৈব জন্ম লভন্তে।'

'প্রাপ্যান্তং কর্ম্মনস্তস্য যৎকিঞ্চেহ করোত্যযম্। তস্মাল্লোকাৎ পুনরেত্যস্মৈ লোকায় কর্ম্মণে।' 'তদ স ইহ রমনীয়চরণা অভ্যাসো হ যত্তে রমণীয়াং যোনিমাপদ্যেরন্ ব্রাহ্মনযোনিং বা ক্ষত্রিয়যোনিং বা বৈশ্য-যোনিংবা। অথ য ইহ কপূয়চরণা অভ্যাশো হ যত্তে কপূয়াং যোনি-মাপদ্যেরন্ শ্বযোনিং বা শূকরযোনিং বা চাণ্ডালযোনিং বা।' 'যথাচারী তথা ভবতি' 'অথৈতযোঃ পথোর্ণকতরেন চ ন তানীমানি ক্ষুদ্রান্যসকৃদাবর্ত্তীনি ভূতানি ভবন্তি জায়স্ব ম্রিয়স্বেত্যেতৎ তৃতীয়ং স্থানং তেনাইসৌ লোকো ন সম্পূর্য্যতে।'

'অতো বৈ খলু দুর্নিস্প্রপতরম ইতি।'

'ত ইহ ব্রীহিযথাওষধিবনস্পতিয়স্তিলমাষা ইতি জায়ন্তে।'

পরে আর একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়া থাকে। শ্রীবুদ্ধ যদি হিন্দু সন্ন্যাসীর মতই জীবন কাটাইয়া গিয়া থাকেন তাহা হইলে মাঝে মাঝে তিনি বেদের উপর তীব্র কটাক্ষ করিয়াছেন কেন? আমরা বলি ভারতবর্ষীয় ধর্ম্মবীরদিগের ধারাই এইরূপ। ইহা কিছু নূতন কথা নহে। তাঁহারা যে মুহূর্ত্তে যাহা সত্য বলিয়া ধারণা করিয়াছেন তৎক্ষণাৎ তাহা মুক্ত কণ্ঠে সকলের সমক্ষে ঘোষণা করিয়াছেন। বেদের ক্রিয়াকাণ্ডকে বহুবার এতদ্দেশীয় আস্তিক বা নাস্তিক দার্শনিকেরা আক্রমণ করিয়াছেন।

ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্তস্মিন্দেবা অধিবিশ্বে নিষেদুঃ।
যস্তন্ন বেদকিমৃচা করিষ্যতি য ইত্তদ্বিদুস্ত ইমা সমাসতে ॥ ৩৯ ১ম।
১৬৪ সূ, ঋক।

"সকল দেবগণ পরম ব্যোমসদৃশ ঋকের অক্ষরে উপবেশন করিয়াছেন। এ কথা যে না জানে ঋক্‌দ্বারা সে কি করিবে? একথা যাহারা জানে, তাঁহারা সুখে অবস্থান করে।"

পুনশ্চ মুণ্ডকোপনিষদে আছে—

তস্মৈ সহোবাচ। দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হস্ম যদ ব্রহ্মবিদো বদন্তি পরাচৈবপরা চ। তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদো—হথর্ব্ববেদঃ শিক্ষাকল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি॥ অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে।

শ্রীভগবান্‌ও বলিয়াছেন,—

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ॥
ত্রৈগুণ্য বিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্য সত্ত্বস্থো নির্য্যোগক্ষেম আত্মবান্‌॥

চার্ব্বাক্‌ দর্শনে আছে—

অগ্নিহোত্রং ত্রয়োবেদাস্ত্রিদণ্ডং ভস্মগুণ্ঠম্‌।
বুদ্ধি পৌরুষহীনানাং জীবিকা ধাতুনির্ম্মিত॥

মহানির্ব্বাণ তন্ত্রেও দেখা যায়—

নির্ব্বীর্য্যয়ঃ শ্রৌত জাতীয়া বিষহীনোরগা ইব।
সত্যাদৌ সফলা আসন্‌ তে মৃতকা ইব॥

যাহা হউক সংক্ষেপে এই সকল বিষয় আলোচনা করিয়া ইহাই

অনুমিত হয় যে বৌদ্ধ ধর্ম্ম হিন্দুজাতির নিজস্ব। যিশু খৃষ্টকে তাঁহার স্বদেশবাসীরা বুঝিতে পারে নাই পরন্তু তাঁহার ভিন্নদেশীয় শিষ্যেরাই তাঁহার ধর্ম্মের যথার্থ অনুশীলন করিয়াছিলেন; কিন্তু শ্রীবুদ্ধের শুদ্ধ-বেদান্ত ধর্ম্ম লইয়া সেরূপ হয় নাই। ইহার ফল পৃথক হইয়াছিল। তাঁহার ধর্ম্ম তাঁহার স্বদেশবাসীরা ঠিক ঠিক ভাবে গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু ধর্ম্মভিত্তিহীন ভিন্নদেশীয় ভারত-শিষ্যেরা সংযোগস্থাপনকারী প্রচারকের অভাবে এবং ধর্ম্মকে তাহার মূল খাতে প্রবাহিত করিবার শক্তিসম্পন্ন ঋষিগণের অভাব প্রভৃতি নানা কারণ বশতঃ যথাযথ অনুশীলন না করিতে পারিয়া ভারতীয় ধর্ম্ম হইতে একটি পৃথক ও বিসদৃশ ধর্ম্মে পরিণত করিয়া ফেলিয়াছে। চীন, জাপান প্রভৃতি বৌদ্ধধর্ম্ম প্রধান দেশসমূহের বর্ত্তমান যুগে নবাদর্শে জাতীয় জীবন গঠন করিবার চেষ্টা উহাই প্রমাণ করিয়া দিতেছে। শ্রীশঙ্কর নামমাত্রাবলম্বী নাস্তিকব্যাভিচার-দুষ্ট বৌদ্ধধর্ম্মকে ভারত বহিস্কৃত করিয়াছিলেন। ধীর ও শান্তচিত্তে অধ্যয়ন করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে শ্রীশঙ্কর ও শ্রীবুদ্ধদেবের মধ্যে সমাজ সংস্কার সম্বন্ধে মত বিরোধ থাকিলেও বুদ্ধদেবের যাহা প্রকৃত ধর্ম্ম তাহাই শ্রীশঙ্কর নিজ ভাষ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। মাধ্যমিক, বৈভাষিক প্রভৃতি নাস্তিক দর্শন যাহা শ্রীশঙ্করাচার্য্য খণ্ডন করিয়াছেন তাহা শ্রীবুদ্ধের মত নয়, উহা তাঁহার অল্পধী শিষ্যদের মস্তিষ্কপ্রসূত। এবং সেই জন্য অস্মদ্দেশীয় কোনও কোনও পরমভাগবত শঙ্কর দর্শনের মধ্যে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ মত দেখিয়া শিহরিয়া উঠিয়াছেন।

এখন কিন্তু বাদ-বিসম্বাদের রজনী গতপ্রায়া। সমন্বয়ের মহাসূর্য্য উদিত হইতেছে 'যতমত ততপথ'রূপ তীব্র জ্ঞানালোকে সকল ধর্ম্মের মধ্যে এক রাসায়নিক সম্মিলন উপস্থিত। হে পাঠক! আসুন আমরা সকলে শ্রীবুদ্ধ প্রভৃতি যুগাবতারদিগের শ্রীচরণে ভক্তিনম্র হৃদয়ে প্রণত হই।

ভারতের বাহিরে বৌদ্ধধর্ম্ম

I go forth to preach a religion of which Buddhism is nothing but a rebel child, and Christianity, with all her pretensions, only a distant echo.

—Vivekananda.

উপরোক্ত মতটি সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত স্বামীজির সহিত ঐ বিষয় লইয়া অনেক পাশ্চাত্য বিদুষীর সহিত যে আলাপন হয় তাহা অগ্রে উদ্ধৃত করিব।

প্রশ্ন—বৌদ্ধ ধর্ম্মকাণ্ড কোথা হইতে আসিল ?

স্বামীজি—বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড হইতে।

প্রশ্ন—অথবা ইহা দক্ষিণ ইউরোপে প্রচলিত ছিল বলিয়া, এইরূপ সিদ্ধান্ত করাই ভাল নয় কি যে বৌদ্ধ, ঈশাহী এবং বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড সকলই এক সাধারণ ভূমি হইতে উদ্ভূত ?

স্বামীজি—না, তাহা হইতেই পারে না! তুমি ভুলিয়া যাইতেছ যে, বৌদ্ধধর্ম্ম সম্পূর্ণ ভাবে হিন্দুধর্ম্মেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল! এমন কি জাতি বিভাগের বিরুদ্ধে পর্য্যন্ত বৌদ্ধধর্ম্ম কিছুই বলে নাই। অবশ্য, জাতি বিভাগ তখনও কোন নির্দ্দিষ্টরূপ লাভ করে নাই, এবং বুদ্ধদেব আদর্শটাকে পুনঃ স্থাপন করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন মাত্র। মনু বলিতেছেন, যিনি এই জীবনেই ভগবৎ সাক্ষাৎকার করেন, তিনিই ব্রাহ্মণ। বুদ্ধদেব এইটী সাধ্যমত কার্য্যে পরিণত করিতে চাহিয়াছিলেন।

প্রশ্ন—কিন্তু ঈশাহী এবং বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের মধ্যে কি সম্বন্ধ? তাহারা এক, ইহা কখনও সম্ভব হইতে পারে? এমন কি, আমাদের পূজাপদ্ধতির যাহা মেরুদণ্ডস্বরূপ, আপনাদের ধর্ম্মে তাহার নাম গন্ধও নাই!

স্বামীজি—নিশ্চয়ই আছে! বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডেও Mass আছে, তাহাই দেবতার উদ্দেশে ভোগ নিবেদন করা, আর তোমাদের Blessed Sacrament আমাদের প্রসাদ স্থানীয়। শুধু গ্রীষ্মপ্রধান দেশের প্রথানুযায়ী উহা হাঁটু না গাড়িয়া, বসিয়া বসিয়া নিবেদন করা হয়। তিব্বতের লোক হাঁটু গাড়িয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন, বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডেও ধূপদীপ দান এবং গীত বাদ্যের প্রথা আছে।

প্রশ্ন—কিন্তু ঈশাহী ধর্ম্মের মত ইহাতে কোন প্রার্থনা আছে কি?

স্বামীজি—না; আর ঈশাহী ধর্ম্মেও কোন কালে ছিল না। এ ত ছাঁকা প্রটেষ্ট্যাণ্ট ধর্ম্ম, এবং প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্ম মুসলমানের নিকট হইতে সম্ভবতঃ মূর জাতির প্রভাবের মধ্য দিয়া, ইহা গ্রহণ করিয়াছিল। পৌরোহিত্যের ভাব একেবারে ভূমিসাৎ করিয়া দেওয়া, সেটা একমাত্র মুসলমান ধর্ম্মই করিয়াছে। যিনি অগ্রণী হইয়া প্রার্থনা পাঠ করেন, তিনি শ্রোতৃবর্গের দিকে পিছন ফিরিয়া দাঁড়ান এবং শুধু কোরাণ পাঠই বেদী হইতে চলিতে পারে। প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্ম এই ভাবটীই আনিতে চেষ্টা করিয়াছে। এমন কি, tonsure পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল, উহাই আমাদের মুণ্ডন। জাষ্টিনিয়ান্, দুই জন সন্ন্যাসীর নিকট হইতে মুসার যুগে প্রচলিত বিধিনিষেধ করিতেছেন, আমি এইরূপ একখানি চিত্র দেখিয়াছি। তাহাতে সাধুদ্বয়ের মস্তক সম্পূর্ণ মুণ্ডিত। বৌদ্ধ যুগের প্রাক্‌কালীন হিন্দুধর্ম্মে সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনী দুইই বর্ত্তমান ছিল। ইউরোপ নিজ ধর্ম্মসম্প্রদায়গুলি থিবেইড হইতে পাইয়াছে।

প্রশ্ন—এই হিসাবে তাহা হইলে আপনি ক্যাথলিক ধর্ম্মের ক্রিয়া-কাণ্ডকে আর্য্য ক্রিয়াকাণ্ড বলিয়া স্বীকার করেন?

স্বামীজি—হাঁ। প্রায় সমগ্র ঈশাহী ধর্ম্মই আর্য্যধর্ম্ম বলিয়া আমার বিশ্বাস। আমার মনে হয়, খৃষ্ট বলিয়া কখনও কেহ ছিল না! আমার ক্রীটদ্বীপের অদূরে সেই স্বপ্ন * দেখা অবধি বরাবর এই সন্দেহ! আলেক-জান্দ্রিয়ায় ভারতীয় এবং মিসরীয় ভাবের সংমিশ্রণ হয়; এবং উহাই য়াহুদী

---

* ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ভারত প্রত্যাগমনের পথে নেপল্‌স হইতে পোর্ট সৈয়াদ আসিবার সময় স্বামীজি স্বপ্ন দেখেন যে, এক শ্মশ্রুধারী বৃদ্ধ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলিল "এই ক্রীটদ্বীপ" এবং তিনি যাহাতে পরে উহাকে চিনিতে পারেন, এই জন্য উক্ত দ্বীপের একটি স্থান তাঁহাকে দেখাইয়া দিন। উক্ত স্বপ্নের মর্ম্ম এই ছিল যে, ঈশাহী ধর্ম্মের উৎপত্তি ক্রীট দ্বীপে এবং তৎসম্বন্ধে সে তাঁহাকে দুইটী ইউরোপীয় শব্দ শুনাইল, তাহাদের মধ্যে একটী থেরাপাউটী † (Therapeutæ)-এবং ন উভয়ই সংস্কৃত শব্দজ। থেরাপাউটী শব্দের অর্থ—থেরা অর্থাৎ বৌদ্ধ, ভিক্ষুগণের পুত্রগণ (পিউটী, সংস্কৃত পুত্র শব্দজ)। ইহা হইতেই স্বামীজি যেন বুঝিয়া লন, যে ঈশাহী ধর্ম্ম বৌদ্ধ ধর্ম্মের একদল প্রচারক হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে, ইহাই তাঁহার অভিপ্রেত ছিল। ভূমির দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া বৃদ্ধ আরও বলিল, "প্রমাণ সব এই খানেই আছে, খুঁড়িলেই দেখিতে পাইবে।" লেখিকা (নিবেদিতা)

† It is my own belief that the second word was Essene. But alas, I connot remember the Sanskrit derivation! N.—Vide, The Master As I saw Him—Historic Christianity—His Dream— p. 351 (1910).

ও যাবনিক (গ্রীক) ধর্ম্মের দ্বারা অনুরঞ্জিত হইয়া জগতে ঈশাহী নামে প্রচারিত হইয়াছে।

জানইত যে, 'কার্য্যকলাপ' এবং 'পুত্রাবলী' Acts and Epistles 'জীবনীচতুষ্টয়' (Gospels) হইতে প্রাচীনতর, এবং সেণ্ট জন একটা মিথ্যা কল্পনা। মাত্র একজন লোক সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দেহ—তিনি সেণ্ট পল। তিনিও আবার স্বচক্ষে ঘটনাগুলি দেখেন নাই, এবং তিনি নিজে কার্য্যক্ষেত্রে যেরূপ দেখাইয়াছেন, তাহাতে তাঁহার বকধার্ম্মিকত্বের (Jesuitry) অসদ্ভাব ছিল না—'যেমন করিয়া পার আত্মার উদ্ধার কর, —এইরূপ নহে কি?

রেঁণার ঈশা জীবনী ত শুধু ফেণা। ইহা ষ্ট্রাসের কাছে ঘেঁসিতে পারে না, ষ্ট্রাসই সাঁচ্চা প্রত্নতত্ত্ববিৎ। ঈশার জীবনে দুইটী জিনিস জীবন্ত ব্যক্তিগত লক্ষণে ভূষিত—সাহিত্যের সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর উপাখ্যান, ব্যভিচার অপরাধে ধৃতা সেই রমণী এবং কূপপার্শ্ববর্ত্তিনী সেই নারী।

এই শেষোক্ত ঘটনাটীর ভারতীয় জীবনের সহিত কি অদ্ভুত সুসঙ্গতি! একটী স্ত্রীলোক জল তুলিতে আসিয়া দেখিল কূপের ধারে বসিয়া একজন পীতবাস সাধু তাহার নিকট জল চাহিলেন। তাহার পর তিনি তাহাকে উপদেশ দিলেন, ইত্যাদি, ইত্যাদি। শুধু ভারতীয় গল্পে উপসংহারটা এইরূপ হবে যে, যখন উক্ত নারী গ্রামবাসীগণকে সাধু দেখিতে এবং সাধুর কথা শুনিবার জন্য ডাকিতে যাইল, সেই অবসরে সাধুটী সুযোগ বুঝিয়া পালাইয়া বনমধ্যে আশ্রয় লইলেন।

মোটের উপর আমার মনে হয় বুড়ো হিলেল ঠাকুরই (Rabbi Hillel) ঈশার উপদেশাবলীর উদ্ভবকর্ত্তা, আর নাজারীন নামধারী এক বহু প্রাচীন (কিন্তু স্বল্প জানিত) য়াহুদী সম্প্রদায় সহসা সেণ্টপল

কর্তৃক যেন বৈদ্যুতিক শক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়া এক পৌরাণিক ব্যক্তিকে পূজাস্পদ বস্তু বলিয়া জোগাইয়া দিয়াছে।

পুনরুত্থান (Resurrection) জিনিষটা ত বসন্ত-দাহ (Spring, Cremation) প্রথারই রূপান্তর মাত্র। যাহাই হউক না কেন, দাহ-প্রথা শুধু ধনী যবন (গ্রীক) ও রোমকগণের মধ্যেই প্রচলিত ছিল আর সূর্য্যঘটিত নল উপখ্যানটী সেই অল্পসংখ্যক লোকের মধ্যেই উহাকে রহিত করিয়া থাকিবে।*

এখন Alexandria এবং Palestine এ বর্দ্ধমান Therapeuts (থেরা পুত্ত বা স্থবির পুত্র) এবং Essones দের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনার প্রয়োজন। Renan তাঁহার Life of Jesus নামক গ্রন্থে বলেন যে এই Essene শব্দটি Therapeut শব্দটীর গ্রীক অনুবাদ। † তিন জন প্রাচীন ঐতিহাসিক হইতে আমরা ইহাঁদের সম্বন্ধে জ্ঞাত হইতে পারি—Flavius Josephus, Philo এবং Pliny Therapeutsরা Alexandriaতে বাস করিতেন। তাঁহাদেরই একটি শাখা Palestine এ আসিয়া বসবাস করেন। তাঁহারাই পরে তদ্দেশীয় ভাষায় Essene বলিয়া পরিচিত হন। John the Baptist এই সম্প্রদায়ের নেতা ছিলেন।

---

* Vide Notes of some wanderings with the Swami Vivekananda by Sister Nivedita, as translated by Swami Madhavananda—'স্বামিজীর সহিত হিমালয়ে পৃঃ ৯৫—১০০।

‡ Gr. Essenoi and Essaion, literally physicians, because they practiced medicine, from chald, asaya, from Heb, to heal :—Webster.

ইহার নিকট হইতে শ্রীযীশুখ্রীষ্টের অভিষেক ক্রিয়া (Baptism) সম্পাদিত হয়। প্রকৃত পক্ষে খ্রীষ্ট ধর্ম্ম এই Essene সম্প্রদায়ের একটি শাখা মাত্র। কিন্তু ধীরে ধীরে এই Essene শাখা খ্রীষ্ট ধর্ম্মেতেই মিশিয়া যায়। কিন্তু ইহার কিয়দংশ মরুভূমির মধ্যে অবস্থান করিয়া স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ছিল। যাহাদের এক সম্প্রদায় Sabæanism বলিয়া পরিচিত এবং যাহাদের অন্তর্গত Hanifite দের নিকট শ্রীমহম্মদ ধর্ম্ম শিক্ষা করেন এবং পরে ঐ Sabæanism ইসলাম [illegible] যায়। নির্জ্জন বাস, স্ত্রী ও পুরুষের আজীবন কৌমার ব্রত, অহিংসা, [illegible]ভাগ, স্ত্রীজাতির হীনত্ব, অভিষেক, গুপ্ত তন্ত্র মন্ত্র, শাস্ত্রের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা, ইহুদি মন্দিরে [illegible]মন এবং পশু বধের বিরোধিতা, [illegible]ার অমরত্ব, বহুজন্মবাদ, সঙ্ঘ ও ব্রহ্মদণ্ড, ব্রাহ্ম[illegible]ন, পূর্ব্বদিকে মুখ করিয়া সন্ধ্যাবন্দনাদি, স্পর্শ দোষ, [illegible]নাবলম্বন, সাধারন ভাণ্ডার, ক্ষেত্রে কার্য্য, নিরামিষ ভোজন, আলখেল্লা পরিধান, আহারের পূর্ব্বে ও পরে জয় উচ্চারণ, মলত্যাগের পর তদুপরি মৃত্তিকাদ্বারা আবরিত করণ, পুত্রার্থে ভার্য্যা প্রভৃতি মতবাদ, একত্ত্রোপাসনা, মদ্য ও মাংস ত্যাগ, ঔষধ বিতরণ প্রভৃতি ব্যাপার Essene এবং Therapeuts দের মধ্যে প্রচলিত ছিল।*

---

* For better studies vide the Religion of Israel by Dr. Kuenen Vol. III. P. 126—136, 203—4. Also vide History of the Jews by Henry Hart Milman D. D. or Vide Renan's Life of Jesus. See also Bunsen's Angel Messiah of Buddists, Essenes and Christians. P. 149.

এই সকল দেখিয়া আমাদিগকে বাধ্য হইয়া অনুমান করিতে হয় যে এই Therapeuts এবং Esseneরা বৌদ্ধ সন্ন্যাসী। কারণ তাৎকালিক পাশ্চাত্য ধর্ম্মের মধ্যে কোথায়ও ঐরূপ আচার পদ্ধতি বর্ত্তমান ছিল না বরং উহাদের আচার পদ্ধতির সহিত ভারতীয় আচার পদ্ধতির সম্পূর্ণ মিল দেখা যায়। এ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা আরও যে সকল প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা একে একে লিপিবদ্ধ করা যাউক। "এলেক্‌জন্দ্রিয়া নগর নিবাসী ক্লেমেন্স নামক গ্রীক পণ্ডিত ন্যূনাধিক দুই শত খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ উভয়েরই কিছু কিছু প্রসঙ্গ করিয়া যান। তিনি শ্রমণ ও শ্রমণার উল্লেখ করিয়া কহেন, ইহারা একরূপ পিরামিডের উপাসনা করে ও তাহার মধ্যে দেবতা বিশেষের অস্থি প্রোথিত আছে এইরূপ বিশ্বাস করিয়া থাকে। এই পিরামিড বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের স্তূপ ব্যতিরেকে আর কিছুই নয় ইহাতে সন্দেহ নাই। পর্ফিরি নামে অন্য একটি গ্রীক পণ্ডিত ন্যূনাধিক তিন শত খৃষ্টাব্দে প্রাদুর্ভূত হন। তিনি লিখেন, ব্রাহ্মণেরা একটি জাতি-বিশেষ এবং শ্রমণেরা একত্র বিমিশ্রত নানা জাতীয় লোক। শ্রমণেরা মস্তক মুণ্ডন এবং বহির্বসনের অভ্যন্তরে একরূপ আলখেল্লা ব্যবহার করে; গৃহ সম্পত্তি সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া নগরের বহির্ভাগে একত্র অবস্থিতি করে; ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় শাস্ত্রালাপ করিয়া কালক্ষেপ করে এবং নিত্য রাজ-সন্নিধানে তণ্ডুল-দান প্রাপ্ত হইয়া আপনাদের জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। এই

For original studies Vide The Jewish Historian, Flavius Josephus' Antiquities and Philo's Judæus, quod omen. prob. liber.

শ্রমণ যে বৌদ্ধ পরিব্রাজক অর্থাৎ ভিক্ষু ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে" * ।

বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্ম্ম তুলনা করিলে দেখা যায়—উভয় অবতারের জন্মোপলক্ষে একই নক্ষত্র (পুষ্যা বা 8 of cancer) ও মহাপুরুষাগমন প্রসঙ্গ (অসিত এবং Simeon), উভয়ের জননীই অলৌকিক-ভাবে

---

* Wheeler's History of India, Vol. III. P. 240.

The discovery of Asoka's inscription at Girnar, which tells us that, that enlightened emperor of India made peace with five Greek Kings, and sent Buddhist missionaries to preach his religion in Syria explains to us the process by which the ideas were communicated. Researches into the doctrines of the Therapeuts in Egypt and of the Essenes in Palestine leave no doubt even in the minds of such devout a Christian thinker as Dean Mansel that the movement which those sects embodied was due to Buddhist missionaries, who visited Egypt and Palestine within two generations of the time of Alexander the Great. Some moderate Christian writers admit that Buddhism in Syria was a preparation, a 'forerunner' (to quote the word used by Professor Mahaffy) of the religion preached by Jesus over two centuries later.—A History of Civilization in Ancient India Vol. II. by R. C. Dutt

গর্ভধারণ করেন, যিশুক্রোড়ে ম্যাডোনা ও করুণাদেবীর ক্রোড়ে বুদ্ধের একই প্রকার প্রতিকৃতি, উভয়েরই বেশ্যা ও দুর্দ্দান্তের উপর কৃপা, একই প্রকারের নৈতিক উপদেশ প্রচার, উভয়েরই মার বা সয়তানের দ্বারা প্রলুব্ধ হওন, দ্বাদশ শিষ্য, দান, দয়া, ক্ষমা, সত্যাদি স্বাভাবিক ধর্ম্মের প্রাধান্য কি ব্রাহ্মণ, কি শূদ্র, কি ম্লেচ্ছ সকলকেই ধর্ম্মোপদেশ প্রদান, ধর্ম্মানুষ্ঠান ও তদীয় ফল ভোগে স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই সমান অধিকার, সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনী সম্প্রদায় প্রবর্ত্তন, ঘণ্টা ও জপমালা ব্যবহার, নিজ নিজ দেবালয়ে দীপদান, লোবানাদি দাহ্য গন্ধ দ্রব্য প্রদান, ধর্ম্ম সঙ্গীত গান, কি স্বদেশ, কি বিদেশ সর্ব্বত্র ধর্ম্ম প্রচারক প্রেরণ প্রভৃতি অনেক বিষয়ে উভয়ের অতিশয় সন্নিকট সম্বন্ধ। *

---

* A Roman Catholic Missionary, Abbe Huc, was much struck by what he saw in Thibet. "The crosier, the mitre the dalmatic, the cope or pluvial, which the grand LLamas wear on a journey, or when they perform some ceremony outside the temple, the service, with a double choir, psalmody, exorcisms, the censer swinging on five chains and contrived to be opened or shut at will, benediction by the LLamas with the right hand extended over the heads of the faithful, the chaplet, sacerdotal cilibacy, lenten, retirements from the world, the worship of saints, fasts, processions, litanies, holy water, these are the points of contact between the Buddhists and ourselves." Mr. Arthur Lillie, from whose book

পুরাতত্ত্বের ফলে যে সকল অপূর্ব্ব কথা প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে তাহার মধ্য হইতে শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার দত্ত মহাশয় একটি অতি গুপ্ত কথা বঙ্গভাষায় প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। আমরা ঐ বিষয়টি নিয়ে সংক্ষেপে উদ্ধৃত করিতেছি,—

"লাবুলে ও লিএবরেখ্‌ট (prof Liebrocht) নামে দুইটী ফরাসী ও জার্ম্মান্ পণ্ডিতের অনুসন্ধানে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে রোমান্ ক্যাথ-লিকেরা একজন সাধুকে খৃষ্ট ধর্ম্মান্তর্গত সিদ্ধপুরুষ জ্ঞান পূর্ব্বক ভক্তি শ্রদ্ধা করিয়া আসিতেছেন। অবশেষে প্রমাণ হইল তিনি আর কেহই নহেন আমাদের বোধিসত্ত্ব বা বুদ্ধ। ঐ সিদ্ধ পুরুষের নাম জোসফ্‌ট।

---

the above passage is quoted, remarks, "The good Abbe, has by no means exhausted the list, and might have added confessions, tonsure, relic worship, the use of flowers, lights and images before shrines and alters, the sign of the cross, the Trini in unity, the worship of the Queen of Heaven, the use of religious books in a tongue unknown to the bulk of the worshippers, the aurecle or nimbus, the crown of saints and Buddhas, wings to angels penance, flagellations, the flabellum or fan, popes, cardinals, bishops, abbots, presbyters, deacons, the various architectural details of the Christian temple.— Buddhism in Christendom, p. 202. as quoted by R. C. Dutt in A History of Civilisation in Ancient India, p. p. 377.

প্রথমে ফরাসী লাবুলে, পরে জর্ম্মেন্ লিএব্‌রেখট্, তদনন্তর ইংলণ্ডবাসী বীল নিজ নিজ ভাষায় এ বিষয়টী প্রতিপাদন করেন। ম্যাক্সমূলর্ ইহার সবিশেষ বিবরণ সংগ্রহ করিয়া প্রচার করিয়াছেন।* দমস্‌ক্‌-নিবাসী জোঅন্নস্ নামে একটি গ্রীক্ গ্রন্থকার বার্লাম.ও জোঅসফ্ নামে দুই ব্যক্তিবিষয়ক একখানি উপাখ্যান রচনা করেন। উহা অবিকল বুদ্ধ চরিত। জোসফটও বুদ্ধের ন্যায় রাজপুত্র। তাঁহার জন্মগ্রহণ হইলে, একটি জ্যোতির্ব্বিদ গণণা করিয়া বলেন, জোসফট মহত্তর মহিমা লাভ করিবেন। সে মহিমা নিজ রাজ্যে নয়, তাহা উচ্চতর ও উৎকৃষ্টতর সাম্রাজ্য মধ্যে পরিব্যাপ্ত হইবে। বস্তুতঃ তিনি খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ের অভিনব ধর্ম্ম অবলম্বন করিবেন। এই বিষয়ে প্রতিবিধানার্থ অশেষরূপ উপায়াবলম্বন করা হয়। তাঁহাকে সকল প্রকার সুখদ সামগ্রী পরিপূর্ণ একটি প্রাসাদ মধ্যে রক্ষা করা হইল এবং তিনি যাহাতে রোগ-শোক জরা-মৃত্যুর বিষয় কিছুমাত্র অবগত হইতে না পারেন, তদর্থ যথোচিত যত্ন করা হইল। কিছুকাল পরে তাঁহার পিতা তাহাকে গৃহ বহির্ভূত হইতে আদেশ দেন। তিনি রথারোহন পূর্ব্বক এক দিবস একটি অন্ধ ও অপর একটি খঞ্জকে দর্শন করেন। অপর একদিন ঐরূপে বহির্গত হইয়া একটি জরা-জীর্ণ বৃদ্ধ ব্যক্তিকে দেখিতে পান; তাহার অঙ্গ গলিত, কেশ পলিত, দন্ত স্খলিত এবং পদযুগল কম্পিত। তিনি এই সমস্ত দর্শন পূর্ব্বক বিষন্ন মনে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া মৃত্যুর বিষয় চিন্তা করিতেছেন এমন সময় একটি সন্ন্যাসী তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া ঈশু প্রচারিত উচ্চতম সুখ সম্পত্তির আশার বিষয় উপদেশ দেন। এই সমস্ত ব্যতিরেকেও, অনুসন্ধান করিয়া

* Chips from a German Workshop by Max Muller Vol. IV. p p. 176—189.

দেখিলে, বুদ্ধ ও জোসফটের অন্য অন্য বিষয়েও সুন্দর সাদৃশ্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। উভয়েই পরিশেষে নিজ নিজ পিতাকে স্বধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করেন এবং উভয়েই মৃত্যুর পূর্ব্বে বুদ্ধ বা সেণ্ট্ বলিয়া পরিগণিত হন।

"অতএব জোঅন্স যে ভারতবর্ষীয় বুদ্ধচরিতের অনুকরণ বা অনুবাদ করিয়া উক্ত উপাখ্যান রচনা করেন ইহাতে সন্দেহ নাই। গ্রন্থকার নিজেই স্বীকার করিয়াছেন, আমি ভারতবর্ষ হইতে প্রত্যাগত লোকদিগের মুখে এই উপাখ্যান শ্রবণ করিয়াছি। মক্ষমূলর মনে করেন যে ললিত-বিস্তর হইতেও উহার অনেক স্থল গৃহীত হইয়াছে। বুদ্ধ ও জোসফট যে প্রাচীন ব্যক্তিকে দর্শন করেন, গ্রীক ও সংস্কৃত উভয় গ্রন্থে তাহাকে কতকগুলি বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে। সেই বিশেষণ গুলির সাতিশয় সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়।

"মসসৌদি সেবিয়ন্ ধর্ম্ম-* প্রবর্ত্তকের নাম যূদস্ফ এবং কিতাব ফিহ্-রিস্ত নামক আরবীয় গ্রন্থের লেখক বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবর্ত্তকের নাম যুঅসফ্ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। রেঁণো ঐ দুইটী নাম পার্সী বুদ্সৎফ অর্থাৎ সংস্কৃত বোধিসত্ত্ব শব্দেরই অপভ্রংশ † স্থির করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বেবর (Weber) বলেন যে ঐ ফরাসী পণ্ডিতের এই সুকৌশল-সম্পন্ন অভিপ্রায়ই উপস্থিত বিষয় অর্থাৎ জোসফট্ ও বুদ্ধদেবের অভেদ প্রতি-পাদনের মূলসূত্র।"‡

* কেলডিয়া প্রভৃতি পূর্ব্বদেশ প্রচলিত চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র এই সমস্ত জ্যোতিষ্কের উপাসনা। পশ্চাৎ মিশর ও গ্রীসেও এই ধর্ম্ম প্রচারিত হয়।
—The faith of the world, Vol. II, 1881 Sabians.

† Memoire Sur I' Inde par Reinand p. 91.

Weber's History of Indian Literature, p. 307.

‡ ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ক উপক্রমণিকা, দ্বিতীয় ভাগ পৃঃ ২৫৪-৫৭।

অপরদিকে জগতে যত নীতিমূলক গল্প দেখিতে পাওয়া যায় তাহার উৎপত্তিস্থল ভারতবর্ষ বলিয়াই বোধ হয়। নানা যুগে ঐ সকল গল্প নানা অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে গমন করিয়াছে *। সকলেই জানেন যে নীতিযুক্ত গল্পের খনি হইতেছে বৌদ্ধ জাতক গ্রন্থ। এ সকল গল্প ভারতবর্ষে বুদ্ধদেবেরও পূর্ব্ব হইতে বর্ত্তমান ছিল। শ্রীবুদ্ধ সেই গুলিকে নীতিযুক্ত করিয়াছিলেন মাত্র। সে যাহা হউক, পাশ্চাত্য গল্পের সহিত ঐসকল গল্পের অত্যধিক মিল এবং ঐ সকল গল্প প্রাচ্য ঢংয়ে লেখা—যেমন প্লেটোর ক্রাটাইলাসের (Cratylus) অন্তর্গত সিংহ চর্ম্মাবৃত গর্দ্দভ † এবং ষ্ট্রাটিস (Strattis 400 B. C.) বর্ণিত নউলের স্ত্রীত্ব প্রাপ্তি ‡ প্রভৃতি গল্প বৌদ্ধযাতকে দেখা যায়। ইহা ছাড়া সোলেমানের (Soloman) বিচারের মধ্যে যক্ষিণী জাতক § কি প্রকারে প্রবেশ করিল ইহা এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। মক্ষমূলর ইহার কোন সমাধান খুঁজিয়া পান নাই। কিন্তু আমাদের বোধ হয় ভারতবাসীদের সহিত ইহুদিদের সমাগম

* See Selected Essays Vol. I, p. 500. The Migration of Fables.

† Cratylus' 441A. on a similar fable in Æsop, see Benfey, Pantschatantra Vol. I, p. 463 M. M. Selected Essays, Vol. 1, p. 513.

‡ See Fragmenta Comic (Didot) p. 302; Benfey 1. c Vol. I. p. 374.

§ See some excellent remarks on this subject in Rhys Davids, Buddhist Birth Stories, vol I, pp. xiii & xliv.

ফলে বাইবেলের মধ্যে ভারতবর্ষীয় নানা বিষয় প্রবেশ করিয়াছে। বাইবেলের অন্তর্গত 'রাজমালার' * সময় ভারতবর্ষের যে ঐ সকল দেশের সহিত নানা ভাবে বাণিজ্য সম্বন্ধ ছিল তাহা বাইবেলের মধ্যে কতকগুলি সংস্কৃত শব্দ (যথা হস্তীদন্ত, বানর, ময়ূর এবং চন্দন কাষ্ঠ বাচক হইতে বুঝা যায় †। অবশ্য কেহ যেন মনে না করেন যে এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য যীশুখৃষ্টকে অপ্রতিপাদন করা। আমাদের প্রতিপাদ্য এই, যে খৃষ্ট ধর্ম্ম হিন্দু চিন্তা দ্বারাই পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিল। যিশুখৃষ্ট ভারতবর্ষীয় নীতি ও সঙ্ঘের সহিত তদ্দেশীয় নানা বিশ্বাস ও সেশ্বরবাদ একত্র করিয়া জগতের সমক্ষে ধারণ করিয়াছিলেন। পারসিক আহিরম্যান ও অহুরমেজদা খৃষ্টধর্ম্মের ভগবানের সহিত সয়তানের চিরবিরোধ স্মরণ করাইয়া দেয়। মৃত্যুর পর বহুকাল পরে মৃত ব্যক্তির আত্মা পুনরায় দেহের মধ্যে প্রবেশ করিবে ইত্যাদি মিশরীয় চিন্তা অথবা মৃত্যুর পর পৃথিবীর অন্তস্থলে গুহাবদ্ধ জীবাত্মা প্রভৃতি পারসিক চিন্তা খৃষ্ট ধর্ম্মের Day of Judgment এর কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। Neo-Platonic সম্প্রদায়ের Tripple Triad of Jamblicus এর মধ্যেই খৃষ্ট ধর্ম্মের ত্রিমূর্ত্তি God the Father, God the Son, God the Holy Ghost লুকাইত ছিল। কিন্তু আমরা ইতিহাস পাঠে জানিতে পারি যে এই Neo-Platonic সম্প্রদায় ভারতীয় Gymno-Sophist দের দ্বারা অতিমাত্র অনুপ্রাণিত হইয়াছিল। বেবরের (Weber) কথায় বলিতে গেলে—

"Buddhists and Jews, Greeks and Egyptians, mingled

* I Kings iii, 25

† Science of Language, vol, 1 p. 186

together, bringing with them the most diverse forms of religion. These conditions led to the development of comparative theology, on the one hand, and to the fusion of beliefs or a kind of Religious eclecticism, on the other, and paved the way for Catholic unity."

এ যাবৎ আমরা উদীচ্যখণ্ডে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব লইয়া আলোচনা করিয়াছি এখন একবার পৃথিবীর অপর পারস্থ ভুখণ্ডের সহিত ভারতসম্বন্ধী ধর্ম্মেতিহাস লইয়া আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। সিংহল, শ্যাম, নেপাল, তিব্বত, কাবুল, গান্ধার, চীন, মঙ্গলিয়া, কোরিয়া, জাপান ও মধ্য এসিয়ায় যে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল এ কথা সকলেই জানে। কিন্তু কলম্বসের আমেরিকা আবিষ্কারের সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আমেরিকা খণ্ডও যে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাব অনুভব করিয়াছিল এ কথা শুনিলে অনেকে আশ্চর্য্যান্বিত না হইয়া থাকিতে পারিবেন না। কিছুকাল পূর্ব্বে "কলম্বসের পূর্ব্বে আমেরিকার আবিষ্কার" শীর্ষক একটী সচিত্র প্রবন্ধ আমেরিকার এক মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। কতকগুলি প্রমাণ হইতে নিষ্পন্ন হইতেছে যে পাঁচজন বৌদ্ধ ভিক্ষু রুষের উত্তর সীমা কাম্‌সকাটকা হইতে পাসিফিক মহাসাগর উত্তীর্ণ হইয়া আলাস্কা দিয়া আমেরিকায় প্রবেশ পূর্ব্বক দক্ষিণে মেক্সিকো পর্য্যন্ত গমন করেন। ঐ পথ দিয়া আমেরিকা যাত্রা দুরূহ ব্যাপার নহে; মধ্যে যে আল্যুসিয়াদি দীপপুঞ্জ আছে তাহা অতিক্রম করিয়া, কি সহজে আমেরিকা পৌঁছান যায় মানচিত্র দৃষ্টে তাহা বুঝিতে পারিবেন; বলিতে কি, চীন পরিব্রাজকদিগের স্থল-পথ দিয়া ভারতবর্ষ ভ্রমন অপেক্ষা অনেক সহজ। মেক্সিকো ও তৎসন্নিহিত আদিম আমেরিকানদের ইতিহাস, ধর্ম্ম, আচার, ব্যবহার প্রাচীন কীর্ত্তিকলাপের

চিহ্ন সকল এই ঘটনার সভ্যতা বিষয় সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। প্রাচীন চীন গ্রন্থাবলীতে ফুসং নাম গৃহীত হয়। বর্ণনা হইতে মেক্সিকো দেশে 'আগুয়ে' বা 'মাগুয়ে', যে বৃক্ষ জন্মে তাহার সহিত ফুসং বৃক্ষের সৌসাদৃশ্য উপলব্ধি হয়।

"চীন সাহিত্যে হুইসেনের ভ্রমন বৃত্তান্ত নামে একটী গ্রন্থ আছে, তার লেখাটী অত্যন্ত সরল, এমন কোন অদ্ভুত অলৌকিক ঘটনার বর্ণনা নাই যাহা লেখকের কল্পনা প্রসূত বলিয়া মনে হয়। এই বৃত্তান্ত হইতে জানা যায় যে হুইসেন কাবুলবাসী ছিলেন, ৪৯৯ খৃষ্টাব্দে য়ু-আন সম্রাটের রাজত্ব-কালে ফুসং হইতে কিঞ্চেন রাজধানীতে আগমন করেন। তখন রাজ্য-বিপ্লব বশতঃ তিনি সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন নাই, বিদ্রোহ থামিয়া গেলে পরবর্ত্তী নূতন সম্রাটের সাক্ষাৎকার লাভ করেন। তিনি ফুসং হইতে কৌতুকজনক নানা নুতন নূতন সামগ্রী ভেট লইয়া আসেন। তাহার মধ্যে একরকম কাপড় ছিল তাহা রেশমের মত নরম অথচ তার সূতা এরূপ কঠিন যে কোন ভারি জিনিষ ঝুলাইয়া রাখিলেও ছিঁড়িয়া যায় না। Mexico র 'আগুয়ে' গাছ হইতেও ঐ রকম রেশম উৎপন্ন হয়। আর একটি সুন্দর ছোট দর্পণ উপহার দেন। তাহার অনুরূপ দর্পণ Mexico অঞ্চলের লোকদের মধ্যে ব্যবহৃত হইত। রাজাজ্ঞায় হুইসেনের ভ্রমণ বৃত্তান্ত তাঁহার কথা মত লিখিয়া লওয়া হয়। তাহার সারাংশ এই :—

"পূর্ব্বে ফুসং বাসীরা বৌদ্ধ ধর্ম্মের কিছুই জানিত না, ৪৫৮ খৃঃ সুংবংশীয় তামিং সম্রাটের রাজত্ব কালে কাবুল হইতে ৫ জন বৌদ্ধ ভিক্ষু ফুসং গমন করিয়া সে ধর্ম্ম প্রচার করেন। সেখানকার অনেকে বৌদ্ধভিক্ষু রূপে দীক্ষিত হয় ও তখন হইতে লোকদের রীতি নীতি সংশোধন আরম্ভ হয়।

পরিব্রাজক ভিক্ষুরা কামাস্কাটকা হইতে কোন্ পথ দিয়া কিরূপে যাত্রা করেন, কোন পথ কতদূর, অধিবাসীদিগের আচার ব্যবহার কিরূপ ঐ গ্রন্থে সকলি বিন্যস্ত আছে। ফুসং বৃক্ষের গুণাগুণ, তার ছাল হইতে সূতা বাহির হওয়া ও বস্ত্র বয়ন ও তাহা হইতে কাগজ প্রস্তুত হওয়া পর্য্যন্ত যথাযথ বর্ণিত আছে। সে দেশে এক প্রকার রাঙ্গা পিয়ারা জন্মে ও প্রচুর দ্রাক্ষা জন্মানর কথা আছে যাহা Mexico দেশের ফলের সহিত ঠিক মেলে। ও দেশে তাম্র পাওয়া যায়, লৌহ খনি নাই, সোনা রূপার ব্যবহার নাই, জিনিষের দরের ঠিক নাই। ওখানকার লোকদের রাজ-তন্ত্র, রীতি নীতি বিবাহ ও অন্ত্যেষ্টি পদ্ধতি, নগর, দুর্গ, সেনা ও অস্ত্র-শস্ত্রের অভাব এই সকল বিষয়ের যেরূপ বর্ণন আছে তাহা আর আদিম আমেরিকা, বিশেষতঃ Mexico অঞ্চলে যাহা দেখা যায় তাহার মধ্যে চমৎকার ঐক্য দৃষ্ট হইবে।

"Mexico বাসীদের মধ্যে এইরূপ শ্রুতি আছে যে একজন শ্বেতকায় বিদেশী পুরুষ, লম্বা শুভ্র বসন, তার উপর এক আলখাল্লা, এই বেশে আগমন করেন। তিনি লোকদিগকে পাপ পরিহার, ন্যায়, সত্য ব্যবহার, শিষ্টাচার, মিতাচার এই সমস্ত ব্যবহারধর্ম্মের উপ-দেশ দেন। পরে সেই সাধুপুরুষের উপর লোকের উৎপীড়ন আরম্ভ হওয়াতে তিনি প্রাণভয়ে হঠাৎ একদিন কোথায় চলিয়া গেলেন কেহই সন্ধান পাইল না, এক পাহাড়ের উপর তাঁর পদ-চিহ্ন রাখিয়া গেলেন। তাঁহার স্মরণার্থে Magdalina গ্রামে তাঁহার এক প্রস্তর মূর্ত্তি নির্ম্মিত হয়, তাঁর নাম উই-সি-পেকোকা, সম্ভবতঃ "হুই-সেন-ভিক্ষু" নামের অপভ্রংশ। আর একজন বিদেশী ভিক্ষু কতকগুলি অনুচর সঙ্গে Pacific Ocean তীরে আসিয়া নামেন।

হয়ত তাঁহারা উল্লিখিত পঞ্চভিক্ষু। এই সকল ভিক্ষুরা যে ধর্ম্ম শিক্ষা দেন তাহা অনেকটা বৌদ্ধমতের অনুরূপ। Spanish জাতি কর্ত্তৃক আমেরিকা বিজয়কালে তাহারা Mexico ও মধ্য আমেরিকার জনপদে যে ধর্ম্মমত ও বিশ্বাস প্রচলিত দেখেন, তাহাদের শিল্প, গৃহ নির্ম্মাণকৌশল, মাস গণনার রীতি প্রভৃতি যাহা প্রত্যক্ষ করেন Asiaর ধর্ম্মের ও সভ্যতার সহিত তাহার এমন আশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্য যে তাহা দুই দেশের পরস্পর লোক সমাগম ভিন্ন আর কিছুতেই ব্যাখ্যা করা যায় না।

"আর এক প্রকার প্রমাণ পাওয়া যায় তাহা ভাষাগত। এসিয়া খণ্ডে 'বুদ্ধ' নামের তেমন চলন নাই। বুদ্ধের জন্ম নাম 'গৌতম' এবং জাতীয় নাম 'শাক্যই' প্রচলিত। এই দুই নাম এবং তাহার অপভ্রংশ শব্দ Mexico প্রদেশ সমূহের নামে মিলিয়া গিয়াছে। দেশীয় যাজকদের নাম এবং উপাধিও ঐরূপ সাদৃশ্যব্যঞ্জক।

"গ্বাতেমালা—গোতম আলয়, হুয়াতামো ইত্যাদি স্থানের নাম; পুরোহিতের নাম গ্বাতে মোট্‌ জিন-গৌতম হইতে ব্যুৎপন্ন বোধ হয়। ওয়াস্কো, জাকাটেকাস, শাকাটাপেক, জাকাটলাম, শাকাপুলাস এই সকলের আদিপদে শাক্য নামের সাদৃশ্য দেখা যায়। মিক্‌স্‌টেকার প্রধান পুরোহিতের উপাধি হচ্ছে "তায়াসাক" অর্থাৎ শাক্যের মানুষ। পালঙ্কে একটি বুদ্ধ প্রতিমূর্ত্তি আছে, তাহার "শাকমোল" (শাকমুনি) নাম। কোলোরাডো নদীর একটী ক্ষুদ্র দ্বীপে একজন পুরোহিত বাস করিতেন তাঁর নাম গৌতুশাকা (গৌতম শাক্য)। তিব্বতী কোন নাম চা'ন ত দেখিতে পাইবেন Mexicoর পুরোহিতের নাম ত্‌লামা। আর এক কথা—মেক্সিকো দেশের নাম সেখানকার

এক বৃক্ষ হইতেই হইয়াছে; হুইসেন যদি ঐ দেশে গিয়া থাকেন তাহা হইলে ফুসং বৃক্ষ হইতে দেশের নামকরণ তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক।

"পরিশেষে বক্তব্য এই যে আমেরিকায় এমন কতকগুলি জিনিষ পাওয়া গিয়াছে যাহা সে দেশে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারের মূর্ত্তিমান প্রমাণস্বরূপ। ধ্যানস্থ বুদ্ধের প্রতিমূর্ত্তি, সন্ন্যাসী বেশধারী বৌদ্ধ ভিক্ষু মূর্ত্তি, হস্তীর প্রতি-মূর্ত্তি (আমেরিকায় হস্তীর ন্যায় কোনও জন্তু ছিল না), চীন পাগোডাকৃতি দেবালয়, প্রাচীরের গায়ে চিত্র, খোদিত শিলা, স্তূপ, বিহার, অলঙ্কার, এই সকল জিনিষে বৌদ্ধ ধর্ম্মের ছাপ বিলক্ষণ পড়িয়াছে।"*

এই সমস্ত প্রমাণ হইতে Prof Fryor স্থির করিয়াছেন যে ১৪০০ বৎসর পূর্ব্বে বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ প্রচারকার্য্যে আমেরিকায় গমন করিয়াছিলেন।

* The Buddhist Discovery of America—Harper's Magazine.

—বৌদ্ধধর্ম্ম—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সাহিত্যের প্রসার

The debt which the world owes to our motherland i mmense. Taking country with country, there is not one race on this earth to which the world owes so much as to the patient-Hindu.

Hence again must start the wave which is going to piritualise the material civilisation of the world. Here is the life-giving water with which must be quenched the burning fire ef materialism, which is burning the core of the hearts of millions, in other lands.

—Vivekananda.

এই প্রসঙ্গে আমরা ভারতবর্ষীয় সাহিত্যের জগৎ ভ্রমণ সম্বন্ধে আর একটু বিশেষভাবে আলোচনা করিতে চাই। ইদানীং ভারতবাসীর সাগরপারে গমন করিলে জাতি যায় কিন্তু কৌতুক দেখ, এই ভারতীয় সাহিত্য সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া ভিন্ন দেশীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞানের ভিত্তিস্বরূপ হইয়াছে এবং পক্ষান্তরে বিদেশীয়েরা তাহা আত্মসাৎ করিয়া নিজ প্রচেষ্টায় তাহার উপর মহিমময় জ্ঞানের প্রাসাদ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। আর অধুনা অস্মদ্দেশীয়েরা কেবল সারা জীবন ধরিয়া পূর্ব্বপুরুষদের নামানুকীর্ত্তন ও চর্ব্বিত চর্ব্বণ করিয়া ক্ষান্ত আছেন। তাঁহাদের সকল প্রচেষ্টা কেবল কতকগুলি কুসংস্কার কিম্বা কতকগুলি অসম্বদ্ধ আচারপদ্ধতি

কর্ত্তৃক যেন বৈদ্যুতিক শক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়া এক পৌরাণিক ব্যক্তিকে পূজাস্পদ বস্তু বলিয়া জোগাইয়া দিয়াছে।

পুনরুত্থান (Resurrection) জিনিষটা ত বসন্ত-দাহ (Spring, Cremation) প্রথারই রূপান্তর মাত্র। যাহাই হউক না কেন, দাহ-প্রথা শুধু ধনী যবন (গ্রীক) ও রোমকগণের মধ্যেই প্রচলিত ছিল আর সূর্য্যঘটিত নল উপখ্যানটী সেই অল্পসংখ্যক লোকের মধ্যেই উহাকে রহিত করিয়া থাকিবে।*

এখন Alexandria এবং Palestine এ বর্দ্ধমান Therapeuts (থেরা পুত্ত বা স্থবির পুত্র) এবং Essones দের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনার প্রয়োজন। Ronan তাঁহার Life of Jesus নামক গ্রন্থে বলেন যে এই Essone শব্দটি Therapeut শব্দটীর গ্রীক অনুবাদ। † তিন জন প্রাচীন ঐতিহাসিক হইতে আমরা ইহাঁদের সম্বন্ধে জ্ঞাত হইতে পারি—Flavius Jesophus, Philo এবং Pliny Therapeutsরা Alexandriaতে বাস করিতেন। তাঁহাদেরই একটি শাখা Palestine এ আসিয়া বসবাস করেন। তাঁহারাই পরে তদ্দেশীয় ভাষায় Essone বলিয়া পরিচিত হন। John the Baptist এই সম্প্রদায়ের নেতা ছিলেন।

* Vide Notes of some wanderings with the Swami Vivekananda by Sister Nivedita, as translated by Swami Madhavananda—'স্বামিজীর সহিত হিমালয়ে পৃঃ ৯৫—১০০।

‡ Gr. Essenoi and Essaion,litorally physicians, becauso they practiced medicine, from chald, asaya, from Heb, to heal :—Webstor.

ইহার নিকট হইতে শ্রীযীশুখ্রীষ্টের অভিষেক ক্রিয়া (Baptism) সম্পাদিত হয়। প্রকৃত পক্ষে খ্রীষ্ট ধর্ম্ম এই Essene সম্প্রদায়ের একটি শাখা মাত্র। কিন্তু ধীরে ধীরে এই Essene শাখা খ্রীষ্ট ধর্ম্মেতেই মিশিয়া যায়। কিন্তু ইহার কিয়দংশ মরুভূমির মধ্যে অবস্থান করিয়া স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ছিল। যাহাদের এক সম্প্রদায় Sabæanism বলিয়া পরিচিত এ . যাহাদের অন্তর্গত Hanifite দের নিকট শ্রীমহম্মদ ধর্ম্ম শিক্ষা করেন ং পরে ঐ Sabæanism ইসলাম ... া যায়। নির্জ্জন বাস, স্ত্রী ও পুরুষের আজীবন কৌমার ব্রত, অহিংসা, বর্ণ ভাগ, স্ত্রীজাতির হীনত্ব, অভিষেক, গুপ্ত তন্ত্র মন্ত্র, শাস্ত্রের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা, ইহুদি মন্দিরে অ...মন এবং পশু বধের বিরোধিতা, অ...ার অমরত্ব, বহুজন্মবাদ, সভ্য ও ব্রহ্মদণ্ড, ব্রাহ্মম ...ন, পূর্ব্বদিকে মুখ করিয়া সন্ধ্যাবন্দনাদি, স্পর্শ দোষ, ভোজ... ...নাবলম্বন, সাধারন ভাণ্ডার, ক্ষেত্রে কার্য্য, নিরামিষ ভোজন, আলখেল্লা পরিধান, আহারের পূর্ব্বে ও পরে জপ উচ্চারণ, মলত্যাগের পর তদুপরি মৃত্তিকাদ্বারা আবরিত করণ, পুত্রার্থে ভার্য্যা প্রভৃতি মতবাদ, একত্রোপাসনা, মদ্য ও মাংস ত্যাগ, ঔষধ বিতরণ প্রভৃতি ব্যাপার Essene এবং Therapeuts দের মধ্যে প্রচলিত ছিল।*

---

* For better studies vide the Religion of Israel by Dr. Kuenen Vol. III. P. 126—136, 203—4. Also vide History of the Jews by Henry Hart Milman D. D. or Vide Renan's Life of Jesus. See also Bunsen's Angel Messiah of Buddists, Essenes and Christians. P. 149.

এই সকল দেখিয়া আমাদিগকে বাধ্য হইয়া অনুমান করিতে হয় যে এই Therapeuts এবং Esseneরা বৌদ্ধ সন্ন্যাসী। কারণ তাৎকালিক পাশ্চাত্য ধর্ম্মের মধ্যে কোথায়ও ঐরূপ আচার পদ্ধতি বর্ত্তমান ছিল না বরং উহাদের আচার পদ্ধতির সহিত ভারতীয় আচার পদ্ধতির সম্পুর্ণ মিল দেখা যায়। এ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা আরও যে সকল প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা একে একে লিপিবদ্ধ করা যাউক। "এলেকজন্দ্রিয়া নগর নিবাসী ক্লেমেন্স নামক গ্রীক পণ্ডিত ন্যুনাধিক দুই শত খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ উভয়েরই কিছু কিছু প্রসঙ্গ করিয়া যান। তিনি শ্রমণ ও শ্রমণার উল্লেখ করিয়া কহেন, ইহারা একরূপ পিরামিডের উপাসনা করে ও তাহার মধ্যে দেবতা বিশেষের অস্থি প্রোথিত আছে এইরূপ বিশ্বাস করিয়া থাকে। এই পিরামিড বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের স্তূপ ব্যতিরেকে আর কিছুই নয় ইহাতে সন্দেহ নাই। পর্ফিরি নামে অন্য একটি গ্রীক পণ্ডিত ন্যুনাধিক তিন শত খৃষ্টাব্দে প্রাদুর্ভূত হন। তিনি লিখেন, ব্রাহ্মণেরা একটি জাতি-বিশেষ এবং শ্রমণেরা একত্র বিমিশ্রত নানা জাতীয় লোক। শ্রমণেরা মস্তক মুণ্ডন এবং বহির্বসনের অভ্যন্তরে একরূপ আলখেল্লা ব্যবহার করে; গৃহ-সম্পত্তি সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া নগরের বহির্ভাগে একত্র অবস্থিতি করে; ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় শাস্ত্রালাপ করিয়া কালক্ষেপ করে এবং নিত্য রাজ-সন্নিধানে তণ্ডুল-দান প্রাপ্ত হইয়া আপনাদের জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। এই

For original studies Vide The Jewish Historian, Flavius Josephus' Antiquities and Philo's Judæus, quod omen. prob. liber.

শ্রমণ যে বৌদ্ধ পরিব্রাজক অর্থাৎ ভিক্ষু ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে" *।

বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্ম্ম তুলনা করিলে দেখা যায়—উভয় অবতারের জন্মোপলক্ষে একই নক্ষত্র (পুষ্যা বা 8 of cancer) ও মহাপুরুষাগমন প্রসঙ্গ (অসিত এবং Simeon), উভয়ের জননীই অলৌকিক-ভাবে

---

* Wheeler's History of India, Vol. III. P. 240.

The discovery of Asoka's inscription at Girnar, which tells us that, that enlightened emperor of India made peace with five Greek Kings, and sent Buddhist missionaries to preach his religion in Syria explains to us the process by which the ideas were communicated. Researches into the doctrines of the Therapeuts in Egypt and of the Essenes in Palestine leave no doubt even in the minds of such devout a Christian thinker as Dean Mansel that the movement which those sects embodied was due to Buddhist missionaries, who visited Egypt and Palestine within two generations of the time of Alexander the Great. Some moderate Christian writers admit that Buddhism in Syria was a preparation, a 'forerunner' (to quote the word used by Professor Mahaffy) of the religion preached by Jesus over two centuries later.—A History of Civilization in Ancient India Vol. II. by R. C. Dutt

গর্ভধারণ করেন, যিশুক্রোড়ে ম্যাডোনা ও করুণাদেবীর ক্রোড়ে বুদ্ধের একই প্রকার প্রতিকৃতি, উভয়েরই বেশ্যা ও দুর্দ্দান্তের উপর কৃপা, একই প্রকারের নৈতিক উপদেশ প্রচার, উভয়েরই মার বা সয়তানের দ্বারা প্রলুব্ধ হওন, দ্বাদশ শিষ্য, দান, দয়া, ক্ষমা, সত্যাদি স্বাভাবিক ধর্ম্মের প্রাধান্য কি ব্রাহ্মণ, কি শূদ্র, কি ম্লেচ্ছ সকলকেই ধর্ম্মোপদেশ প্রদান, ধর্ম্মানুষ্ঠান ও তদীয় ফল ভোগে স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই সমান অধিকার, সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনী সম্প্রদায় প্রবর্ত্তন, ঘণ্টা ও জপমালা ব্যবহার, নিজ নিজ দেবালয়ে দীপদান, লোবানাদি দাহ্য গন্ধ দ্রব্য প্রদান, ধর্ম্ম সঙ্গীত গান, কি স্বদেশ, কি বিদেশ সর্ব্বত্র ধর্ম্ম প্রচারক প্রেরণ প্রভৃতি অনেক বিষয়ে উভয়ের অতিশয় সন্নিকট সম্বন্ধ। *

---

* A Roman Catholic Missionary, Abbe Huc, was much struck by what he saw in Thibet. "The crosier, the mitre the dalmatic, the cope or pluvial, which the grand LLamas wear on a journey, or when they perform some ceremony outside the temple, the service, with a double choir, psalmody, exorcisms, the censer swinging on five chains and contrived to be opened or shut at will, benediction by the LLamas with the right hand extended over the heads of the faithful, the chaplet, sacerdotal cilibacy, lenten, retirements from the world, the worship of saints, fasts, processions, litanies, holy water, these are the points of contact between the Buddhists and ourselves." Mr. Arthur Lillie, from whose book

পুরাতত্ত্বের ফলে যে সকল অপূর্ব্ব কথা প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে তাহার মধ্য হইতে শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার দত্ত মহাশয় একটি অতি গুপ্ত কথা বঙ্গভাষায় প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। আমরা ঐ বিষয়টি নিয়ে সংক্ষেপে উদ্ধৃত করিতেছি,—

"লাবুলে ও লিএবরেখ্ট (prof Liobrecht) নামে দুইটী ফরাসী ও জার্ম্মান্ পণ্ডিতের অনুসন্ধানে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে রোমান্ ক্যাথলিকেরা একজন সাধুকে খৃষ্ট ধর্ম্মান্তর্গত সিদ্ধপুরুষ জ্ঞান পূর্ব্বক ভক্তি শ্রদ্ধা করিয়া আসিতেছেন। অবশেষে প্রমাণ হইল তিনি আর কেহই নহেন আমাদের বোধিসত্ত্ব বা বুদ্ধ। ঐ সিদ্ধ পুরুষের নাম জোসফ্ট।

---

the above passage is quoted, remarks, "The good Abbe, has by no means exhausted the list, and might have added confessions, tonsure, relic worship, the use of flowers, lights and images before shrines and alters, the sign of the cross, the Trini in unity, the worship of the Queen of Heaven, the use of religious books in a tongue unknown to the bulk of the worshippers, the aureole or nimbus, the crown of saints and Buddhas, wings to angels penance, flagellations, the flabellum or fan, popes, cardinals, bishops, abbots, presbyters, deacons, the various architectural details of the Christian temple.— Buddhism in Christendom, p. 202. as quoted by R. C. Dutt in A History of Civilisation in Ancient India, p. p. 377.

প্রথমে ফরাসী লাবুলে, পরে জর্ম্মেন্ লিএব্রেথট্, তদন্তর ইংলণ্ডবাসী বীল নিজ নিজ ভাষায় এ বিষয়টী প্রতিপাদন করেন। ম্যাক্সমূলর্ ইহার সবিশেষ বিবরণ সংগ্রহ করিয়া প্রচার করিয়াছেন।* দমস্‌ক্-নিবাসী জোঅন্নস্ নামে একটি গ্রীক্ গ্রন্থকার বার্লাম ও জোঅসফ্ নামে দুই ব্যক্তিবিষয়ক একখানি উপাখ্যান রচনা করেন। উহা অবিকল বুদ্ধ চরিত। জোসফটও বুদ্ধের ন্যায় রাজপুত্র। তাঁহার জন্মগ্রহণ হইলে, একটি জ্যোতির্ব্বিদ গণণা করিয়া বলেন, জোসফট মহত্তর মহিমা লাভ করিবেন। সে মহিমা নিজ রাজ্যে নয়, তাহা উচ্চতর ও উৎকৃষ্টতর সাম্রাজ্য মধ্যে পরিব্যাপ্ত হইবে। বস্তুতঃ তিনি খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ের অভিনব ধর্ম্ম অবলম্বন করিবেন। এই বিষয়ে প্রতিবিধানার্থ অশেষরূপ উপায়াবলম্বন করা হয়। তাঁহাকে সকল প্রকার সুখদ সামগ্রী পরিপূর্ণ একটি প্রাসাদ মধ্যে রক্ষা করা হইল এবং তিনি যাহাতে রোগ-শোক জরা-মৃত্যুর বিষয় কিছুমাত্র অবগত হইতে না পারেন, তদর্থ যথোচিত যত্ন করা হইল। কিছুকাল পরে তাঁহার পিতা তাহাকে গৃহ বহির্ভূত হইতে আদেশ দেন। তিনি রথারোহন পূর্ব্বক এক দিবস একটি অন্ধ ও অপর একটি খঞ্জকে দর্শন করেন। অপর একদিন ঐরূপে বহির্গত হইয়া একটি জরা-জীর্ণ বৃদ্ধ ব্যক্তিকে দেখিতে পান ; তাহার অঙ্গ গলিত, কেশ পলিত, দন্ত স্খলিত এবং পদযুগল কম্পিত। তিনি এই সমস্ত দর্শন পূর্ব্বক বিষন্ন মনে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া মৃত্যুর বিষয় চিন্তা করিতেছেন এমন সময় একটি সন্ন্যাসী তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া ঈশু প্রচারিত উচ্চতম সুখ সম্পত্তির আশার বিষয় উপদেশ দেন। এই সমস্ত ব্যতিরেকেও, অনুসন্ধান করিয়া

* Chips from a German Workshop by Max Muller Vol. IV. p p. 176—189.

দেখিলে, বুদ্ধ ও জোসফটের অন্য অন্য বিষয়ও সুন্দর সাদৃশ্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। উভয়েই পরিশেষে নিজ নিজ পিতাকে স্বধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করেন এবং উভয়েই মৃত্যুর পূর্ব্বে বুদ্ধ বা সেণ্ট্ বলিয়া পরিগণিত হন।

"অতএব জোঅন্স যে ভারতবর্ষীয় বুদ্ধচরিতের অনুকরণ বা অনুবাদ করিয়া উক্ত উপাখ্যান রচনা করেন ইহাতে সন্দেহ নাই। গ্রন্থকার নিজেই স্বীকার করিয়াছেন, আমি ভারতবর্ষ হইতে প্রত্যাগত লোকদিগের মুখে এই উপাখ্যান শ্রবণ করিয়াছি। মক্ষমুলর মনে করেন যে ললিত-বিস্তর হইতেও উহার অনেক স্থল গৃহীত হইয়াছে। বুদ্ধ ও জোসফট যে প্রাচীন ব্যক্তিকে দর্শন করেন, গ্রীক ও সংস্কৃত উভয় গ্রন্থে তাহাকে কতকগুলি বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে। সেই বিশেষণ গুলির সাতিশয় সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়।

"মসসৌদি সেবিয়ন্ ধর্ম্ম-* প্রবর্ত্তকের নাম যূদস্ফ এবং কিতাব ফিহ্-রিস্ত নামক আরবীয় গ্রন্থের লেখক বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবর্ত্তকের নাম যুঅসফ্ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। রেঁণো ঐ দুইটী নাম পার্সী বুদ্সৎফ অর্থাৎ সংস্কৃত বোধিসত্ত্ব শব্দেরই অপভ্রংশ † স্থির করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বেবর (Webor) বলেন যে ঐ ফরাসী পণ্ডিতের এই সুকৌশল-সম্পন্ন অভিপ্রায়ই উপস্থিত বিষয় অর্থাৎ জোসফট্ ও বুদ্ধদেবের অভেদ প্রতি-পাদনের মূলসূত্র।"‡

* কেলডিয়া প্রভৃতি পূর্ব্বদেশ প্রচলিত চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র এই সমস্ত জ্যোতিষ্কের উপাসনা। পশ্চাৎ মিশর ও গ্রীসেও এই ধর্ম্ম প্রচারিত হয়। —The faith of the world, Vol. II, 1881 Sabians.

† Memoire Sur I' Inde par Reinand p. 91.
Weber's History of Indian Literature, p. 307.

‡ ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ক উপক্রমণিকা, দ্বিতীয় ভাগ পৃঃ ২৫৪-৫৭।

অপরদিকে জগতে যত নীতিমূলক গল্প দেখিতে পাওয়া যায় তাহার উৎপত্তিস্থল ভারতবর্ষ বলিয়াই বোধ হয়। নানা যুগে ঐ সকল গল্প নানা অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে গমন করিয়াছে *। সকলেই জানেন যে নীতিযুক্ত গল্পের খনি হইতেছে বৌদ্ধ জাতক গ্রন্থ। এ সকল গল্প ভারতবর্ষে বুদ্ধদেবেরও পূর্ব্ব হইতে বর্ত্তমান ছিল। শ্রীবুদ্ধ সেই গুলিকে নীতিযুক্ত করিয়াছিলেন মাত্র। সে যাহা হউক, পাশ্চাত্য গল্পের সহিত ঐসকল গল্পের অত্যধিক মিল এবং ঐ সকল গল্প প্রাচ্য ঢংয়ে লেখা—যেমন প্লেটোর ক্রাটাইলাসের (Cratylus) অন্তর্গত সিংহ চর্ম্মাবৃত গর্দ্দভ † এবং ষ্ট্রাটিস (Strattis 400 B. C.) বর্ণিত নউলের স্ত্রীত্ব প্রাপ্তি ‡ প্রভৃতি গল্প বৌদ্ধযাতকে দেখা যায়। ইহা ছাড়া সোলেমানের (Soloman) বিচারের মধ্যে যক্ষিণী জাতক § কি প্রকারে প্রবেশ করিল ইহা এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। মক্ষমুলর ইহার কোন সমাধান খুঁজিয়া পান নাই। কিন্তু আমাদের বোধ হয় ভারতবাসীদের সহিত ইহুদিদের সমাগম

---

* See Selected Essays Vol. I, p. 500. The Migration of Fables.

† Cratylus' 441A. on a similar fable in Æsop, see Benfey, Pantschatantra Vol. I, p. 463 M. M. Selected Essays, Vol. 1, p. 513.

‡ See Fragmenta Comic (Didot) p. 302 ; Benfey 1. c Vol. I. p. 374.

§ See some excellent remarks on this subject in Rhys Davids, Buddhist Birth Stories, vol I, pp. xiii & xliv.

ফলে বাইবেলের মধ্যে ভারতবর্ষীয় নানা বিষয় প্রবেশ করিয়াছে। বাইবেলের অন্তর্গত 'রাজমালার' * সময় ভারতবর্ষের যে ঐ সকল দেশের সহিত নানা ভাবে বাণিজ্য সম্বন্ধ ছিল তাহা বাইবেলের মধ্যে কতকগুলি সংস্কৃত শব্দ (যথা হস্তীদন্ত, বানর, ময়ুর এবং চন্দন কাষ্ঠ বাচক হইতে বুঝা যায় †। অবশ্য কেহ যেন মনে না করেন যে এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য যীশুখৃষ্টকে অপ্রতিপাদন করা। আমাদের প্রতিপাদ্য এই, যে খৃষ্ট ধর্ম্ম হিন্দু চিন্তা দ্বারাই পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিল। যিশুখৃষ্ট ভারতবর্ষীয় নীতি ও সঙ্ঘের সহিত তদ্দেশীয় নানা বিশ্বাস ও সেশ্বরবাদ একত্র করিয়া জগতের সমক্ষে ধারণ করিয়াছিলেন। পারসিক আহিরম্যান ও অহুরমেজদা খৃষ্টধর্ম্মের ভগবানের সহিত সয়তানের চিরবিরোধ স্মরণ করাইয়া দেয়। মৃত্যুর পর বহুকাল পরে মৃত ব্যক্তির আত্মা পুনরায় দেহের মধ্যে প্রবেশ করিবে ইত্যাদি মিশরীয় চিন্তা অথবা মৃত্যুর পর পৃথিবীর অন্তস্থলে গৃহাবদ্ধ জীবাত্মা প্রভৃতি পারসিক চিন্তা খৃষ্ট ধর্ম্মের Day of Judgment এর কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। Neo-Platonic সম্প্রদায়ের Tripple Triad of Jamblicus এর মধ্যেই খৃষ্ট ধর্ম্মের ত্রিমূর্ত্তি God the Father, God the Son, God the Holy Ghost লুকাইত ছিল। কিন্তু আমরা ইতিহাস পাঠে জানিতে পারি যে এই Neo-Platonic সম্প্রদায় ভারতীয় Gymno-Sophist দের দ্বারা অতিমাত্র অনুপ্রাণিত হইয়াছিল। বেবরের (Weber) কথায় বলিতে গেলে—

"Buddhists and Jews, Greeks and Egyptians, mingled

* I Kings iii, 25

† Science of Language, vol, 1 p. 186

together, bringing with them the most diverse forms of religion. These conditions led to the development of comparative theology, on the one hand, and to the fusion of beliefs or a kind of Religious eclecticism, on the other, and paved the way for Catholic unity."

এ যাবৎ আমরা উদীচ্যখণ্ডে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব লইয়া আলোচনা করিয়াছি এখন একবার পৃথিবীর অপর পারস্থ ভূখণ্ডের সহিত ভারতসম্বন্ধী ধর্ম্মেতিহাস লইয়া আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। সিংহল, শ্যাম, নেপাল, তিব্বত, কাবুল, গান্ধার, চীন, মঙ্গলিয়া, কোরিয়া, জাপান ও মধ্য এসিয়ায় যে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল এ কথা সকলেই জানে। কিন্তু কলম্বসের আমেরিকা আবিষ্কারের সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আমেরিকা খণ্ডও যে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাব অনুভব করিয়াছিল এ কথা শুনিলে অনেকে আশ্চর্য্যান্বিত না হইয়া থাকিতে পারিবেন না। কিছুকাল পূর্ব্বে "কলম্বসের পূর্ব্বে আমেরিকার আবিষ্কার" শীর্ষক একটী সচিত্র প্রবন্ধ আমেরিকার এক মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। কতকগুলি প্রমাণ হইতে নিষ্পন্ন হইতেছে যে পাঁচজন বৌদ্ধ ভিক্ষু রুষের উত্তর সীমা কাম্‌সকাটকা হইতে পাসিফিক মহাসাগর উত্তীর্ণ হইয়া আলাস্কা দিয়া আমেরিকায় প্রবেশ পূর্ব্বক দক্ষিণে মেক্সিকো পর্য্যন্ত গমন করেন। ঐ পথ দিয়া আমেরিকা যাত্রা দুরূহ ব্যাপার নহে; মধ্যে যে আল্যুসিয়াদি দ্বীপপুঞ্জ আছে তাহা অতিক্রম করিয়া, কি সহজে আমেরিকা পৌঁছান যায় মানচিত্র দৃষ্টে তাহা বুঝিতে পারিবেন; বলিতে কি, চীন পরিব্রাজকদিগের স্থল-পথ দিয়া ভারতবর্ষ ভ্রমণ অপেক্ষা অনেক সহজ। মেক্সিকো ও তৎসন্নিহিত আদিম আমেরিকানদের ইতিহাস, ধর্ম্ম, আচার, ব্যবহার প্রাচীন কীর্ত্তিকলাপের

চিহ্ন সকল এই ঘটনার সভ্যতা বিষয় সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। প্রাচীন চীন গ্রন্থাবলীতে ফুসং নাম গৃহীত হয়। বর্ণনা হইতে মেক্সিকো দেশে 'আগুয়ে' বা 'মাগুয়ে', যে বৃক্ষ জন্মে তাহার সহিত ফুসং বৃক্ষের সৌসাদৃশ্য উপলব্ধি হয়।

"চীন সাহিত্যে হুইসেনের ভ্রমন বৃত্তান্ত নামে একটী গ্রন্থ আছে, তার লেখাটী অত্যন্ত সরল, এমন কোন অদ্ভুত অলৌকিক ঘটনার বর্ণনা নাই যাহা লেখকের কল্পনা প্রসূত বলিয়া মনে হয়। এই বৃত্তান্ত হইতে জানা যায় যে হুইসেন কাবুলবাসী ছিলেন, ৪৯৯ খৃষ্টাব্দে য়ু-আন সম্রাটের রাজত্ব-কালে ফুসং হইতে কিঞ্চেন রাজধানীতে আগমন করেন। তখন রাজ্য-বিপ্লব বশতঃ তিনি সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন নাই, বিদ্রোহ থামিয়া গেলে পরবর্ত্তী নূতন সম্রাটের সাক্ষাৎকার লাভ করেন। তিনি ফুসং হইতে কৌতুকজনক নানা নূতন নূতন সামগ্রী ভেট লইয়া আসেন। তাহার মধ্যে একরকম কাপড় ছিল তাহা রেশমের মত নরম অথচ তার সূতা এরূপ কঠিন যে কোন ভারি জিনিষ ঝুলাইয়া রাখিলেও ছিঁড়িয়া যায় না। Mexico র 'আগুয়ে' গাছ হইতেও ঐ রকম রেশম উৎপন্ন হয়। আর একটি সুন্দর ছোট দর্পণ উপহার দেন। তাহার অনুরূপ দর্পণ Mexico অঞ্চলের লোকদের মধ্যে ব্যবহৃত হইত। রাজাজ্ঞায় হুইসেনের ভ্রমণ বৃত্তান্ত তাঁহার কথা মত লিখিয়া লওয়া হয়। তাহার সারাংশ এই :—

"পূর্ব্বে ফুসং বাসীরা বৌদ্ধ ধর্ম্মের কিছুই জানিত না, ৪৫৮ খৃঃ সুংবংশীয় তামিং সম্রাটের রাজত্ব কালে কাবুল হইতে ৫ জন বৌদ্ধ ভিক্ষু ফুসং গমন করিয়া সে ধর্ম্ম প্রচার করেন। সেখানকার অনেকে বৌদ্ধভিক্ষু রূপে দীক্ষিত হয় ও তখন হইতে লোকদের রীতি নীতি সংশোধন আরম্ভ হয়।

পরিব্রাজক ভিক্ষুরা কামাস্কাটকা হইতে কোন্ পথ দিয়া কিরূপে যাত্রা করেন, কোন পথ কতদূর, অধিবাসীদিগের আচার ব্যবহার কিরূপ ঐ গ্রন্থে সকলি বিস্তৃত আছে। ফুসং বৃক্ষের গুণাগুণ, তার ছাল হইতে সূতা বাহির হওয়া ও বস্ত্র বয়ন ও তাহা হইতে কাগজ প্রস্তুত হওয়া পর্য্যন্ত যথাযথ বর্ণিত আছে। সে দেশে এক প্রকার রাঙ্গা পিয়ারা জন্মে ও প্রচুর দ্রাক্ষা জন্মানর কথা আছে যাহা Mexico দেশের ফলের সহিত ঠিক মেলে। ও দেশে তাম্র পাওয়া যায়, লৌহ খনি নাই, সোনা রূপার ব্যবহার নাই, জিনিষের দরের ঠিক নাই। ওখানকার লোকদের রাজতন্ত্র, রীতি নীতি বিবাহ ও অন্ত্যেষ্টি পদ্ধতি, নগর, দুর্গ, সেনা ও অস্ত্রশস্ত্রের অভাব এই সকল বিষয়ের যেরূপ বর্ণন আছে তাহা আর আদিম আমেরিকা, বিশেষতঃ Mexico অঞ্চলে যাহা দেখা যায় তাহার মধ্যে চমৎকার ঐক্য দৃষ্ট হইবে।

"Mexico বাসীদের মধ্যে এইরূপ শ্রুতি আছে যে একজন শ্বেতকায় বিদেশী পুরুষ, লম্বা শুভ্র বসন, তার উপর এক আলখাল্লা, এই বেশে আগমন করেন। তিনি লোকদিগকে পাপ পরিহার, ন্যায়, সত্য ব্যবহার, শিষ্টাচার, মিতাচার এই সমস্ত ব্যবহারধর্ম্মের উপদেশ দেন। পরে সেই সাধুপুরুষের উপর লোকের উৎপীড়ন আরম্ভ হওয়াতে তিনি প্রাণভয়ে হঠাৎ একদিন কোথায় চলিয়া গেলেন কেহই সন্ধান পাইল না, এক পাহাড়ের উপর তাঁর পদচিহ্ন রাখিয়া গেলেন। তাঁহার স্মরণার্থ Magdalina গ্রামে তাঁহার এক প্রস্তর মূর্ত্তি নির্ম্মিত হয়, তাঁর নাম উই-সি-পেকোকা, সম্ভবতঃ "হুই-সেন-ভিক্ষু" নামের অপভ্রংশ। আর একজন বিদেশী ভিক্ষু কতকগুলি অনুচর সঙ্গে Pacific Ocean তীরে আসিয়া নামেন।

হয়ত তাঁহারা উল্লিখিত পঞ্চভিক্ষু। এই সকল ভিক্ষুরা যে ধর্ম্ম শিক্ষা দেন তাহা অনেকটা বৌদ্ধমতের অনুরূপ। Spanish জাতি কর্ত্তৃক আমেরিকা বিজয়কালে তাহারা Mexico ও মধ্য আমেরিকার জনপদে যে ধর্ম্মমত ও বিশ্বাস প্রচলিত দেখেন, তাহাদের শিল্প, গৃহ নির্ম্মাণ-কৌশল, মাস গণনার রীতি প্রভৃতি যাহা প্রত্যক্ষ করেন Asiaর ধর্ম্মের ও সভ্যতার সহিত তাহার এমন আশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্য যে তাহা দুই দেশের পরস্পর লোক সমাগম ভিন্ন আর কিছুতেই ব্যাখ্যা করা যায় না।

"আর এক প্রকার প্রমাণ পাওয়া যায় তাহা ভাষাগত। এসিয়া খণ্ডে 'বুদ্ধ' নামের তেমন চলন নাই। বুদ্ধের জন্ম নাম 'গৌতম' এবং জাতীয় নাম 'শাক্যই' প্রচলিত। এই দুই নাম এবং তাহার অপভ্রংশ শব্দ Mexico প্রদেশ সমূহের নামে মিলিয়া গিয়াছে। দেশীয় যাজকদের নাম এবং উপাধিও ঐরূপ সাদৃশ্যব্যঞ্জক।

"গ্বাতেমালা—গোতম আলয়, হুয়াতামো ইত্যাদি স্থানের নাম; পুরোহিতের নাম গ্বাতেমোট্‌ জিন-গৌতম হইতে ব্যুৎপন্ন বোধ হয়। ওয়াস্কো, জাকাটেকাস, শাকাটাপেক, জাকাটলাম, শাকা পুলাস এই সকলের আদিপদে শাক্য নামের সাদৃশ্য দেখা যায়। মিক্‌স্‌টেকার প্রধান পুরোহিতের উপাধি হচ্ছে "তায়াসাক" অর্থাৎ শাক্যের মানুষ। পালঙ্কে একটি বুদ্ধ প্রতিমূর্ত্তি আছে, তাহার "শাকমোল" (শাকমুনি) নাম। কোলোরাডো নদীর একটী ক্ষুদ্র দ্বীপে একজন পুরোহিত বাস করিতেন তাঁর নাম গৌতুশাকা (গৌতম শাক্য)। তিব্বতী কোন নাম চা'ন ত দেখিতে পাইবেন Mexicoর পুরোহিতের নাম ত্‌লামা। আর এক কথা—মেক্সিকো দেশের নাম সেখানকার

এক বৃক্ষ হইতেই হইয়াছে; হুইসেন যদি ঐ দেশে গিয়া থাকেন তাহা হইলে ফুসং বৃক্ষ হইতে দেশের নামকরণ তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক।

"পরিশেষে বক্তব্য এই যে আমেরিকায় এমন কতকগুলি জিনিষ পাওয়া গিয়াছে যাহা সে দেশে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারের মূর্ত্তিমান প্রমাণস্বরূপ। ধ্যানস্থ বুদ্ধের প্রতিমূর্ত্তি, সন্ন্যাসী বেশধারী বৌদ্ধ ভিক্ষু মূর্ত্তি, হস্তীর প্রতিমূর্ত্তি (আমেরিকায় হস্তীর ন্যায় কোনও জন্তু ছিল না), চীন পাগোডাকৃতি দেবালয়, প্রাচীরের গায়ে চিত্র, খোদিত শিলা, স্তূপ, বিহার, অলঙ্কার, এই সকল জিনিষে বৌদ্ধ ধর্ম্মের ছাপ বিলক্ষণ পড়িয়াছে।"*

এই সমস্ত প্রমাণ হইতে Prof Fryor স্থির করিয়াছেন যে ১৪০০ বৎসর পূর্ব্বে বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ প্রচারকার্য্যে আমেরিকায় গমন করিয়াছিলেন।

* The Buddhist Discovery of America—Harper's Magazine.

—বৌদ্ধধর্ম্ম—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সাহিত্যের প্রসার

The debt which the world owes to our motherland i mmense. Taking country with country, there is not one race on this earth to which the world owes so much as to the patient-Hindu.

Hence again must start the wave which is going to piritualise the material civilisation of the world. Here is the life-giving water with which must be quenched the burning fire of materialism, which is burning the core of the hearts of millions, in other lands.

—Vivekananda.

এই প্রসঙ্গে আমরা ভারতবর্ষীয় সাহিত্যের জগৎ ভ্রমণ সম্বন্ধে আর একটু বিশেষভাবে আলোচনা করিতে চাই। ইদানীং ভারতবাসীর সাগরপারে গমন করিলে জাতি যায় কিন্তু কৌতুক দেখ, এই ভারতীয় সাহিত্য সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া ভিন্ন দেশীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞানের ভিত্তিস্বরূপ হইয়াছে এবং পক্ষান্তরে, বিদেশীয়েরা তাহা আত্মসাৎ করিয়া নিজ প্রচেষ্টায় তাহার উপর মহিমময় জ্ঞানের প্রাসাদ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। আর অধুনা অস্মদ্দেশীয়েরা কেবল সারা জীবন ধরিয়া পূর্ব্বপুরুষদের নামানুকীর্ত্তন ও চর্ব্বিত চর্ব্বণ করিয়া ক্ষান্ত আছেন। তাঁহাদের সকল প্রচেষ্টা কেবল কতকগুলি কুসংস্কার কিম্বা কতকগুলি অসম্বদ্ধ আচারপদ্ধতি

প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ব্যস্ত। দুই এক জন [illegible]ীল বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক ধীরে ধীরে দেখা যাইতেছে বটে, কিন্তু তাহা সমুদ্রে পাদ্যার্ঘ্য মাত্র। মুষ্টিমেয় শি[illegible]ক্ষিতসমাজ যদি একবার ভারতের গ্রামে গ্রামে পরিদর্শন করিয়া বেড়ান তাহা হইলে বুঝিতে [illegible]ারিবেন যে ভারতের জনসমাজ কি অন্ধকারাচ্ছন্ন। অনেকেই কলিকাতার [illegible]্যুতিক আলোক দেখিয়া মনে করেন যে গ্রাম সকলও বুঝি ঐ প্রকার আলোকিত। [illegible] ও বঙ্গেতর প্রদেশে বহু [illegible]ণ্ডিত আছেন কিন্তু তাঁহারা হিন্দু দর্শন বিজ্ঞানের কেবল ভাষ্য ও [illegible]টিকা, [illegible]টিকা [illegible]টিকার গিলিত চর্ব্বন করিতেছেন। দর্শন ও বিজ্ঞানের বাস্তব জীবন তাঁহারা হারাইয়া [illegible]ফলিয়াছেন, কাজে কাজেই কণাদের পরমাণুবাদ, কপি[illegible]র ক্রম[illegible]িকাশ, আর্য্যভট্টের জ্যোতির্ব্বিদ্যা, বাগভট্টের নরশরীর বিজ্ঞান, [illegible]াগার্জ্জুনের রসায়ন প্রভৃ[illegible] [illegible]ালোচনায় এবং ভিন্ন দেশ হইতে তথ্য সংগ্রহ করিয়া [illegible] পুষ্টি সাধন এবং পাশ্চাত্যের সহিত জ্ঞানক্ষেত্রে [illegible] প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে একেবারে অক্ষম —কেবল ত্ব, তা প্রভৃতি তদ্ধিত প্রত্যয়, অবচ্ছেদকতা প্রভৃতি কল্পিত শব্দের উপর নির্ভর করিয়া[illegible] বিতণ্ডার অবতারনা করিয়া নিজেদের কৃতকৃতার্থ মনে করিতেছেন।

যাহা হউক এখন বিদেশীয় নীতিকথার আলোচনা করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে Æsops Fables-এর কথাই উঠে। কিন্তু ইদানীং বহু পণ্ডিত মণ্ডলীর বিশ্বাস যে ঈশপ নামে প্রকৃত কেহ কখনও ছিলনা কিন্তু তাঁহার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াও ইহা সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিত হইয়াছে, যে সকল গল্প ঈশপ রচিত বলিয়া পরিচিত আছে তাহাদের অধিকাংশই জাতকের রূপান্তর মাত্র এবং অপর কতকগুলি বিভিন্ন লোকের রচনা। খৃঃ পূঃ পঞ্চম ও চতুর্থ শতাব্দীতে গ্রীসদেশে কতকগুলি কথা

দেখিতে পাওয়া যায় ; উহা ডেমিক্রিটাস্ বর্ণিত কুকুর ও প্রতিবিম্বের এবং Plato বর্ণিত সিংহচর্ম্মাচ্ছাদিত গর্দ্দভের কথা। এই দুইটী গল্প বৌদ্ধ জাতকে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ডেমিক্রিটাসের কুকুর প্রতিবিম্বকে মাংসখণ্ড মনে করিয়াছিল ইহা কিঞ্চিৎ অস্বাভাবিক। জাতকে এবং পরবর্ত্তী যুগের পঞ্চতন্ত্রে বর্ণিত আছে যে শৃগাল তটভূমে মাংসখণ্ড রাখিয়া মৎস্য ধরিতে গিয়াছিল—ইহাই স্বাভাবিক।—Platoর গর্দ্দভ কি করিয়া সিংহচর্ম্মাচ্ছাদিত হইল?—বরং জাতকে গর্দ্দভস্বামী তাহাকে সিংহচর্ম্মাচ্ছাদিত করিয়া অপরের শস্যক্ষেত্রে ছাড়িয়া দিত—ইহাই খুব স্বাভাবিক। আবার সিংহ যেমন ভারতবাসীর নিকট পরিচিত ছিল, গ্রীকদিগের নিকট তেমন ছিল না। আর এ সকল গল্পের উৎপত্তি, সাধারণ জনসমাজে, সাধারণ ভাষায় এবং সচরাচর যাহা প্রত্যক্ষ করা যায় তাহা হইতেই হয়। ইহা হইতেই বেশ প্রতীয়মান হয় যে এ সকল কথা ভারতবর্ষ হইতে ঐ সকল দেশে গমন করিয়াছিল। তাহা ছাড়া হেরোডোটাস ও একটি আখ্যায়িকাকে পারস্য হইতে সংগৃহীত বলিয়া স্বীকারই করিয়াছেন। Solomonএর বিচার সম্বন্ধেও যক্ষিনী জাতকের শ্রেষ্ঠত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। পুত্র লইয়া মাতৃদ্বয়ের মধ্যে বিবাদের মীমাংসা, বালকটীকে দুই ভাগ করা অপেক্ষা বলপূর্ব্বক যে গ্রহণ করিতে পারে তাহারই প্রাপ্য ইহাই স্বাভাবিক।

কথা দুইটি যে জাতক হইতেই গ্রীসে গমন করিয়াছে, এমন নহে ; জাতকের বহু পূর্ব্ব হইতেই ভারতবর্ষে এ সকল কথা প্রচলিত ছিল—তাহার প্রমাণ মহাভারতাদি বহু প্রাচীন গ্রন্থ। জাতকে সেইগুলি একত্রে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল মাত্র। আর জাতকের গল্পমালা এক সময়ে বা একপুরুষের দ্বারা সংগৃহীত বা কথিত হয় নাই ইহা ধীরে ধীরে প্রকাশ

হইয়া পড়িয়াছে। সেই জন্ত আমাদের বিশ্বাস যে Pythagorus, Socrates, Plato প্রভৃতি গ্রীক দার্শনিকদের ভিতর ভারতীয় দর্শন শাস্ত্র যেরূপে প্রবেশ লাভ করে ইহারাও সেই ভাবে বৌদ্ধ পূর্ব্ব যুগে তাহাদের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল।

সংস্কৃত পঞ্চতন্ত্র নামক গ্রন্থখানি খৃঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে পারস্যরাজ খসরু নসীরবানের রাজত্বকালে পাহলবী ভাষায় অনুবাদিত হয়। পরে উহা খৃঃ ৮ম শতাব্দীতে সিরিয়ক এবং আরবী ভাষায় অনূদিত হয়। সিরিয়ক 'কলিলগ ও দমনগ' এবং আরবী 'কলিলা ও দিমনা' ইহা পঞ্চতন্ত্রের 'করটক ও দমনক' নামক' শৃগালদ্বয়ের নামের অপভ্রংশ মাত্র। আরবীরা 'কলিলা ও দিমনার' রচয়িতাকে 'বিদপাই' বলিতেন। উহা সংস্কৃত 'বিদ্যাপতি'। এই 'বিদপাই' শেষে 'পিলপাই' বা 'পিল্ল' হইয়া ইউরোপে পঞ্চতন্ত্র 'পিল্লের গল্প' বলিয়া প্রচারিত হইয়াছে। কথাসরিৎসাগর নামক অপর একখানি গ্রন্থও ঐরূপ ভাবে পাশ্চাত্য জগতে বহু বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। আরব্য উপন্যাস ঠিক ঐ পুস্তকের ধাঁজে লিখা। অধিক কি, আরব্য উপন্যাসের শাহরিয়ার শাহজেমানের কথাই সংস্কৃত কথাসরিৎ-সাগর হইতে গৃহীত। উহা শেষোক্ত গ্রন্থের দুই যুবা ব্রাহ্মণ ও এক যক্ষের উপাখ্যান ছাড়া আর কিছুই নহে। তাহা ছাড়া সিন্দিয়াবাদ, রাজা, রাজপুত্র, যুবতী ও সপ্তমন্ত্রী এ বিষয়ে স্পষ্ট সাক্ষ্য প্রদান করে।*

শুধু তাহাই নহে শ্যাম ও ব্রহ্ম দেশীয় ভাষায় রামচরিত্র, সীতাহরণ, রাবণ যুদ্ধ, অনিরুদ্ধ উপাখ্যান, ভগবতী মাহাত্ম্য কথন, বালীবৃত্তান্ত.

---

* Jatak Tales Collected by Fousball as Translaled by T. W. Rhys Davis vol 1. Introduction.

British & Foreign Review, Ny xxi. p. 266.

কামধেনু, নাগকন্যা, যক্ষ রাক্ষসাদির বর্ণনা দেখিয়া ঐ সকল দেশে সংস্কৃত শাস্ত্রেরই আধিপত্য নির্দ্দেশ করে। আর ললিত বিস্তরাদি বৌদ্ধ ও তান্ত্রিক গ্রন্থ সকল মধ্য আসিয়ায় এবং মহাচীনে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহা ত সকলেই জানেন।

"ভারতবর্ষীয় গণিত, জ্যোতিষ ও চিকিৎসাশাস্ত্র বিষয়ক বহুতর পুস্তক আরবও পারসীক দেশের ভাষায় অনুবাদিত হইয়া সেই সেই দেশে প্রচারিত হয়। উয়ুন্ অল্ অম্বা ফি তল্ কাতুল্ আত্ বা নামক একখানি গ্রন্থে লিখিত আছে, ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতেরা আরবের অন্তর্গত বোগ্দাদের রাজসভায় উপস্থিত হইয়া জ্যোতিষ ও বৈদ্যক শাস্ত্রাদি শিক্ষা দেন। ইহার মধ্যে কাহারও নাম মঙ্কঃ, কাহারও নাম কঙ্কঃ কাহারও নাম বা বাখর বলিয়া লিখিত আছে। মঙ্কঃ মাণিক্য এবং বাখর ভাস্কর (অর্থাৎ ভাস্করাচার্য্য) বলিয়া অনুমিত হইয়াছেন। আরব রাজ্যেশ্বর হারুন্ অল্ রসীদের উৎকট পীড়া হয়। কোনও রূপেই তাহার প্রতীকার না হওয়াতে, তিনি ভারতবর্ষ হইতে ঐ মঙ্কঃকে চিকিৎসার্থ লইয়া যান ও তদীয় চিকিৎসাগুণে সে রোগ হইতে মুক্ত হন। তদ্ভিন্ন ঐ আরবী পুস্তকে দাহর জবহর, রাহঃ, অঙ্কর, অন্দি, সকঃ, জঙ্গল, জারি, জওদর্, সানাক্, সনজহল্ এই সমস্ত জ্যোতিষজ্ঞ ও চিকিৎসাশাস্ত্রজ্ঞ ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। ইহাদের প্রণীত অনেক গ্রন্থ আরবী ও পারসী ভাষায় অনুবাদিত হয়। পূর্ব্বোক্ত আরবী গ্রন্থে ঐ নামগুলি বিকৃত করিয়া লিখিত হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই। উহাতে আরবদেশে নীত সিরক্, মসর্দ্দ ও যেদান্ নামে তিন খানি ভারতবর্ষীয় বৈদ্যক গ্রন্থের বৃত্তান্ত আছে; উহা সংস্কৃত চরক, সুশ্রুত ও নিদান বই আর কিছুই নহে। ১১৩

খৃষ্টাব্দে বা কিছু পরে অলমনসুর নামক আরবী নরপতির অনুমতি ক্রমে আরবী ভাষায় এক খানি জ্যোতিষশাস্ত্র অনুবাদিত হয়; উহার আরবী নাম সিন্দ্‌ হিন্দ্‌। কোলব্রুক উহাকে সুসংস্কৃত ব্রহ্মসিদ্ধান্ত বলিয়া বিবেচনা করেন। বাকুব নামে একটি গ্রন্থকার ঐ সিন্দ্‌ হিন্দ্‌ পুস্তক অবলম্বন করিয়া একখানি জ্যোতিষশাস্ত্র প্রস্তুত করেন তাহাতে তিনি বীজগণিত শাস্ত্রের প্রমাণ বারম্বার উদ্ধৃত করিয়াছেন * অল্‌-মামুন্‌ নামক বাদসাহের সময় একখানি সংস্কৃত বীজগণিত আরবীতে অনুবাদিত হয়। ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, এই নয় অঙ্ক মূর্ত্তি এবং একং দশং শতং সহস্রং ইত্যাদি দশগুণোত্তর সংখ্যা গণনায় যেরূপ প্রণালী সর্ব্বত্র প্রচলিত রহিয়াছে, ভারতবর্ষীয় আর্য্যেরাই তাহা উদ্ভাবন করেন। আরবী ও পারসীক পাটিগণিত প্রণেতারা সকলেই এক বাক্যে তাহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন †। আরবীরা হিন্দুদের নিকট উহা শিক্ষা করিয়া স্বদেশে প্রকাশ করিয়া দেন ও তদ্বিষয়ক গ্রন্থ রচনা ও বাণিজ্য বিস্তার দ্বারা বোগদাদ নগর হইতে স্পেনের অন্তর্গত কর-ডোবা নগর পর্য্যন্ত প্রচার করিয়া যান। খুলাসৎ-উল্‌ হিসাব নামক আরবী পুস্তকের ভূমিকায় ও অন্যান্য পারসীক গ্রন্থে তাঁহাদের ঐ অঙ্ক প্রণালী শিক্ষার বিষয় সুস্পষ্ট লিখিত আছে। সুবিখ্যাত গ্রীক পণ্ডিত পিথাগোরাস একখানি গ্রন্থে অঙ্ক গণনার যেরূপ পদ্ধতি প্রকাশ করেন এবং বিথিয়সের জ্যামিতি শাস্ত্রে তাহা যেরূপ ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহা ঐ ভারতবর্ষীয় অঙ্ক প্রণালীর সহিত একরূপ অভিন্ন। একটী ফরাসী

---

* Asiatic Researches, vol xi. pp 161—164.

† A. R. vol. xii, pp 183—184.

গণিতজ্ঞ পণ্ডিত (Charles) বিচার করিয়া দেখাইয়াছেন, পশ্চিমাঞ্চলের খ্রীষ্টানেরা আরবীদের পূর্ব্বেও ভারতবর্ষীয় অঙ্ক প্রণালী অবগত হইয়াছিলেন। ৭৮৬—৮০৯ খৃষ্টাব্দে আরবী নৃপতি হারুণ-অল-রসীদের আদেশ অনুসারে পূর্ব্বোক্ত সুশ্রুত ও চাণক্য কৃত বিষচিকিৎসাবিষয়ক একখানি গ্রন্থ উল্লিখিত মঙ্কঃ কর্ত্তৃক পারসীক ভাষায় অনুবাদিত হয়। চাণক্য কৃত বলিয়া লিখিত পশুচিকিৎসা বিষয়ক একখানি গ্রন্থ আরবী ভাষায় এবং চরক নামক সুপ্রসিদ্ধ বৈদ্যকশাস্ত্রও আরবী ও পারসীক উভয় ভাষাতেই অনুবাদিত হইয়া প্রচলিত হয়। ১৩৮১ খৃষ্টাব্দে সুশ্রুতগুরু কর্ত্তৃক প্রণীত বলিয়া উল্লিখিত পশুচিকিৎসা বিষয়ক অপর একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ অনুবাদিত হয়। আলবীরুণী নামক আরবী পণ্ডিত ৯৭০ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করিয়া ১০৩৮ খৃষ্টাব্দে প্রাণ ত্যাগ করেন। তিনি জ্যোতিষশাস্ত্রের উপদেশ গ্রহণ উদ্দেশে ভারতবর্ষে আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি সাংখ্য ও যোগশাস্ত্র বিষয়ক একখানি গ্রন্থ আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন এবং হিন্দুদের সাহিত্য ও বিজ্ঞানশাস্ত্রের বিবরণাত্মক অন্য একখানি পুস্তক রচনা করিয়া যান। ১১৫০ খৃষ্টাব্দে আবু সালেহ্ রাজগণের শিক্ষা বিষয়ক একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন। এই সমস্ত গণিত ও চিকিৎসা বিদ্যা আরব হইতে পুনরায় মিশর দেশীয় এলেকজেন্দ্রিয়া নগরের বিদ্যালয় সমূহে প্রচলিত হয়, এবং মুসলমানেরা স্পেন্ দেশ অধিকার করিয়া তথায় বিদ্যালয় সংস্থাপন করিলে, তাহাতে আরবী ভাষায় বিরচিত ভারতবর্ষীয় ঐ সমস্ত জ্যোতিষাদি শাস্ত্রের অধ্যয়ন অধ্যাপনা প্রবর্ত্তিত হইয়া ইউরোপে প্রচারিত হইয়া যায়। পীজা নগর নিবাসী লিয়োনার্ড নামে একজন পণ্ডিত বার্ব্বারি দেশে গিয়া আরবী ভাষায় বিরচিত বীজগণিত শিক্ষা করেন এবং ১২০২ খৃষ্টাব্দে তাহা লাটিন ভাষায় অনুবাদ করিয়া স্বদেশে প্রচার

করিয়া যান। জগদ্বিখ্যাত জর্ম্মেন্ পণ্ডিত হম্বোল্ট বলিয়া গিয়াছেন, আরবীদের কর্ত্তৃক ভারতবর্ষীয় অঙ্ক প্রণালী এবং গ্রীস ও ভারতবর্ষীয় উভয় দেশীয় বীজগণিত প্রচারিত হইয়া প্রাক্ শতক বিজ্ঞানের গণিতাংশের বিশেষরূপ উন্নতি সাধন করিয়াছেন এবং জ্যোতিষ, দৃষ্টিবিজ্ঞান, প্রাকৃতিক ভূগোল, তেজোবিজ্ঞান ও চুম্বকবিজ্ঞানের গুরুতর ভাগ সমূদয় মনুষ্যের বুদ্ধিগম্য করিয়া দিয়াছে। পশ্চিমের ন্যায় পূর্ব্বদিকেও ভারতবর্ষীয় গণিত-বিদ্যা প্রচলিত হয়। শ্রীমান রেনো নামে একজন ফরাসী পণ্ডিত প্রদর্শন করিয়াছেন, ঐ বিদ্যা ৭২০ খৃষ্টাব্দে চীনদেশ পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়া যায়। মোগল সম্রাট আকবর রামায়ণ, মহাভারত, অমরকোষ এবং অথর্ব্ববেদ পারসীক ভাষায় অনুবাদ করেন। তাঁহার প্রপৌত্র দারা ১৬৫৭ খৃষ্টাব্দে পারসীক ভাষায় উপনিষদ সকল অনুবাদ করেন এবং পশ্চাৎ আঁকেতীই দুপের (Anquetil Duperron) কর্ত্তৃক ঐ পারসীক অনুবাদের লাটিন ও ফারসী অনুবাদ সম্পন্ন হয়।*

শ্রীযুক্ত আমির আলি তাঁহার History of the Saracones নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে আরবেই প্রথম চিকিৎসাবিদ্যার উন্মেষ হয় এবং এখান হইতেই জগতে উহা ছড়াইয়া পড়ে। কিন্তু ধীরে ধীরে ঐ মত বিলুপ্ত হইয়া ভারতেই যে সর্ব্বপ্রথম চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রকাশ হয় ইহাই স্থিরীকৃত হইয়াছে। ভারতে খৃষ্টের জন্মিবার বহু পূর্ব্বেই যে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সমধিক পুষ্টিসাধন হইয়াছিল তাহা যাঁহারা শ্রীবুদ্ধদেবের চিকিৎসক

---

* উপাসক সম্প্রদায়—H. H. Wilson's remarks in the Journal of the Royal Asiatic Society, vol 6 pp 105—119—Max Muller's Lectures on the Science of Language, first series, 1862 pp 145—153—Colebrook's Discrtation on the Arithmetic and Algebra of the Hindus.

জীবকের জীবনী আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারাই জানেন। তক্ষশীলা (Taxila) বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি অধ্যয়ন করিতেন। পাঠ শেষ হইলে তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য প্রশ্ন করা হয় যে বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুঃপার্শ্বে যে সকল বৃক্ষৌষধি গুল্ম প্রভৃতি আছে তাহাতে এমন কোনও বৃক্ষাদি আছে কি না যাহা চিকিৎসাশাস্ত্রে অব্যবহার্য্য। জীবক কিছুকাল অন্বেষণ করিয়া এমন একটিও বৃক্ষ বা ঔষধি বা গুল্ম পান নাই যাহা তৎকালীন চিকিৎসাশাস্ত্রে ব্যবহৃত হয় না। তখন যে শল্যবিদ্যারও অপূর্ব্ব বিকাশ হইয়াছিল তাহাও তিনি মগধে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া যে অপূর্ব্ব চিকিৎসা-নৈপুণ্য দেখাইয়াছিলেন তাহা হইতেই বেশ বোধগম্য হয়। তিনি জাতিতেও যে খুব উচ্চবংশ ছিলেন তাহাও নহে। জীবক বিম্বিসারের পুত্র অভয়ের ঔরসে এবং শালবতী নাম্নী এক বারবিলাসিনীর গর্ভে জন্মিয়াছিলেন।*

পরে ভারতবর্ষ হইতে যে কেবল দর্শন বিজ্ঞানাদিই অপর দেশে গমন করিয়াছে এমন নহে। তারী খুল হোকমা নামক গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে আরবীরা ভারতবর্ষ হইতেই সঙ্গীতশাস্ত্র সকল সংগ্রহ করিয়া স্বদেশে তাহার প্রচার ও উৎকর্ষ সাধন করেন। উহার নাম 'বিয়াফর্' অর্থাৎ 'বিদ্যাফল' বলিয়া কথিত হইয়াছে। পারসীক গ্রন্থকারেরা আরও স্বীকার করিয়াছেন যে খৃষ্টাব্দের ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতবর্ষের পশ্চিম খণ্ড হইতে শতরঞ্চ খেলাটি পঞ্চতন্ত্রের সহিত পারস্থানে আগমন করে। উহার সংস্কৃত প্রতিশব্দ চতুরঙ্গ। পারসীকরা উহাকে চত্রঙ্গ বলিতেন এবং আরবীরা তাঁহাদের ভাষায় ঐ শব্দটির আদ্যন্ত অক্ষর না থাকায় উহাকে শতারঞ্চ বলিয়া উল্লেখ করেন †। আর আজকাল যাহাকে Lantern Lecture

* জাতক ১ম খণ্ড পরিশিষ্ট—২৮২পৃঃ—শ্রীঈশানচন্দ্র ঘোষ।

† Asiatic Researches. London vol II. pp. 159—165.

বলে তাহার যে মূল প্রথা অর্থাৎ ছবির দ্বারা উপদেশ ও গল্পগুলি শ্রোতা ও দর্শকদিগকে স্পষ্টভাবে বুঝাইয়া দেওয়া ইহাও ভারতবর্ষ হইতে আরবের মধ্য দিয়া ইউরোপে গমন করে। বেরুট স্তূপের ছবিগুলিই ইহার প্রমাণ। পূর্ব্বে আরবীরা বিদপাইয়ের গল্পের সহিত ছবিও ব্যবহার করিতেন। ইউরোপীয়েরা যখন ঐগুলি সংগ্রহ করেন তখন গল্পের সহিত ছবিগুলিও নকল করিয়া লইতেন। Rhys Davids আর একটি ব্যাপার বৌদ্ধ গ্রন্থ হইতে বাহির করিয়াছেন। তিনি বলেন যে "উষ্ণস্নান" ভারতবর্ষ হইতেই বোধ হয় তুরস্কবাসীরা গ্রহণ করেন। কারণ ঐ স্নানের বিষয় বিনয় পিটকের ৩য় খণ্ডে ১০৫—১১০, ২৯৭ শ্লোকে বিশেষভাবে বর্ণনা আছে ‡। আর ইদানীং যাহাকে Polo খেলা বলে উহাও ভারতবর্ষ হইতে ইউরোপে বিস্তৃতি লাভ করে। উহা ভারতবর্ষে "চোগান" নামে পরিচিত ছিল। সম্রাট আকবর উহার সমধিক উন্নতি সাধন করেন। ¶

কিন্তু নবযুগে উদীচ্য খণ্ডে ভারতীয় শিক্ষার প্রথম উদ্বোধন হয় আঁকেতীই দুপের কর্ত্তৃক উপনিষদ যে দিন হইতে অনুবাদিত হইয়াছে। এই বীজ নিক্ষেপের পরেই সে ক্ষেত্রে সোপেনহাওয়ার (Schopenhaur), মক্ষমূলর (Max Muller) ডুসন (Deussen) প্রভৃতি পাশ্চাত্য বৈদান্তিকদের উদ্ভব হইল; এবং ধীরে ধীরে বৌদ্ধ দর্শনও ঐ ক্ষেত্রে প্রবেশ লাভ করিয়া উহার সমধিক উর্ব্বরতা সাধন করিয়াছে। ভারতও সে দর্শনোদ্যানের উৎকর্ষ সাধন করিবার জন্য তাহার রামমোহন, কেশবচন্দ্র, বিবেকানন্দকে পাঠাইলেন। ধীরে ধীরে উদ্যানটী ফলফুল সমন্বিত হইয়া উঠিয়াছে কিন্তু এখনও উহা

‡ Buddhist India p. 74—Rhys Davids.

¶ Akbar—Colonal Malleson.

বিশেষভাবে বিস্তৃতি লাভ করিতে পারেন নাই। পক্ষান্তরে প্রায় সকল পাশ্চাত্য চিন্তাশীল ব্যক্তিই হয় উহার পল্লব গ্রহণ করিয়া নিজ চিন্তাগৃহের সৌন্দর্য্য সাধন করিতেছেন, কেহ বা গুপ্ত ভাবে সে উদ্যান হইতে পুষ্প চয়ন করিয়া উহার স্তবক জন সমাজে বিক্রয় করিতেছেন আর কেহবা গোপনে উহার ফল ভক্ষণ করিয়া মনের ক্ষুধা মিটাইতেছেন।

বেদান্ত প্রচার হইতেছে বটে কিন্তু ইহার এক বিষম অন্তরায় আছে, তাহা ঐ শাস্ত্রান্তর্গত ভোগনিরাসবাদ। এতদিন ধরিয়া যে ভোগরাজ্য নির্ম্মাণ করিলাম তাহাতে কত ইন্দ্রপুরী, কত বিদ্যুৎ-বাষ্পের সরঞ্জাম, তাহা এক মুহূর্ত্তে পদাঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ করিতে হইবে, এ কথা স্মরণ করিতেও মহাতঙ্কের সঞ্চার হয়। কিন্তু বল দেখি এত দিন ধরিয়া ত ভোগ করিলে, প্রকৃতিকে ত নানারূপে বশীভূত করিয়া নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করিয়াছ কিন্তু ভোগ পিপাসা কি এক বিন্দুও মিটিয়াছে? আমরা ত দেখিয়াছি ভোগরাজ কালিয় তাহার সহস্র ফণা উত্তোলন করিয়া তোমায় দংশন করিতেছে। জড় বিজ্ঞানের নিকট যে, সোডম ফল (Apples of Sodom) লাভ করিয়াছ উহা যে ওষ্ঠের নিকট আনিলেই ছাই হইয়া যায়। প্রকৃতিকে মন্থন করিয়া যেমন অমৃত লাভ করিয়াছ সঙ্গে সঙ্গে যে ভীষণ গরল উঠিয়াছে তাহা কণ্ঠে ধারণ করিবার অখিল জীবজ্বালা নিবারণকারী সর্ব্বত্যাগী মহাযোগী শঙ্কর তোমাদের মধ্যে এমন কে আছেন? সর্ব্বধ্বংসী হিংসাদ্বেষের গরলে জগৎ যে জ্বলিয়া পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল! Fedaration of the World, One Parliament of Man প্রভৃতি কবি বাক্য কেবল কি কথার কথা থাকিবে? আধুনিক রাজনীতিসহায় কতকগুলি মানব উহা বাস্তব জীবনে পরিণত করিতে গিয়া Anarchism, Nihilism, Socialism প্রভৃতির সৃষ্টি করিয়াছে।

কিন্তু তাহাতে কতটুকু উপকার হইয়াছে? আমাদের বিশ্বাস রাজনীতি সহায়ে Universal Brotherhood জগতে প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব। উহা যদি কখনও কোনও প্রকারে সম্ভবপর হয় তাহা ধর্ম্মের দ্বারা। কিন্তু সে ধর্ম্ম কিরূপ?—যে ধর্ম্ম কখনও মানবের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা নষ্ট না করিয়া প্রত্যেক জীবকে তাহার নিজ নিজ আত্মশক্তি বিকাশের অবসর দেয়—যে ধর্ম্মভাব ও বিচারের মস্তকে পদাঘাত করিয়া বিধিকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন প্রদানের বিরোধী—যে ধর্ম্ম নিজ প্রেম ও উদারতা বলে বর্ণ ও জাতির কঠোর শৃঙ্খল চূর্ণ করিয়া পৃথিবীবক্ষ হইতে কাফের, যবন, হিদেন প্রভৃতি অতি জঘন্য কলঙ্ক একেবারে মুছিয়া ফেলিতে সমর্থ—সেরূপ ধর্ম্মের প্রয়োজন। হে মানব! চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখ, ভক্তপ্রাণ শ্রীভগবান তোমাকে তাহার অভাবগ্রস্ত দেখিয়া সকল যুগের সকল ধর্ম্ম কঠোরতার মহোর্ম্মি গঙ্গাধরের ন্যায় তপঃরূপ নিজ জটাকলাপে ধারণ করিয়াছেন—পরে ভগীরথের ন্যায়, নামমাত্র স্মরণে হিংসাদ্বেষ ধ্বংসকারী 'যত মত তত পথ,' ধর্ম্মরূপ এক নব মন্দাকিনী ধারা শ্রীবিবেকানন্দ জীব সমক্ষে আনয়ন করিয়া ধরাতল পবিত্র করিয়াছেন। হে অমৃতের সন্তান! নিজ স্বরূপ চিন্তা কর, আলস্য জড়তা ত্যাগ করিয়া সে পুণ্য সলিলে অবগাহন করিয়া শ্রান্তি তৃষ্ণা দূর কর।